

श्रिकित मि क्लिय



PRATIBADI KALAM ● Daily ● 13th Year, 51 Issue ● 22 February, 2022, Tuesday ● ৯ ফাল্লন, ১৪২৮, মঙ্গলবার ● আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা ● ৮ পৃষ্ঠা ● ৫ টাকা ● R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।।

ठन २४ थाँट

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। মাস দুই পর নতুন বছরকে যখন স্বাগত জানানো হচ্ছে 'এসো হে বৈশাখ' গুনগুনিয়ে, কিংবা পয়লা বৈশাখে মাংস ভাত নয় একটু ডিম ভাতের চেষ্টা রেগা শ্রমিকের ঘরে, তখন রাজ্যে উড়বে ভোটের স্লোগানও, সাথে হয়ত রাস্তার ধার থেকে প্রতি রাতে পতাকা উপডে নেওয়ার কর্মসূচি। চার বিধানসভা আসনে উপনির্বাচন হচ্ছে ২৮ এপ্রিলে। প্রাথমিকভাবে এই দিনই ঠিক হয়েছে উপনির্বাচনের জন্য। ঘোষনা আসছে শিগগিরই। সাংঘাতিক কোনও উলট-পালট না হলে সেই দিনেই উপনির্বাচন হবে আগরতলা, বড দোয়ালি, যুবরাজনগর ও সুরমা বিধানসভা আসনে। বহুদিন দলে থেকেও মুখ্যমন্ত্রীর বিরোধিতা করে নেতৃত্ব বদলাতে না পেরে শাসক দল ছেড়ে তিন বিধায়ক চলে যাওয়ায় তিনটি আসন শূন্য হয়ে পড়েছে। আরেকটি আসনে সিপিআই(এম) বিধায়ক মারা গেছেন। আগরতলা কেন্দ্রের পাঁচ বারের বিধায়ক, চারবার কংগ্রেস থেকে, একবার

বিজেপি থেকে, সুদীপ রায় বর্মণ দল ছেড়েছেন এই মাসের প্রথম মারা গেছেন, সেই আসনেও দিকে। তার সাথে দল ছেড়েছেন উপনির্বাচন হবে। মোটামুটি ৪৪ বড়দোয়ালির তিন বারের বিধায়ক আশিস কুমার সাহা,দুই বার কংগ্রেস থেকে, একবার বিজেপি থেকে

দিন লাগে কোনও আসনে নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু করে, তা শেষ করতে। ভোটার তালিকা বের করা



9774414298 A. K. Road Agartala 799001 বিজ্ঞাপনে বিভ্ৰান্ত না-হয়ে 'পাৰুল' নামের পাশে 'প্ৰকাশনী' দেখে পাৰুল প্ৰকাশনী-র বই কিনুন ২৮ এপ্রিলেই উপনির্বাচন করার লক্ষ্যে এগোচেছ প্রক্রিয়া। এখানে

কমলপুরের সুরমা'র বিধায়ক পুরানো আরএসএস কর্মী আশিস উল্লেখ করার বিষয় হচ্ছে, শাসক দাস দল ছেড়েছেন, যোগ জোট থেকে বেরিয়ে গেছেন দিয়েছেন তৃণমূলে। মাথা মুড়িয়ে বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মাও।অনেক প্রতিজ্ঞা করেছেন বিজেপিকে ক্ষমতা চ্যুত না করে মাথায় চুল মাস আগে চিঠি দিয়ে বিধায়ক পদ গজাতে দেবেন না। সুদীপ, আশিস ছেড়েছেন, তবে তার বিধায়কপদ খারিজ হয়নি, সুদীপ রায় বর্মণ, ফিরে গেছেন কংগ্রেসে। ধর্মনগরের যুবরাজনগর আসনের বিধায়ক আশিস সাহা-র ক্ষেত্রে চিঠি

প্রাক্তন অধ্যক্ষ রমেন্দ্র কুমার নাথ দেওয়ার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই তাদের পদ গেছে। আশিস দাস'র ক্ষেত্রে নজিরবিহীন ঘটনা হয়েছে, কতদিন বিধায়ক পদে থাকলে পেনশন পাওয়া যাবে, সেই সময় বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তাকে বিধায়ক পদ থেকে খারিজ করার আগে।আর বৃষকেতু দেববর্মা'র পদ যাচ্ছেই না। এখন তার বিধায়ক পদ খারিজ করাকে ট্রাম্প কার্ড করে উপনির্বাচনের সময়ে বেশ-কম করার চেষ্টা হতে পারে। সূত্রের খবর, এপ্রিলের ২৮ তারিখ দেশের আরও অন্যান্য উপনির্বাচনের সাথে ত্রিপুরায়ও অন্তত চার আসনে উপনির্বাচন হবে। রবিবার রাতে লম্বা মিটিং হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাড়িতে।সরকার ও দল মিলে গিয়ে কাজ করার বিষয়ে সেখানে কথা হয়েছে। সাধারণ ভোটের বাকি বছর খানেক, সেই জনপ্রতিনিধিদের সোসাইটির জন্য তাদের কী দায়িত্ব তা বলা হয়েছে। এক মন্ত্রী-সহ বিজেপি'র অনেকে ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি সভাপতি পদ থেকে সরে যাওয়ার জন্য ডাঃ মানিক সাহাকে

শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ ২১ ফেব্রুয়ারিও লজ্জিত করলেন রাজ্যকে। সারাদিনে ২১ ফেব্রুয়ারি নিয়ে বেশ কয়েকটি পোস্ট দিয়েছেন সামাজিক মাধ্যমে। বাংলা এবং ইংরাজি, দুই ভাষাতেই। 'ইন্টারন্যশনাল মাতৃ ভাষা দিবস'-র মত সার্কাস বেশ কিছুদিন ধরেই করছেন, তাও আছে। 'দিবস'-র বানান ধরলে তিন ভাষার জগাখিচুরি। সোমবারে কোথাও ঠিক করে লিখার চেষ্টা করেছেন। অতি দুর্বল ইংরাজিতে করা এক পোস্ট লজ্জার বালতি ভরে দিয়েছে। এমনকী রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন-এর অনুষ্ঠানে যাওয়াকে সর্গস্রিই লিখে দিয়েছেন দিবসটিকেই তিনি 'অ্যাটেড' করছেন, দিবসটিরি জন্য করা অনুষ্ঠান 'অ্যাটেন্ড' করা নয়। স্কুল

সফরে গিয়ে তিনি শিক্ষকদের পাচারকারী বলেছেন কখনও, আবার কখনও ইংরাজি বলতে গিয়ে ভুলভাল বলেছেন, আর এক অনুষ্ঠানে 'স্যুইচড অন ইওর মোবাইল' তো জীবস্ত কিংবদস্তি কিস্যায় পরিণত হয়েছে। ডিফেন্স এরপর দুইয়ের পাতায়

অভিযুক্ত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২১ ফব্রুয়ারি।। অন্তত বাইশ জন বনকর্মী অভিযোগ জানিয়ে ছিলেন পার্মানেন্ট লেবারার সুমন দে'র বিরুদ্ধে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ লাইসেন্সধারী কাঠ ব্যবসায়ীদের থেকে ঘুস আদায়, বদলি নিয়ে দু-নম্বরী করা, সিপাহিজলা'র হাসপাতালে ওযুধ কেনার থেকে কমিশন চাওয়া, মহিলা কর্মীকে হেনস্তা করা, আরও নানা কিছু। সাময়িক বরখাস্ত করা হয় সুমন দে'কে। নিজেকে বিএমএস নেতা পরিচয় দিয়ে দাদাগিরি করে থাকেন বলে অভিযোগ আছে। দফতরে তার বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে, সেই নিয়ে হচ্ছে শুনানি। আত্মপক্ষ সমর্থনে নিজের কথা বলার সুযোগ পাচ্ছেন তিনি। তাকে সাহায্য করছেন দীপ দেব নামে বন বিভাগের কর্মী। তিনি সুমনের ডিফেন্স অ্যসিস্ট্যান্ট। সেখানেই প্রশ্ন উঠেছে। দীপ দেব নিজেই অভিযুক্ত। তার বিরুদ্ধে সেন্ট্রাল ভিজিলেন্সে অভিযোগ জানানো হয়েছে গত বছরের ৯ আগস্ট তারিখে। সেখানে দফত রের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকের বিরুদ্ধেও সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। সেন্ট্রাল ভিজিলেপের কাছে দাবি জানানো হয়েছে গোপনে অভিযোগ জানানোর এরপর দুইয়ের পাতায় এরপর দুইয়ের পাতায়



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছিলেন, ত্রিপুরায় 'মানিক' নয়, তিনি 'হীরা' দেবেন। প্রধানমন্ত্রী কথা রেখেছেন। ২০১৮ সালের আগের কথার সাথে ২০১৮ সালের পরের কথার মিল বোঝালেন প্রধানমন্ত্রী নিজেই। হীরা মানে কী পেলো রাজ্য সেদিনও আগরতলায় এসে প্রধানমন্ত্রী অক্ষরে অক্ষরে বুঝিয়েছিলেন। মানিকপুরে যেন প্রধানমন্ত্রীর সেই 'মানিক তত্ত্ব' অন্যভাবে ফুটে উঠলো। স্বর্ণরাজ্যের স্বপ্নের ফেরিওয়ালাদের

মানিকপুরের নামে অন্তর্নিহিত 'মানিক' আক্ষরিক অর্থেই এই অঞ্চলে প্রতিফলিত হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তার সামাজিক মাধ্যমে রাজনৈতিক আক্রমণে প্রাক্তনকে এভাবেই বিঁধলেন। সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ ও নেশা বাণিজ্যের যাত্রা শুরুর মাধ্যমে পূর্বতনদের শাসনকালে যুবশক্তি সর্বোপরি সমস্ত মানুষের ভবিষ্যৎকে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। সমস্ত সংকীর্ণতার ঊর্ধের্ব উঠে, সরকার প্রতিষ্ঠায় যারা আমাদের পক্ষে মতাধিকার প্রয়োগ করেছেন বা যারা করেননি সময়ে উন্নয়নের প্রশ্নে উপেক্ষিত প্রত্যেকের সম বিকাশে আমরা

অঙ্গীকারবদ্ধ ভাবে কর্মপ্রচেষ্টা চালিয়ে যাচেছন বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। এই অঞ্চলের মানুষের পারাপারের দীর্ঘ প্রতিক্ষিত সমস্যার বাস্তবিক অনুধাবনের লক্ষ্যে সাঁকো দিয়ে পার হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীকে কাছে পেয়ে উচ্ছুসিত গ্রামের নাগরিকরা। ধলাই জেলার অন্তর্গত মনু নদীর উপরে নির্মিত হতে চলা, আরসিসি ব্রিজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন ও তিনটি আরসিসি ব্রিজের উদ্বোধনের মাধ্যমে এই অঞ্চলের মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ প্রতিফলিত হবে। আরসিসি ব্রিজটি নির্মিত হলে এই অঞ্চলের মানুষদের • এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। সমাজ কল্যাণ মন্ত্ৰী শান্তনা চাকমা'র এলাকায়ও বিদ্রোহ ও হতাশা'র সুর। পেঁচারথলে যুব মোর্চার প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ও তাদের শক্তি কেন্দের ইন-চার্জ, সাস্ত্রনা চাকমা'র কাউন্টি এজেন্ট সোহম চাকমা দলের ও বিজেপি সরকারের প্রতি

পেঁচারথলে

বিদ্রোহের সুর



ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন। ২০১৬ সাল থেকে তিনি সিপিআই(এম) বিরোধিতা করে বিজেপি'র সাথে মিশেছিলেন। বিজেপি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, সরকারে থেকে অরাজকতার রাস্তায় চলছে. মানুষকে অবমাননা করছে। তিনি আহ্বান করেছেন যে মানুষ যেন বিজেপি'র সঙ্গ ছেড়ে নিজেদের পথ বেছে নেন। তারা যেন বিজেপি'র সাথে মিথ্যার রাস্তায় না যান। তিনি অভিযোগ করেছেন যে,

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগর তলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। আন্তর্জাতিক স্তরে একুশে ফেব্রুয়ারি স্বীকৃতি পাওয়ার আগেই যে এই দিনটিকেই মাতৃভাষা দিবস হিসেবে উদযাপন করে বাংলাদেশকে পর্যন্ত তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন তিনি এখন আর নেই। তৎকালীন সময়ের বামফ্রন্ট সরকারের তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী অনিল সরকার প্রয়াত হয়েছেন বেশ কয়েক বছর আগেই। কিন্তু একুশে ফেব্রুয়ারি এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। বর্তমান সময়ে যারা মাতৃভাষা দিবসের ধারক বাহক এবং পৃষ্ঠপোষক এদের ভাষাজ্ঞান মাতৃভাষার প্রতি দরদ এবং তাদের দীর্ঘ সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলন সম্পর্কেও সকলেই প্রায় অবহিত। রফিক, জব্বার, সালাম, বরকদের মতো ভাষা শহিদরা যে এদের কত আপন তা তারা যেমন ভালো জানেন তেমনি ভালো জানেন এ রাজ্যের মানুষও। সেই কারণেই একুশে ফেব্রুয়ারিতে যেন আনন্দোল্লাসের উদযাপন হয় সকল ভাষার সম্মানে, সকল ভাষার বিকাশে এই সরকার ২০১৮ • এরপর দুইয়ের পাতায় | যে উদ্যোগী তা একুশে ফেব্রুয়ারি

ছাড়াও রাজ্যের মানুষ প্রায় সকলেই অবগত। যে কারণে ভাষা নিয়ে গবেষণা এবং ভাষার বিকাশ বর্তমান সময়ে হাজার গুণ বেড়ে গিয়েছে। ক্রমেই সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হচ্ছে বাংলা ভাষা-সহ এ রাজ্যের ১৯টি জনজাতি গোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা।



কিন্তু চোখ আটকে যায় আগরতলা থেকে সাব্রুমের দিকে রওনা দিলে। যেখানে ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি এই সড়ক উন্নয়নের দায়িত্বে কিন্তু তারা যখন বড় বড় তোরণ বানিয়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানের কিলোমিটার নির্দেশ করে জাতীয় সড়কের জানান দেয়, তখন ভূলে যায় এ রাজ্যের ভাষা ডবল ইঞ্জিনের সরকার এবং ভাষা গবেষক থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটি, ভাষা উন্নয়ন কমিটি সহ আরও শত সহস্র কমিটি তা দেখেও চোখ বুজে যায়। বিশালগড় আদালতের সামনে বিএসএফ ক্যাম্পের সম্মুখভাগে যেখান থেকে শুরু হয়ে গিয়েছে বিশালগডের বাইপাস সডক সেখানে ন্যাশনাল হাইওয়ে ডেভলপমেন্ট অথরিটি তোরণে বিশালগড় নামটি যেভাবে লেখা তা দেখলে বাল্যশিক্ষা পড়েছেন এমন লোকেরও হাসি পাবে। এখানে বিশালগড লেখা হয়েছে 'বিষালগড'। যা এই এলাকাবাসীদের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন ছাড়া আর কিছু নয়। একটু এগিয়ে গেলে বিশ্রামগঞ্জ। এর আগেই এনএইচআইডিসিএল'র তোরণে বিশ্রামগঞ্জ বানানটিও পীড়া দেয়। এখানে বিশ্রামগঞ্জ হয়ে গিয়েছে 'বিশ্যমঞ্জ'। এ রাজ্যে যখন রেল ধর্মনগর পর্যন্তই পৌছেছিলো, কুমারঘাট পর্যন্ত এগিয়েও দাঁড়িয়েছিলো অগ্রগমন, তখন থেকেই ধর্মনগরকেই রাজ্যের রেল

সংস্কৃতি এবং মানুষের আবেগ।

পঞ্চায়েতে অনাস্থা

তুঙ্গে ঘোড়া কেনাবেচা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২১ ফেব্রুয়ারি।। শাসক দলের যুব সংগঠন যখন সোমবার রাজ্যজুড়েই দাপিয়ে বেরিয়েছে, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি জেহাদ ঘোষণা করেছে ঠিক সেদিনই কৈলাসহরে শাসক দলকে একটা ঝটকা দিলেন বীরজিৎ সিনহার দক্ষিণহস্ত বলে কথিত মহম্মদ বদরুজ্জামান। এদিন বিজেপির নির্বাচিত চার পঞ্চায়েত সদস্য কংগ্রেস সদস্যদের সঙ্গে মিলে বিজেপি পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনলেন একেবারে জেলা পঞ্চায়েত আধিকারিকের কাছে গিয়ে। এমনকী শাসকদলীয় গ্রাম প্রধানের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, রেগা এবং বেনিফিসিয়ারিদের অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদানের দুর্নীতির অভিযোগ আনলেন। যদিও অনাস্থা এনে রাত পর্যন্তও বাড়ি ফিরতে পারেননি বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যা রুবিনা বেগম। রাত পর্যন্তও তারা কৈলাসহর থানায় অবস্থান করছেন। জানা গেছে, রুবিনার স্বামী আব্দুল রশিদ-র উপর গ্রামপ্রধান সুন্দর মিঞার লোকজনেরা আক্রমণ করেছে। অপরদিকে জেলা কংগ্রেস সভাপতি মহম্মদ বদরুজ্জামান বলেছেন, তিনি এদের পাশে থাকবেন। যেকোনও পরিস্থিতিতেই তিনি এদেরকে ছেড়ে যাবেন না। জানা গেছে, কৈলাসহরের ফুলবাড়ি কান্দি গ্রাম পঞ্চায়েতটি বিজেপি পরিচালিত ও গ্রামপ্রধান সুন্দর মিঞা। ১১ সদস্যক এই পঞ্চায়েতে বিজেপি দলের সদস্য সংখ্যা ৮ এবং কংগ্রেসের ৩ জন রয়েছেন। কিন্তু পঞ্চায়েত গঠনের পর থেকেই প্রধানের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ উত্থাপন করছেন অন্যান্য পঞ্চায়েত সদস্যরা। অভিযোগ, খোদ শাসক দলের নির্বাচিত সদস্যদেরকেই কোনওরকম পাত্তা দেন না গ্রামপ্রধান। যে কারণে গ্রামপ্রধানের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ক্রমেই বাড়তে থাকে। বিষয়টি মণ্ডল নেতৃত্ব এবং জেলা নেতৃত্বের কানে তুললেও কেউই তেমন গুরুত্ব দেননি। যে কারণে দিনে দিনে ক্ষোভ আরও বাডতে থাকে। শেষ পর্যন্ত একরকম অতিষ্ঠ হয়েই বিজেপির নির্বাচিত সদস্যরা উপপ্রধানের নেতৃত্বে জেলা কংগ্রেস সভাপতি মহম্মদ বদরুজ্জামানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনতে তার সাহায্য চান। বদরুজ্জামানও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রস্তাবে রাজি হয়ে এদেরকে সর্বোতভাবে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। সোমবার বিজেপি দলের চার সদস্য রুবিনা বেগম, ফাতেমা বেগম, নজমূল হক এবং অরুণ দেবনাথ স্বদলীয় গ্রাম প্রধান সুন্দর মিঞার বিরুদ্ধে অনাস্থা আনতে মহম্মদ বদরুজ্জামানের কাছে চলে আসেন। আগে থেকেই তৈরি ছিলেন কংগ্রেসের তিন পঞ্চায়েত সদস্য জেসমিন বেগম, কুসুম 🏽 💿 এরপর দুইয়ের পাতায়

রণংদেহী রণজয়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। আমি একদা বিজেপি, সর্বদা বিজেপি, আমি তেল দেওয়ার রাজনীতি করি না, আমি বিজেপিতে আছি, ছিলাম এবং থাকব। আর বিজেপির নীতি আদর্শের বিরুদ্ধে কেউ কথা বললে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবই —



মাথার পেছনে টাঙানো ভারত কেশরী শ্যামাপ্রসাদ ড. মুখোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতি, গের যা - সবুজ উত্তরীয় গলায় নিজের ছবি পোস্ট করে এভাবেই নিজেকে তুলে ধরেছেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি রণজয় কুমার দেব। মাত্র ক'দিন আগে যার নেতৃত্বে চিঠি লিখে বর্তমান রাজ্য সভাপতি ডা. মানিক সাহার ইস্তফা চাওয়া হয়েছে। সেই রণজয় কুমার দেব এদিন সামাজিক মাধ্যমে এসে বিশাল 🌘 এরপর দুইয়ের পাতায়

চার হাল ধরছেন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। কথা ছিলো যুবস্রোত ঘটিয়ে নাকাবন্দি করে ফেলা হবে গোটা শহরকেই। কথা ছিলো যুব সমাবেশে সোমবারের দুপুর কয়েক ঘণ্টার জন্য থমকে যাবে। গোটা রাজ্যের স্বাভাবিক চলাচলকে এই সময়ে জারি থাকবে শুধুই যুব স্রোত। মিছিল হবে সিপিআইএম'র সঙ্গে কংগ্রেসের মিতালির বিরুদ্ধে। মিছিল হবে বিজেপি সরকারকে ষড়যন্ত্র করে ফেলে দেওয়ার প্রতিবাদ জানিয়ে। মিছিল হবে সুদীপ রায় বর্মণ'দের গদ্দারির বিরুদ্ধে। মিছিল হবে কংগ্রেসকে ভয় পাইয়ে দিতে। মিছিল হবে সিপিআইএমকে ঘরে ঢুকিয়ে দিতে। আর মিছিল হবে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং দলের সভাপতি মানিক সাহাকে জানিয়ে দিতে — আর কারো দরকার নেই, চলাচল স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে এই কথা সরকার ফেরাতে যুব মোর্চার বলা যাবে না। আগরতলাকে এদিন

যবকেরাই যথেষ্ট। কিন্তু বুধবারের নাকাবন্দি করে ফেলেছে গেরুয়া নামানো হয়েছে, এটাই দেখা মিছিল সেসবকে কতটুকু নাড়া দিতে পেরেছে তা একমাত্র যুব

মোর্চার নেতৃত্বই বলতে পারেন।

কারণ, মিছিলে এদিন উল্লেখযোগ্য

সংখ্যায় সমাগম হলেও আগরতলার

ঝড় এই কথাও বলা যাবে না। একই সঙ্গে যুব মোর্চার নেতৃত্ব বুক বাজিয়ে

সমাবেশ ঘটেছে। বরং যুব মোর্চার

মিছিলের নামে গ্রামীণ হতদরিদ্র

শ্রমিক -কৃষক

গেছে। এদিন আগরতলার রাজপথে যুব মোর্চার মিছিলে দেখা

হাজার টাকা করে যে ভাতা হবে তা তারা পাবেন না। মূলত ভাতা পাওয়ার লোভেই এরা এদিন যুব



এমনকী

গিয়েছে যাটোর্দ্ধ, সত্তরোর্দ্ধ মহিলাদের। যারা একটু হাঁটছেন আবার একটু জিরিয়ে নিচ্ছেন। কিন্তু তাদেরকে নাকি বলে দেওয়া বৈষ্ণবদেরকে পর্যন্ত ময়দানে হয়েছে মিছিলে না হাঁটলে দুই

মোর্চার মিছিলে হেঁটেছেন। শুধু আগরতলা নয়, রাজ্যের বিভিন্ন স্থানেও মিছিলে শ্রমিক-কৃষক-মহিলা-বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সকলেই এসে হেঁটেছেন। ● এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, নিজেদের সরকারি ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি জারি করে কেন শুধু পশ্চিম জেলার নাগরিকদের একটি বাড়তি সুযোগ দিয়ে রেখেছে?

আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যে ঘটে যাওয়া গত ১০০টি খুনের ঠিক কতগুলোর কিনারা করতে পেরেছে রাজ্য পুলিশ ? সিসি ক্যামেরার অধীনে থাকা শহরের মন্দিরগুলো থেকে যে স্বর্ণালঙ্কার চুরি হয়েছে সাম্প্রতিককালে, সেই ঘটনাগুলোর তদস্তে চোর ধরা পড়লো? রাজনৈতিক মিছিল থেকে সংবাদভবন পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনার তদস্ত কোন্ পর্যায়ে? মহিলাদের কাছ থেকে প্রকাশ্য দিবালোকে হার ছিনতাইয়ের ঘটনায় কে বা কারা গ্রেফতার হলো? ক'জন ড্রাগ প্যাডলার বা ফেন্সি কারবারির মূল মাথারা গত ৪ বছরে পুলিশের জালে ধরা পড়লো? এমন আরও অনেক প্রশ্নের উত্তর রাজ্যবাসীর জানা। কিন্তু গত কয়েকদিনে বহু সচেতন নাগরিক সংবাদভবনে টেলিফোন করে জানতে চাইছেন, রাজ্য পুলিশ

বিজ্ঞপ্তিটিতে বলা হয়েছে, পচিম

-: বিজ্ঞপ্তি :-

ভিদের বিরুদ্ধে কিছু প্রয়োজনীয় আইনী পদক্ষেপ গ্রহন রিয়াছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সময় গনকে জানানো যাইতেছে যে যদি কো াবে বলপূর্বক অবৈধভাবে ভূলুম করার জন তিসত্র জেলা পুলিশের Help Line ১০০ নম্বরে ন্যাল করে অভিযোগ জানাতে পারেন যাতে

জেলার যেকোনও নাগরিক, মাফিয়া-সমাজবিরোধী-দুর্বৃত্তদের অবৈধ জুলুম বা ভয়ভীতি প্রদর্শন সম্পর্কে জেলা পুলিশের হেল্প লাইন ১০০ নম্বরে টেলিফোন করে অভিযোগ জানাতে পারবেন। প্রশ্ন জাগছে, পুলিশের ১০০ নম্বরটি শুধুই পশ্চিম জেলার জন্য হেল্প লাইন নম্বর ? বিজ্ঞপ্তিটিতে বহু বছর আগে অবসরে যাওয়া পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার বিজয় কুমার নাগের স্বাক্ষর রয়েছে। অথচ দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব'র ছবিতে ভরপুর রাজ্য পুলিশের ওয়েবসাইটে এই আদিকালের বিজ্ঞপ্তিটি বাড়তি গুরুত্ব নিয়েই প্রথম পাতায় উঠে আসছে। রাজ্যের বাকি সাতটি জেলার নাগরিকরা একই বিষয়ের অভিযোগ কোন্ নম্বরে করবেন? রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সম্প্রতি বিভিন্ন টিএসআর ব্যাটেলিয়নগুলোতে হানা দিয়েছেন। ব্যাটেলিয়নের রান্নাঘর পর্যন্ত ঢুকে, খাবারের বাসনপত্র নেড়েচেড়েও দেখেছেন। ● এরপর দুইয়ের পাতায়

সহজেই অনুমেয়। সোমবার উত্তর

সোজা সাপ্টা

পত্ৰ বোমা

সুদীপ, আশিস-র দল ছাড়ার চেয়েও নাকি বেশি ঝড় তুলেছে ১৫ জন আদি নেতার এক চিঠি। 'মানিক সাহা গদি ছাড়ো' দাবি তোলা হলেও আদি নেতাদের টার্গেট যে মুখ্যমন্ত্রী তা কারোর না বোঝার কারণ নেই। আর আদি নেতাদের চিঠির পর দলে যে ধীরে ধীরে বিদ্রোহের আগুন বৃদ্ধি পাচ্ছে তা হয়তো রাজ্য নেতৃত্ব এখন টের পাচ্ছেন। আর এখান থেকেই নাকি দলের নেতা-কর্মীদের এখন বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া শুরু হয়েছে। চার বছর ক্ষমতার ক্ষীর-দুধ-মাখন খাওয়া নেতাদের নাকি এখন বুথ কমিটি, পৃষ্ঠাপ্রমুখদের কথা ভীষণভাবে মনে পড়ছে। তবে ঘটনা হচ্ছে, ২০১৮ বিধানসভা ভোটের আগে যারা বুথ কমিটি, পৃষ্ঠাপ্রমুখের দায়িত্বে ছিলেন তাদের মধ্যে কতজন এখন মনে প্রাণে দলে আছেন ? কতজন দলের জন্য মাঠে নামার মতো অবস্থায় আছেন ? আদি বিজেপি নেতাদের চিঠি ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর বিভিন্ন জায়গায় দলের অনেক পুরোনো কর্মী যে মুখ খুলতে শুরু করেছেন সে খবর এখন পৌঁছেছে কৃষ্ণনগরেও। চার বছরে যারা দলের ক্ষমতা দখলের সুযোগে কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছেন তাদের নিয়ে নিচুতলার কর্মীরা কি বলছেন তা হয়তো শীর্ষ নেতাদের কানে আসছে। আদি নেতারা যাতে গোটা দলের মধ্যে বিদ্রোহ সৃষ্টি করতে না পারেন তার জন্য নাকি ময়দানে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, সুদীপ, আশিস-দের দল ছেড়ে যাওয়া এবং আদি নেতাদের সভাপতি হটাও দাবি দলের ভিত যে নাড়িয়ে দিয়েছে তা কি সামাল দিতে পারবে শীর্ষ নেতৃত্ব?

ভাষা ও বিজ্ঞান

 ছয়ের পাতার পর পশুপাখির টিকে থাকার জন্য সবার প্রথম প্রয়োজন হয় প্রতিয়োগিতা, সহয়োগিতা নয় সে জন্য তার চোখের মণি রঙের আড়ালে ঢেকে রাখার ব্যবস্থা, যেন অন্যরা বুঝতে না পারে, সে কোন শিকারের দিকে নজর দিচ্ছে। ভাষা আবিষ্কারের আগে থেকেই মানুষ কীভাবে সামাজিক সহযোগিতায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে, এটা তার একটি প্রমাণ। **আগুনের আবিষ্কার**— আদিম মানুষ প্রথম দিকে শিকার করা পশুপাখির কাঁচা মাংস চিবিয়ে খেত। ফলে দিনের প্রায় বেশির ভাগ সময়ই তাকে চোয়াল চালাতে হতো। এ জন্য আদিম যুগের মানুষের চোয়াল ছিল বেশ বড় ও মাথার অংশ ছোট। সেখানে মস্তিষ্কের আকারও হতো ছোট। পরে আগুন আবিষ্কারের ফলে মাংস পুড়িয়ে খাওয়া সম্ভব হলো। ফলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চোয়াল ছোট ও মাথার অংশ বড় হলো। সেখানে মস্তিষ্কের আকার বড় হলো। মস্তিষ্কের সঙ্গে গলার স্বরযন্ত্রের সংযোগ থাকায় ধীরে ধীরে মানুষের শব্দ উচ্চারণ ও ভাষায় মতবিনিময় করার সুযোগ আরও বাড়ল।

ভাষা ও বিজ্ঞান— আমরা অনেক সময় মনে করি, ভাষা আর বিজ্ঞান আলাদা বিষয়। সেটা এক অর্থে ঠিক। কিন্তু ভাষার সঙ্গে বিজ্ঞান অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। যেমন অনেক প্রবাদ—প্রবচন ভাষাকে সমৃদ্ধ করে। বেশ কিছু প্রবাদের অর্থ বের করতে গেলে বিজ্ঞানের আশ্রয় নিতে হয়। যেমন একটা প্রচলিত প্রবাদ হলো 'কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানো'। কিল দিলে যে কাঁঠাল পাকে, সেটা অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান। কিন্তু আঘাতে কাঁঠাল পাকে কেন? এর কারণ হলো কিছুটা কাঁচা কাঁঠাল গাছ থেকে পেড়ে তাকে আচ্ছা করে কিল বা আঘাত দিলে কাঁঠালের ভেতর একটি সংকেত যায় যে তাড়াতাড়ি কাঁঠাল পাকানোর ব্যবস্থা করতে হবে, না হলে কাঁচা কাঁঠালের কোষগুলো বের হয়ে ছড়িয়ে—ছিটিয়ে নম্ভ হবে। তাই সে দ্রুত ইথিলিন গ্যাস নিঃসূত হয়, যেন দ্রুত কাঁঠাল পাকে। কারণ, পাকা কাঁঠালের বীজ থেকে নতুন চারা গজাবে, তাহলেই তার বংশবিস্তার করা সম্ভব। বংশবিস্তার করা সম্ভব হলেই তো গাছের জীবন সার্থক। এই বৈজ্ঞানিক বিষয়টি বোঝার জন্য কাউকে বিজ্ঞান বই পড়তে হয়নি। অভিজ্ঞতা থেকেই শিখেছে। প্রায় সময় পাকা কাঁঠাল গাছ থেকে নামিয়ে বোঁটার গোড়ায় একটা গজাল ঢুকিয়ে দু—তিন দিনেই কাঁঠাল পাকানোর ব্যবস্থা করা হয়। সেখান থেকেই 'কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানো'র প্রবাদ।

আবার আমরা বলি, 'ফাঁপা কলস বাজে বেশি'। এর পেছনেও রয়েছে বিজ্ঞান। কারণ, অভিজ্ঞতায় জানি, পানি ভরা কলসে টোকা দিলে শব্দ কম হয়, কিন্তু ফাঁপা থাকলে টোকা দিলেই বেশ জোরে শব্দ শোনা যায়। কারও জ্ঞানের অন্তঃসারশূন্যতা প্রকাশ করতে এই প্রবাদ সাধারণত ব্যবহার করা হয়।

আরেকটি মজার ব্যাপার লক্ষ করার মতো। স্কুলে ব্যাকরণে আমরা পড়ি, 'পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির'। এখানে 'পাতায় পাতায়' শব্দযুগলের কারক হলো অধিকরণে পঞ্চমী বিভক্তি। অথচ 'য়' সাধারণত সপ্তমী বিভক্তি। কোথায় পড়ে ? পাতায় পড়ে। এখানে তো অধিকরণে সপ্তমী বিভক্তি হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু বিভক্তি কেন 'পঞ্চমী' হলো ? এর ব্যাখ্যাটা বেশ জটিল বিজ্ঞানের বিষয়। নিশীথ রাতের শিশির আকাশ থেকে পড়ে না, বরং শীতের ঠান্ডায় বাতাসের অতিরিক্ত জলীয় বাষ্প পানির বিন্দু হিসেবে পাতায় জমে এবং এরপর ওপরের পাতা থেকে নিচের পাতায় ফোঁটার আকারে পড়ে। তাই শিশির 'পাতা হইতে পাতায়' পড়ে। 'হইতে' শব্দটি উহ্য থাকে, কিন্তু প্রক্রিয়াটির কারণে সেটা অধিকরণে 'পঞ্চমী' বিভক্তি, সপ্তমী নয়।

আনিসকাণ্ডে সিট গঠনের নির্দেশ

 ছয়ের পাতার পর
যোগ নেই বলেও দাবি করা হচ্ছে। কিল্প এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীর বিতর্ক দানা বেঁধেছে। চলছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। এমন পরিস্থিতিতে বিতর্ক থামাতে আনিসকাণ্ডে হস্তক্ষেপ করলেন মখ্যমন্ত্রী। সকালেই আনিসের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন উল্বেডিয়ার সাংসদ সাজদা আহমেদ, রাজ্যের মন্ত্রী পুলক রায়। জানিয়েছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে চান। পরিবারকে নবান্নে ডেকেছেন মুখ্যমন্ত্রী।প্রাথমিকভাবে নবান্নে যেতে রাজি হয়েছিলেন আনিসের বাবা সালাম খান। পরে সিদ্ধান্ত থেকে সরে দাঁড়ান তিনি। পরিবারের তরফে জানানো হয়, সালাম খান অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। পরে সালাম জানান, ''আমি নবান্নে যেতে পারছি না, অসুস্থ। উনি (মুখ্যমন্ত্রী) এখানে এলে ভাল হয়। কথা বলব।" এই টানাপোড়েনের মাঝেই সিট গঠনের নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

 আটের পাতার পর - আশ্বস্ত করতে স্পষ্টীকরণ চান। জিতেন চৌধরী আরও মন্তব্য করেন রাজনীতিতে উন্নত কর্মসূচি এবং আদর্শ নিয়েই আমাদের লড়াই বা বিতর্ক হোক। খামোখা এসব বিষয় নিয়ে কেন আঙুল তুলতে হবে। খবরটি ছিল দেবরামপুরে একটি পুকুর ভরাট করে এগুলি বিক্রি করছে কয়েকজন। টাকার কমিশন গেছে বিধায়কের কাছেও। এই মন্তব্যের পরই নোটিশ দেওয়া হয়েছে সিপিএম রাজ্য সম্পাদককে। বিশ্বজিৎ দেব নোটিশে বলেছেন, জিতেন চৌধুরী ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ এনেছেন। এছাড়া মন্ত্রীদের বিরুদ্ধেও অভিযোগ তুলেছেন। আইনত দিক থেকে এসব অভিযোগের কোনও প্রমাণ নেই। বিজেপির নেতাদের সম্মানহানি করতেই ফেসবুকে পোস্টটি করা হয়েছে। নোটিশে বলা হয়েছে, জিতেন চৌধুরী যাতে তার পোস্টটি তুলে নেন। পোস্ট না তুললে তার বিরুদ্ধে ফৌজাদারি এবং দেওয়ানি

কিস্তিমাত বিশ্বসেরা কার্লসেন

সেলিব্রেট করব।" এই অনলাইন র্যাপিড দাবা সাতের পাতার পর প্রতিযোগিতায় টারাশ গেমে কার্লসেন তিনটি ম্যাচ জিতে প্রজ্ঞনার মুখোমুখি হয়েছিলেন। কিন্তু এদিন হেরে যাওয়ায় কার্লসেন নেমে গেলেন পাঁচ নম্বরে ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার বর্তমানে এই প্রতিযোগিতায় ১২তম স্থানে রয়েছে। আট রাউন্ডের শেষে তার পয়েন্ট আট। একটি মাত্র জয় পেয়েছে লেভ আরোনিয়ানের বিরুদ্ধে। দু'টি ম্যাচ ড্র করে এবং চারটি ম্যাচ হারে। এই কিশোর ভারতীয় দাবাড়ু ম্যাচ ড্র করে আনীশ গিরি এবং কুয়াং লিয়েম লের বিরুদ্ধেও। এরিক হান্সেন, ডিং লিরেন, জান ক্রাইস্তভ এবং শাখরিয়ার মামেডিয়ারভের বিরুদ্ধে হার মানে প্রজ্ঞনা নান্ধা।রাশিয়ার ইয়ান নেপোমনিয়াচি ১৯ পয়েন্ট পেয়ে এই প্রতিযোগিতায় শীর্ষে আছেন। তিনি কয়েক মাস আগেই ম্যাগনাস কার্লসেনের কাছে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে হারেন। প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থানে আছেন ডিং লিরেন এবং হান্সেন। তাঁরা দু' জনেই পেয়েছেন ১৫ পয়েন্ট এয়ারথিং মাস্টার্স একটি অনলাইন র্যাপিড দাবা প্রতিযোগিতা। মোট ১৬ জন প্রতিযোগী অংশ নিয়েছেন। প্রাথমিক পর্যায়ে মোট ১৫ টি রাউন্ড রয়েছে। যার প্রথম ৮টি রাউন্ড হয়ে গিয়েছে। এই প্রতিযোগিতায় একটি ম্যাচ জিতলে পাওয়া যায় তিন পয়েন্ট। আর ড্র করলে সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগী এক পয়েন্ট পান।

নিলাম নিয়ে বিস্ফোরক উথাপ্পা

 সাতের পাতার পর
উচিত। উথাপ্পা আরও বলেছেন, "যারা নিলামে বিক্রি হয় না, তাদের উপর দিয়ে কী যায়, তা অন্যের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। সেটা কখনও সুখকর হয় না। আমার তাদের জন্য খুবই খারাপ লাগে, যারা দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেও দল পায় না। এটা হতাশাজনক। কেউ আপনার জন্য কতটা খরচ করতে রাজি, তার উপর ভিত্তি করে হঠাৎই ক্রিকেটার হিসেবে আপনার একটা মূল্য ঠিক হয়ে যায়।" কিছুটা বিরক্তির সুরেই এই ব্যাটার বলেছেন, "গত ১৫ বছর ধরে সকলে এই ব্যবস্থাটা ধরে রেখেছে। জানি না তাঁদের কোনও ধারনা আছে কিনা। নিলামে যাঁরা দুই ধরনের মামলা নেওয়া হবে। । উপস্থিত থাকেন, তাঁদের সঙ্গে কথা বললেই বুঝতে পারবেন।

ডিফেন্স অ্যাসিস্ট্যান্ট আরেক অভিযুক্ত

অভিযুক্তের পক্ষে

করার জন্য। সেই দীপ দেব এখন দেওয়ার পরেও ডাই-ইন- শাসক দলের ঢেকু ড় তুল হারনেস'র চাকরির ফাইল দীর্ঘদিন সি পাহিজলার গেটে বসে উকালতি করতে নেমেছেন। আটকে রাখার অভিযোগ আছে। 'তোলা' আদায় করেন বলে উল্লেখ করা যায় বিশ্বজিৎ পাল সুমন দে এখন যাত্রাপুরে পোস্টিং অভি যোগ। সুমন, দী প নামে এক কর্মীর বিরুদ্ধিও পেয়েছেন। তাকে সিপাহিজলা কিংবা বিশ্বজিৎ সকলেরই ভিজিলেন্সে অভিযোগ গেছে। অভয়ারণ্য এলাকায় আসতে না জার্সির রঙ একই।

এমন নয় যে, বৃদ্ধদের দেখে সহানুভূতি দেখিয়ে তাদেরকে না হাঁটিয়ে কোথাও বসিয়ে রাখা হয়েছে অথবা চলে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। বরং এদেরকেও মিছিলে হাঁটতে বাধ্য করা হয়েছে। আর এরাও হেঁটেছেন। যুব মোর্চার মিছিল কার্যত সাধারণ জনসভার মিছিলে পরিণত হয়েছে। মিছিলের এই অবস্থা দেখেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, তাহলে কি যুব মোর্চার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে যুবক-যুবতির দল? নইলে হঠাৎ করেই তারা বিরাগভাজন হলেন কেন? যুব প্রতিনিধিরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে বলেই কি বৃদ্ধদেরও ডাক পড়েছে মিছিলে? এই প্রশ্ন এখন বিজেপির অন্দরেই ঘুরপাক খাচ্ছে।

রণংদেহী রণজয়

প্রথম পাতার পর

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্য

পুলিশের ট্যাগলাইন তথা 'সেবা

বীরতা বন্ধুত্ব' বিষয়টিকে সামনে

রেখে এমন বহু বাক্য বলেছেন যা

রাজ্য পুলিশকে নানাভাবে

গৌরবাম্বিত করে। কিন্তু রাজ্যের

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিপ্লববাবুকে প্রায় ঘুমে

রেখেই এখনও রাজ্য পলিশের

প্রতিবার

দেখেনি।

 পথ্য পাতার পর প্রতিবেদন লিখেছেন যে প্রতিবেদনের ছত্রে ছত্রে রয়েছে বর্তমান রাজ্য সভাপতি ডাক্তার মানিক সাহার প্রতি শ্লেষ, ব্যঙ্গবিদ্রুপ এবং আক্রমণ। সঙ্গে দলের প্রতি তার শ্রদ্ধাবোধ ত্যাগ এবং নিষ্ঠার কথাও আছে। বর্তমান বিজেপি সভাপতি যে দলের নীতি পরিপন্থী কাজ করছেন তাও তুলে ধরেছেন রণজয়বাবু। পাশাপাশি এদিন তিনি বিজেপির অঘোষিত মখপত্র সত্যভাষণকেও মিথ্যা ভাষণ বলে আক্রমণ করতে ছাডেননি। তার আমলের বিজেপি বার্তার প্রসঙ্গ টেনে সত্য ভাষণ যে স্বদলীয় লোকেদের বিরুদ্ধেই এভাবে কুৎসা করছে তা তুলে ধরেছেন রণজয়বাবু। সুদীপ রায় বর্মণ, আশিস সাহা'রা যেদিন বিজেপি থেকে ইস্তফা দিয়েছেন সেদিনই সামাজিক মাধ্যমে এসে সরব হয়েছিলেন রণজয়বাব। বলেছিলেন এতে দল দুৰ্বল হলো। দলের রাজ্য নেতৃত্ব এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এদের গুরুত্ব বুঝলে দলের মঙ্গল হতো। সোমবার কার্যত বর্তমান রাজ্য সভাপতির দিকেই কামান দেগেছেন তিনি। তার বক্তব্য — 'সদীপ রায় বর্মণ এবং

এবং আক্তার আলি। এদের

প্রত্যেককে নিয়ে বদরুজ্জামান

চলে যান জেলা পঞ্চায়েত

আধিকারিকের কাছে। সেখানেই

তারা লিখিতভাবে গ্রামপ্রধানের

বিরুদ্ধে রেগা দুর্নীতি, ঘর বন্টনে

দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, স্বৈরাচারী

মনোভাব, গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণে

দুনীতি এবং অন্যান্য কাজে

দুর্নীতির অভিযোগ আনেন।

এর পর তারা থামপ্রধানের

বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব জমা দেন

জেলা পঞ্চায়েত আধিকারিকের

কাছে। জেলা পঞ্চায়েত

আধিকারিক জানিয়েছেন, তিনি

বিষয়টি খতিয়ে দেখে শীঘ্ৰই আস্থা

ভোটের আয়োজন করবেন।

জানা গেছে, অনাস্থা জানিয়ে

বাড়ি পৌঁছানোর আগেই রুবিনা

বেগমের স্বামী আব্দুল রশিদ-র

উপর হামলা চালিয়ে দেয়

থামপ্রধান সুন্দর মিএণার

লোকজনেরা। তারা বাড়িতে ঢুকে

বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়ার হুমকি

দেয়। এরপরই আতঙ্কিত রুবিনা

বেগম তার স্বামী সহ পরিবারের

অন্যান্যদের নিয়ে থানায় এসে

আশ্রয় নেন। তবে গভীর রাত

পর্যন্তও পুলিশ এই ঘটনায় কাউকে

থেফতার করতে পারেনি।

বিষয়টি দার শভাবে নাড়া

দিয়েছে বিজেপি নেতৃত্বকে।

২৮ এপ্রিল

প্রথম পাতার পর দিয়েছেন,

তিনিই সভাপতি। সেই

ডামাডোলেই আচমকা এই সভা

করে বিজেপি শক্তি যাচাই করে

নিয়েছে মূলত। ডাঃ মানিক

সাহা'তেই আস্থা আছে কিনা, সেটা

বুঝে নেওয়া এবং তার উপরেই

আস্থা রাখতে হবে, মণ্ডলে মণ্ডলে

এই বার্তা দেওয়া হয়েছে।

উপনির্বাচনে বিজেপি জিততে না

পারলে প্রেস্টিজ পাংচারের চেয়ে

বড় কথা আগামী ভোটে কুলিয়ে

উঠতে মুশকিল হবে। শাসক দল

ছেড়ে বিধায়করা বেরিয়ে যাচ্ছেন,

দাপটে জয়ী জিবি

• সাতের পাতার পর পিসি-কে

জয় এনে দিয়েছে। ২৭.৫ ওভারে

৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে

পৌছে যায় জিবি পিসি। ৬টি

বাউভারি এবং ৪টি ওভার

বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৯ রান করে

দেবজিৎ। ৬ উইকেটে জয় পায় তারা। বিজিত কর্ণেল সিসি-র হয়ে

অমিত সরকার তুলে নেয় ২টি

উইকেট। আগামীকাল সদর অনূধর্ব

১৫ ক্রিকেটে একটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত

হবে। নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে

মৌচাক বনাম জুটমিল

পরস্পরের মুখোমুখি হবে।

আগে তা কখনও হয়নি।

আশিস কুমার সাহা বিজেপি এবং সভাপতি হওয়ার পর থেকে বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার রণজয়বাবুকে পর আরও কয়েকজন বিধায়ক এবং রণজয়বাবু যে বিজেপি ছাড়েননি নেতা মোটামুটি সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে বরং বিপ্লব দেবই তাকে জানিয়ে আছেন বিজেপি ছেডে অন্য দলে দেন তার ইস্তফা গ্রহণ করেননি, চলে যেতে। এ বিষয়ে আমরা প্রতিমা ভৌমিক এবং ডাক্তার কয়েকজন চিস্তিত'। রণজয়বাব অশোক সিনহা সাংবাদিক আরও বলেছেন, সুদীপবাবুরা দল সম্মেলন করে জানিয়ে দিয়েছেন ছাড়তেই তারা বৈঠক করেছেন কিছু ভূল বুঝাবুঝি ছিলো তা শেষ এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রাজ্য হয়ে গেছে। তারপরও কেন বর্তমান সভাপতি তাকে আক্রমণ সভাপতির বিরুদ্ধে দিল্লিতে নালিশ করলেও যদিও তিনি এখন পর্যন্ত করছেন এ নিয়েও প্রশ্ন তুলেন তিনি। বর্তমান রাজ্য সভাপতিকে দলীয় সভাপতি তাই তার সঙ্গেই আলোচনা করা দরকার। সে খোঁচা দিয়ে রণজয়বাবু বলেছেন, জন্যই গত বুধবার রাজ্য সভাপতি মানিকবাবু ২০১৬ সালের মানিক সাহার সঙ্গে আলোচনা বিজেপি। আর রণজয় দেব ১৯৮৭ থেকে বিজেপি। ১৯৮৮ সাল করেছেন আদি বিজেপির ১৫ জন। বৈঠক শেষ হওয়ার পরই তার থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত রাজ্য কমিটির সহ-সভাপতি। ২০০১ হাতে একটি চিঠি তুলে দিয়েছেন। যে চিঠিতে ছিলো আসলে তাকে থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত রাজ্য ইস্তফা দেওয়ার প্রাম্প। সভাপতি। দলের প্রথা অনুযায়ী রাজ্য কমিটির ১ নং সদস্য এবং রণজয়বাবু অভিযোগ করেছেন, কোর কমিটির সদস্য। মানিক সাহা বৈঠকে বলা হয়েছিলো এ নিয়ে কেউ যেন মুখ না খুলেন। কিন্তু রাজ্য সভাপতি হওয়ার পর নিয়ম মানিকবাবু নিজেই বৈঠকের কথা ভঙ্গ করেই নাকি রণজয়বাবুকে প্রেস রিলিজ করে নীতি ভঙ্গ দলের সব দায়িত্ব থেকে মুক্তি করেছেন। বর্তমান রাজ্য সভাপতি দিয়েছেন। সাহস থাকলে রণজয় নাকি রণজয়বাবু বিজেপির সদস্য দেবকে দল থেকে বের করে নন বলে অভিযোগ করে থাকেন। দেওয়ার জন্যও ডাক্তার মানিক তিনি নাকি এও বলেন, তিনি সাহার কাছে চ্যালেঞ্জ রাখলেন

তিনি। পাশাপাশি সত্যভাষণ সংসারে কার্যত আগুন ধরিয়ে দিয়ে

নিয়েও কামান দেগেছেন রণজয়বাবু। বলেন, কোনও রাজনৈতিক দলের পত্রিকা কিংবা ইলেকট্রনিক মিডিয়া সব সময় সত্য কথা বলতে বা লিখতে পারে না। কিন্তু পত্রিকার নাম হয়েছে সত্যভাষণ। যে পত্রিকা গতকালও মিথ্যা কথা লিখেছে। রণজয় দেব এতটাই ক্ষিপ্ত এবং ক্ষব্ধ যে তার সামাজিক মাধ্যমের পোস্টটি যেন কেউ দলের সভাপতি মানিক সাহার গোচরে নিয়ে যান সেই জন্যও তিনি একটি লাইন লিখেছেন। দলের প্রবীণ নেতা এবং প্রাক্তন সভাপতি রণজয় দেব'র এমন বোমা কিভাবে সামাল দেন দলের বর্তমান সভাপতি মানিক সাহা সেদিকেই এবার লক্ষ সবার। উল্লেখ্য মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মাত্র একদিন আগেই জানিয়েছেন, আগামী ২০২৩ সালের নির্বাচনের সময়ে দলের কান্ডারি থাকবেন মানিক সাহা। তার নেতৃত্বেই হবে নির্বাচন। এর পর দিনই দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতির এমন বোমা বিস্ফোরণ বিজেপির

ালশের অপক্ষতা প্রকাশ্যে

সরকারি ওয়েবসাইটে যেসব

কর্মকাণ্ড চলছে, তা রাষ্ট্রপতি

পুরস্কারপ্রাপ্ত এই বাহিনীকে

আদতে লজ্জিত করে। পুলিশের

গুণগত মান কতটা তলানিতে

গিয়ে ঠেকলে, এখনও রাজ্য

পুলিশের ওয়েবসাইটে পশ্চিম

জেলার পুলিশ সুপারের নাম

'বিজয় কুমার নাগ' হতে পারে, তা

মানিকপুরে 'মানিক' নেই

প্রাপ্তি আনন্দে অংশীদার হতে, তাঁদের ডাকে আবারও আসবো। অঙ্গীকার মুখ্যমন্ত্রীর। মানিকপুর এক সময় সন্ত্রাস কবলিত এলাকা হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিল। সেই মানিকপুরে এখন বহুমুখী উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে। সমস্ত সংকীর্ণতার উর্ধের্ব উঠে সকল স্তরের নাগরিকদের সার্বিক কল্যাণে শহর থেকে প্রান্তিক এলাকা পর্যন্ত উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়িত হচ্ছে। আজ ধলাই জেলার মানিকপুরে মনু নদীর উপর পাকা সেতৃর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। মানিকপুর বাজার মাঠে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে মানিকপুর ও দেবাছড়ার মধ্যে সংযোগস্থাপনকারী এই সেতুর ভিত্তিপ্রস্তরের পাশাপাশি ছৈলেংটা থেকে ছামনু পর্যন্ত আরও ৩টি পাকা সেতুর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। এই পাকা সেতুগুলি ছৈলেংটা থেকে ছামনুর মধ্যবর্তী দুর্গাছড়া, গুরুচরণছড়া ও হেজাছড়ায় নির্মিত হয়েছে। মানিকপুর ও দেবাছড়ার মধ্যে যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম বাঁশের সাঁকোটি পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী। স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে কথা বলে বিগত দিনে তাদের এই সাঁকো পথে চলাচলের সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হন। দীর্ঘদিনের স্থানীয়দের দাবির প্রতি সম্মান জানিয়ে এই পাকা ব্রিজ নির্মাণে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন স্থানীয় জনগণ। উল্লেখ্য, এই পাকা সেত নির্মাণে ব্যয় ধার্য করা হয়েছে ৫০০.৩৩ লক্ষ ও ছৈলেংটা থেকে ছামন পর্যন্ত আরও ৩টি পাকা সেতর নির্মাণে বায় হয়েছে ১০০৩.৬৮ লক্ষ টাকা। অনষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মখ্যমন্ত্রী বলেন. দীর্ঘদিনের অবহেলিত ও উপেক্ষিত মানিকপুরের সার্বিক বিকাশে গুচ্ছ পরিকল্পনা রূপায়িত হচ্ছে। সমস্ত সংকীর্ণতার উধ্বের্ব উঠে উন্নয়নের সমবিকেন্দ্রীকরণ ও স্বচ্ছতার সাথে নাগরিক পরিষেবা প্রদানে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ করছে সরকার। পাকা ব্রিজগুলি এই অঞ্চলের মানুষের যোগাযোগের পাশাপাশি উন্নয়নের একটি শ্রেষ্ঠ অঞ্চল হিসেবে উঠে আসবে। এরফলে এখন আর প্রায় ১২ কিলোমিটার ঘরপথে মান্যকে আসতে হবে না। একলব্য বিদ্যালয়, উন্নত সড়ক, স্বাস্থ্য পরিকাঠামো, পরিশ্রুত পানীয়জলের ব্যবস্থা গুচ্ছ পরিকল্পনা রূপায়িত হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিগত দিনে অপরিকল্পিত উন্নয়নের সফল বাস্তবায়নের অভাবে ভূগতে হয়েছে এই অঞ্চলের মানুষকে। বর্তমান সরকার রাজ্যের প্রান্তিক অঞ্চলেও উন্নয়ন কর্মসূচি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে রূপায়ণ করছে। বিগত দিনে রাজ্যে বেড়ে উঠা নেশা বাণিজ্যে লাগাম টানতে আপোশহীনভাবে কাজ করছে রাজ্য সরকার। নেশা বাণিজ্যের সঙ্গে যারা যক্ত তাদের কোনোভাবেই প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। এক্ষেত্রে মহিলাদের আরও সজাগ দৃষ্টি রাখার আহান জানান মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর বণ্টন, চাকরিতে নিয়োগ থেকে শুরু করে সমস্ত পরিযেবা বন্টনে সংকীর্ণতার উর্ধের্ব উঠে স্বচ্ছতাই সরকারের অন্যতম প্রাধান্যের ক্ষেত্র। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা বলেন, বিগত দিনে উন্নয়নের প্রশ্নে উপেক্ষিত বিভিন্ন অঞ্চলকে সার্বিক বিকাশের মল স্রোতে সংযক্তিকরণের লক্ষ্যে ধলাই জেলার অন্তর্গত বেশ কয়েকটি ব্লককে চিহ্নিত করে প্রাধান্যের ভিত্তিতে সার্বিক উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়ন চলছে। রাজ্য সরকারের গহীত পরিকল্পনা গুচ্ছই এর অন্যতম পরিচায়ক। বিগত দিনে সন্ত্রাসবাদ, অসম উন্নয়ন সহ একাধিক কারণে এই অঞ্চলে কোনও কর্মচারীকে বদলি করা হলে তা শাস্তিমলক হিসেবেই বিবেচিত হতো। কিন্তু বর্তমানে সার্বিক বিকাশ ধারায় বদলে যাচ্ছে এই অঞ্চলগুলির চেহারা। যার ফলশ্রতিতে কর্মচারীরাও এখানে কাজে যোগ দিতে উৎসাহী হচ্ছেন। রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলির পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পগুলিও সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমস্ত অংশের মানুষ এর সুফল পাচ্ছেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক শস্তুলাল চাকমা, এমডিসি হংসকুমার ত্রিপুরা, ধলাই জেলার জেলাশাসক গোভেকর ময়ুর রতিলাল প্রমুখ।

জেলা শহরের একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা থেকে কয়েকজন একযোগে রাজ্য পুলিশের ওয়েবসাইটের একটি বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক '১০০' নম্বরে টেলিফোন করতে চেয়েছিলেন। বিজ্ঞপ্তিটি পড়া শেষ করে ওনারা কেউই আর সেই রিস্ক নেননি। কারণ ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, শুধুমাত্র পশ্চিম জেলার নাগরিকরাই ওই নম্বরে নির্দিষ্ট অভিযোগটি করতে পারবেন। এছাড়াও, বিজ্ঞপ্তিটিতে বলা হয়েছে যে, পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার নাকি বিজয় কুমার নাগ। কি আছে ওই বিজ্ঞপ্তিতে? বিজ্ঞপ্তিতে লেখা আছে --- 'ত্রিপুরা পুলিশ ইতিমধ্যে মাফিয়া, সমাজবিরোধী, দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে কিছু প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সমস্ত জনগণকে জানানো যাইতেছে যে, যদি কোনও মাফিয়া, সমাজবিরোধী, দুর্বত এখনও কোন ব্যক্তিকে কোনওভাবে বলপূর্বক অবৈধভাবে জুলুম করার জন্য ভয়ভীতি, হুমকি প্রদর্শন বা লাঞ্ছিত করে তবে আপনি অতিসত্ত্র জেলা পলিশের হেল্প লাইন ১০০ নম্বরে ডায়েল করে অভিযোগ জানাতে পারেন যাতে মাফিয়া. সমাজবিরোধী, দুর্বত্তদের বিরুদ্ধে পুলিশ তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নিতে পারে। এই টেলিফোনের জন্য কোনও টাকাপয়সা খরচ হয় না এবং যদি চান অভিযোগকারীর পরিচয় সম্পূর্ণভাবে গোপন থাকিবে।— সুপারিনটেনভেন্ট অফ পুলিশি, পশ্চিম ত্রিপুরা।' প্রশ্ন জাগছে, রাজ্য পুলিশের তরফে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে মাফিয়া, সমাজবিরোধী, দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে নালিশ করতে গেলে শুধু পশ্চিম জেলার নাগরিকরাই তা করতে পারবেন বিষয়টি কেন এলো? সারা রাজ্যের তরফে এই হেল্প লাইন নম্বর ব্যবহার করা যাবে না ? সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, রাজ্য পুলিশের সরকারি ওয়েবসাইটে যেখানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং বর্তমান ডিজি ভি এস যাদবের ছবির ছড়াছড়ি, সেখানে বিজয় কুমার নাগ-এর স্বাক্ষর করা আদিকালের একটি বিজ্ঞপ্তি কিভাবে এখনও রাজ্য পুলিশের ওয়েবসাইটের প্রথম পাতাতেই ফিরে ফিরে আসছে ? সারা রাজ্যের তরফে যিনি বা যারা মাফিয়া এবং সমাজবিরোধীদের সম্পর্কে অভিযোগ জানাতে চান, উনারা কোথায় যাবেন? কতটা নজরদারির অভাবে এমন একটি বিজ্ঞপ্তি জ্বল জ্বল করতে পারে রাজ্য পুলিশের ওয়েবসাইটের প্রধান পাতায়, তা সকলেই অনুমান করতে পারবেন।

াবদ্রোহের সুর

 প্রথম পাতার পর ক্ষমতার আসার পর তাকে দল থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে,

মাতৃভাষা দিবসে প্রণাম-ভাষণ

 প্রথম পাতার পর
 বলা শুরু হয়। বর্তমানে সাক্রম পর্যন্ত রেল পৌছালেও ধর্মনগরের গুরুত্ব রয়ে গিয়েছে আগের মতোই। কিন্তু সেই ধর্মনগর স্টেশনে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল জনগণের সুবিধার জন্য যে সাইনবোর্ডগুলো লাগিয়েছে তা দেখলে সাধারণ বাংলা জানা যেকোনও ব্যক্তির হার্টফেল হয়ে যেতে পারে। শুধু তাই নয়, যে কেউ সহজে বুঝে যাবেন বাংলার প্রতি অসম্মান ও অবজ্ঞা এবং নিজেদের অশিক্ষিত ভাবনা কতটুকু প্রকট হলে এমন সাইনবোর্ডও কেউ লাগাতে পারে বিশেষ করে বাঙালিপ্রধান এলাকায়। এখানে দিব্যাঙ্গজনদের জন্য একটি স্থান নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে। যা এই ব্যক্তিরা রেলের নানাবিধ সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করবেন। কিন্তু ইংরেজি এবং হিন্দিতে সঠিকভাবে লেখা হলেও বাংলাতে লেখা হয়েছে 'ডিবাইং' ব্যক্তি। ডিবাইং শব্দের মানে কি তা হয়তো একমাত্র রেলের কর্তারাই বলতে পারবেন। এটা শুধু বাংলা ভাষাভাষি অংশের মানুষই নয়, দিব্যাঙ্গজনদের প্রতিও অসম্মান। এর একটু দুরেই ইংরেজিতে লেখা রয়েছে ম্যায় আই হ্যাল্প ইউ। হিন্দিতে লেখা রয়েছে ক্যায়া ম্যায় আপকি সহায়তা করসাকতাহু। কিন্তু বাংলার ক্ষেত্রে এসেই সেই পণ্ডিত ব্যক্তিরাই এমন বাংলা লিখেছেন যে বাংলা উচ্চারণ করা যেমন কঠিন তেমনি এর মানে বোঝা আরও কঠিন। এই বাংলা বোঝার চেয়ে যেকেউ স্টেশনে বসেই হকারের কাছ থেকে সহজে ইংরেজি শিক্ষা কিংবা সহজে হিন্দি শিক্ষা বই নিয়ে পড়াশোনা করে হিন্দি এবং ইংরেজির মানে বুঝে ফেলতে পারবেন। ম্যায় আই হেল্প ইউ'র বাংলা হিসেবে লেখা রয়েছে এখানে 'আমি ইউ সাহায্য করতে পারে'। এটা কি ধরনের বাংলা কিংবা কি ধরনের ইংরেজির মানে তা একমাত্র রেলের কর্তারাই জানেন। এনএইচআইডিসিএল আগরতলার অদূরে একটি গেট বানিয়ে চুরাইবাড়িকে নির্দেশিত করেছে। কিন্তু চুরাইবাড়ি বানান লেখা হয়েছে 'চুরাইবাড়ি'। বাল্যশিক্ষা অস্তত যারা পড়েছেন তারা অস্তত জানেন 'ই'-এর নিচে কোনওদিন 🗘 কার হয় না। এতে উচ্চারণ বিশ্রাটও হয়ে থাকে। কিন্তু ডবল ইঞ্জিনের সরকার বলে কথা, রাজ্যের ইঞ্জিন জায়গা দিয়েছে আর দিল্লির ইঞ্জিন কাজ করিয়েছে। দুই ইঞ্জিনের ধাক্কাধাক্কিতে বাংলার দফারফা হয়েছে। অথচ প্রতিদিন এই রাস্তা দিয়ে মন্ত্রীদের আনাগোনা, মুখ্যমন্ত্রীর যাতায়াত, জেলা মণ্ডল শক্তি, মোর্চা, সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটি, ভাষা গবেষণা কমিটি, শিক্ষক- নেতা প্রবক্তা, প্রত্যেকেই যাতায়াত করেন, কেউই কি তাদের দিব্য চোখে বাংলা মায়ের এমন অসম্মান দেখতে পাননি? না দেখেও তারা চুপ করেছিলেন গান্ধারী সেজে। তবে কি এরাই এদিন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন করেছেন কেউ রাস্তায় মিছিল করে, কেউ হলঘরের অভ্যস্তরে শহিদ মিনার সাজিয়ে। সরকারি অর্থের এমন অপচয় করে আনন্দের উল্লম্ফন না করে বরং বাংলা মায়ের সম্মান রক্ষায় যদি এরা ভূমিকা নিতেন তবে নিশ্চিতভাবেই সম্মান ফিরে পেতো বাংলা। ধর্মনগর স্টেশন দিয়ে আগরতলা প্রায়শই যাতায়াত করেন ধর্মনগরের বিধায়ক তথা একসময়কার বরিষ্ঠ সাংস্কৃতিক যোদ্ধা বিশ্ববন্ধু সেন। স্টেশনে এভাবে বাংলা ভাষার উপর নির্যাতন তিনিই বা সহ্য করেন কিভাবে ? অতি সাধারণ বাংলাও যারা জানেন, তাদের দাবি মাতৃভাষা দিবস উদ্যাপন করে এমন উৎসব করার চেয়ে বরং শুদ্ধ বাংলা লেখার অভিযান হোক। যেখানে হিন্দি আর ইংরেজির সঙ্গে মিশিয়ে বাংলাকে জগাখিচুড়ি করা হবে না। বরং বাংলাকে বাংলার মতোই থাকতে দেওয়া হবে বর্ণপরিচয়ে। এতেই হবে মাতৃভাষার প্রতি সম্মান প্রদর্শন। আর কথায় কথায় মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্যের দোহাই দিয়ে তার আধুনিক ত্রিপুরা গড়ার কথা যেভাবে বলে থাকেন এ রাজ্যের শাসককূল, তার পৌত্র — তারা ভালোই জানেন, রাজ আমলে ত্রিপুরার সরকারি ভাষা ছিলো বাংলা। নিশ্চয়ই ককবরক ছিলো প্রাণে। মুখের ভাষায়। কিন্তু রাজ্য পরিচালনার জন্য বাংলাকেই বেছে নিয়েছিলেন মহারাজারা। সে জন্যই বাংলা এবং বাঙালি অন্ত:প্রাণ ছিলেন মাণিক্যরাজেরা। কিন্তু বাম আমল, ডান আমল এবার পদ্ম জমানাতেও রাজাদের নিয়ে হুড়োছড়ি চলছে কিন্তু বাংলা এবং বাঙালির কল্যাণে মহারাজারা যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন, আশ্চর্যরকমভাবে সেটাকে বাদ দিয়ে এখনও সরকারিভাবে বাংলাকে এবং অবশাই ককবরককে সেভাবে প্রচলন করা যায়নি। কেন যায়নি, কার দোষে যায়নি সেটা বিচার বিশ্লেষণ করে দেখার ভার শাসকের। মাতৃভাষা দিবস উদ্যাপনের রেশ থাকতে থাকতে শিক্ষা দফতর, তথ্য সংস্কৃতি দফতর, ভাষা সংক্রান্ত এই জটিলতা নিরসন নিশ্চিতভাবেই করবে এটা এ রাজ্যের মানুষ অন্তত এই বিদগ্ধজনদের কাছ থেকে আশা করতেই পারে।

কিন্তু তিনি কোনও শো-কজ লেটার পাননি। খবরের কাগজে পড়েছেন বের করে দেওয়ার কথা। তিনি টিংকু রায় ও সুনীল দেওধর'র প্রতি প্রশ্ন রেখেছেন, কী করে তা হয়। তারপরেই তিনি ঘোষণা দিয়েছেন, এবার তিনি নিজেই বিজেপি ছাড়লেন।

মন্থন বৈঠকে বিশ্বহিন্দু পরিষদ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। বিশ্বহিন্দু পরিষদ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সভাপতি ড. শংকর সরকার জানিয়েছেন, গত ২০ ফেব্রুয়ারি রবিবার সন্ধ্যায় কেশব মন্দিরে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। শংকর চৌমুহনিস্থিত রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক কার্যালয়ে এক মন্থন সভার আয়োজন করা হয়েছে। এই পর্বে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় মহামন্ত্রী মিলিন্দ পারান্ডে, ক্ষেত্রীয় সংগঠন মন্ত্রী দীনেশ তেওয়ারি, দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তের সংগঠন মন্ত্রী পূর্ণ চন্দ্র মণ্ডল, ত্রিপুরা উপপান্তের সংগঠন মন্ত্রী মহেন্দ্র পাল, ত্রিপুরা উপপাস্ত



ও পশ্চিম জেলার সমস্ত কার্যকর্তা ও সমাজের বিশিষ্ট ১০০ জনের মত উপস্থিত ছিলেন। বক্তব্য রাখেন মিলিন্দ পারান্ডে ও ত্রিপুরার সংঘ চালক বি কে রায়। হিন্দু ধর্মের

অতীত, বৰ্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা হয়। হিন্দু ধর্মকে কিভাবে রক্ষা করা যায় তার উপর একটা চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ড. শংকর

জানিয়েছেন, তাদের মূল্যবান বক্তব্যে বেরিয়ে এসেছে বিশ্বহিন্দু পরিষদের আগামীর পরিকল্পনা। মার্গ দর্শনের মাধ্যমে বিষয়গুলো সরকার আরও তুলে ধরতে চেয়েছে সকলে।

মনুঘাটে লাল

পুস্তিকা দিবস প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি আমবাসা, ২১ ফেব্রুয়ারি ।। ১৮৪৮ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ক্যাপিটালিস্টদের মহাতীর্থ তথা ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের প্রধান কেন্দ্র লন্ডন শহরে প্রকাশ করা হয়েছিল শোষিত, বঞ্চিত ও নিপীড়িত শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির বাণী সমৃদ্ধ কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেস্টো বা ইস্তেহার। যা যৌথভাবে রচনা করেছিলেন কার্ল মার্কস এবং ফেড্রিক এঙ্গেলস। শ্রেণি সংগ্রামের মাধ্যমে সাম্যবাদ তথা বৈষম্যহীন সমাজ গঠনের প্রতিশ্রুতি সম্বলিত এই ইস্তাহার প্রকাশের দিনটিকে গোটা পৃথিবী জুড়ে কম্যুনিষ্টরা পালন করে আসছে রেড বুকস ডে বা লাল পুস্তিকা দিবস রূপে। প্রায় ১৭৪ বছর যাবৎ পৃথিবী জুড়ে পালিত হয়ে আসা এই দিবসটিকে এবার হলসভার মাধ্যমে উদযাপন করেছে সিপিএমের লংতরাইভ্যালি মহকুমা কমিটি। সভাটি হয় মনুঘাটস্থিত দলীয় কার্যালয়ের হলঘরে। দলীয় কর্মী সমর্থকদের উপচে পড়া ভীড়ের সামনে প্রধান বক্তা হিসাবে বক্তব্য রাখেন সিপিআইএম ধলাই জেলা কমিটির সম্পাদিক পঙ্কজ চক্রবর্তী। তিনি এই দিনটির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও

রাজ্য কমিটির সদস্য নিরোদ সাহা। বিজ্ঞাপন রাজেরে থানার দেওয়ালে

গুরত্ব ব্যাখ্যা করেন। এছাড়াও

আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন দলের

মহকুমা সম্পাদক হিমাংশু দেব এবং

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি ।। নেশামুক্তির এনজিও-র বিজ্ঞাপন ঝুলছে থানার মধ্যে।এই নেশামুক্তি কেন্দ্র থেকে বহুদিন ধরে নিখোঁজ রাজ্যের যুবক। অথচ ভিন রাজ্যের এই কেন্দ্রের বিজ্ঞাপন ঝুলছে রাজ্যের থানায়। এই ঘটনা দেখে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। নেশামুক্তি কেন্দ্রটির নাম শিলচর নবজ্যোতি ফাউভেশন নেশা মুক্ত কেন্দ্র। শিলচরের নাগাটিলায় এই



নেশামুক্তি কেন্দ্রে বাড়িটি। রাজ্যের চাঁনমারি এলাকার জনৈক সায়ন নামে এক যুবককে এই নেশামুক্তি কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছিল চিকিৎসার জন্য। এক মাসের ওপর ধরে এই জায়গা থেকে নিখোঁজ সায়ন। পুলিশে অভিযোগ জানিয়েও লাভ হয়নি অসহায় পরিবারটির। পুলিশও এই নেশামুক্তি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে কোনও আইনত ব্যবস্থা নেয়নি। অথচ এই নেশামুক্তি কেন্দ্রের পোস্টার ছাপানো হয়েছে আমতলি থানায়। এই ঘটনা ঘিরে অনেকের মধ্যে গুঞ্জন তৈরি হয়েছে।

প্রবেশে বাধা, হুঙ্কার ম

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধিঃ আগরতলা ২১ ফেব্রুয়ারি।। শাসক দলের মদতপুষ্ট মাফিয়াদের হুমকিতে এক শিক্ষক তাঁর হকের টাকায় কেনা বাড়িতে ঢুকতে পারছে না আজ প্রায় এক বছর। মাফিয়ারা পাঁচ লাখ টাকা দাবি করেছে। আর তা না দিতে পারায় মাফিয়াদের হাতে আক্রান্ত হলো শিক্ষক। এখনো চিকিৎসা চলছে। এঘটনা নিয়ে শিক্ষক থানা পুলিশ করেছে। কোন সাডা পায়নি। বাধ্য হয়ে জেলা শাসক ও মহকুমা শাসক এবং জেলার পুলিশ সুপারকেও লিখিত ভাবে ঘটনার বিচার চেয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত আক্রান্ত শিক্ষক বিচার পাওয়া দূরের কথা রীতিমতো নিরাপত্তাহীনতায় ভু গছে। রীতিমতো পালিয়ে বেড়াচ্ছে। ঘটনা খোয়াই মহকুমার লালছড়া রায়পাড়ায়। শিক্ষক অনন্ত রায়। বনকর এলাকায় সাড়ে ছয় গভার একটি বাড়ি ক্রয় করে ২০২১ এর মার্চ মাসে। কিন্তু সে থেকে শিক্ষক অনস্ত রায়কে হুমকি দিতে থাকে রূপক পাল নামে খোয়াই এলাকার

মাফিয়া ডন। রূপক পাল খোয়াই বিজেপি মন্ডল সভাপতির কাছের লোক বলে পরিচিত। এলাকায় তাঁর বিরুদ্ধে আরও বহু অভিযোগ রয়েছে। গত বছর ডিসেম্বর মাসের ১২ তারিখ শিক্ষক কিছু কাজের লোক নিয়ে হকের টাকায় কেনা বাডিতে জঙ্গল পরিস্কার করছিল। আচমকা মাফিয়া রূপক পাল তাঁর আরও চার-পাঁচ জন শাগরেদ নিয়ে আচমকা শিক্ষক অনন্ত রায়ের বাডিতে ঢুকে পাঁচ লাখ টাকা দাবি করে। না হলে এবাড়িতে থাকা যাবেনা বলে হুমকি দিতে থাকে। শিক্ষক অনন্ত রায় তাঁর অসহায় অবস্থা বোঝানোর চেস্টা করে। কিন্তু মাফিয়া রূপক পাল এবং তাঁর বাহিনী শুনতে নারাজ। শিক্ষক অনন্ত রায়কে বাড়ি থেকে বের হয়ে বলে। আচমকা আলাপচারিতার মধ্যেই রূপক পাল শিক্ষক অনন্ত রায়ের উপর সাবল নিয়ে হামলা চালায়। প্রথম বারের হামলা ঠেকাতে সক্ষম হলেও দ্বিতীয় হামলা ঠেকাতে পারেনি। সাবলের আঘাতে মারাত্মক ভাবে জখম হয় শিক্ষক। এলাকার মানুষ ছুটে আসলে কোন প্রকার বেঁচে য়ায় শিক্ষক। কিন্তু এখনো চিকিৎসা চলছে। এঘটনার পর ২০ ডিসেম্বর ২০২১ খোয়াই থানায় মামলা করেন শিক্ষক অনস্ত রায়। কিন্তু পুলিশ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। বাধ্য হয়ে আক্রান্ত শিক্ষক খোয়াই জেলা শাসক, এস পি ও মহকুমা শাসকের কাছে সুবিচার চেয়ে লিখিত ভাবে আবেদন করে। এক্ষেত্রেও কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। এঘটনা নিয়ে স্থানীয় শাসক দলের নেতাদের কাছেও কাতর আবেদন করেন। কেউ আক্রান্ত শিক্ষকের পাশে দাঁড়ায়নি। শেষ পর্যন্ত গতকাল শিক্ষক অনন্ত রায় তাঁর বাড়িতে ঢুকতে গেলে মাফিয়া রূপক পাল শাসক দলের কিছু মহিলাকে লেলিয়ে দেয় শিক্ষকের বিরুদ্ধে। বাধ্য হয়ে শিক্ষক অসহায়ের মত ফিরে আসে। এখনো বাড়িতে ঢুকতে পারেনি। আদৌ কোন দিন বাড়িতে ঢুকতে পারবে কিনা অনিশ্চিত। মুখ্যমন্ত্রীর মাফিয়া মুক্ত ত্রিপুরার এটাই বাস্তব চিত্র।

শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধায় মাতৃভাষা দিবস পালন



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া/সাব্রুম/ কল্যাণপুর/ কদমতলা/ধর্মনগর/ কাঁঠালিয়া/ বক্সনগর, ২১ ফেব্রুয়ারি।। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস গোটা রাজ্যে অসংখ্য কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করা হয়। এদিন ভাষা আন্দোলনের শহিদ বরকত, রফিক, সালাম, জব্বার, শফিকুলকে স্মরণ করলো বিলোনিয়া প্রেস ক্লাব। সোমবার সকালে বিলোনিয়া এক নং টিলা থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শুরু হয়। শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে ভাষা দিবসের শহিদবেদি প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয় শোভাযাত্রা। এদিনের শোভাযাত্রায় বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীসহ ছিলেন বিলোনিয়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ, বিলোনিয়া পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন শিখা নাথ, বিলোনিয়া প্রেস ক্লাবের সদস্যসহ বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষিকারা। এদিকে অন্যান্য বছরের মতো এবারও সাব্রুম প্রেস ক্লাবে আন্তর্জাতিক মাতভাষা দিবস পালন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সাব্রুম নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন রমা দাস পোদ্দার, ভাইস চেয়ারপার্সন দীপক দাস, সাব্রুমের বিশিষ্ট কবি তিমির বরণ চাকমা। এছাডাও উপস্থিত ছিলেন সাব্রুম প্রেস ক্লাবের সদস্যরা। কল্যাণপুরে নানান অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনটি পালন করা হয়। এদিন কল্যাণপুর মোটরস্ট্যান্ডে আমরা বাঙালির তরফে অস্থায়ী শহিদবেদিতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন আমরা বাঙালির খোয়াই জেলা কমিটির সচিব সুবল দেব সহ অন্যান্যরা।অন্যদিকে, উত্তর জেলার চুরাইবাড়ি দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে এই প্রথমবারের মতো দিনটি পালন করা হয় যথাযোগ্য মর্যাদায়। বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের উপস্থিতিতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনটিকে পালন করা হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষক সঞ্জীব দে'র উদ্যোগে এবং ছাত্রছাত্রীদের সহযোগিতায় 'চেড়াই' নামে একটি দেয়াল পত্রিকার উন্মোচন করা হয়। ধর্মনগর বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকী ভবনে অনুষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'র আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন ধর্মনগরের বিধায়ক তথা ত্রিপুরা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধ সেন। তথ্য সংস্কৃতি দফতর, সিপাহিজলা জিলা পরিষদ এবং কাঁঠালিয়া পঞ্চায়েত সমিতির যৌথ উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস অনুষ্ঠিত হয় শ্রীমন্তপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রাঙ্গণে। এদিন অনুষ্ঠানের শুরুতে হয় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। রবীন্দ্রনগর স্কুল প্রাঙ্গণ থেকে শোভাযাত্রা শুরু হয়। এদিকে সোনামুড়া রবীন্দ্রনগর চৌমুহনিতে সিপিআইএম'র তরফ থেকে ভাষা আন্দোলনের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা গোপন করা হয়। বক্সনগর রহিমপুর শ্ৰেণি বিদ্যালয়েও জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালিত হয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।

শতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত

দিবস। পরবর্তীতে ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করার স্বীকৃতি দেয়। অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ভারতবর্ষের নতুন শিক্ষানীতিতে মাতৃভাষাকে ভিত্তি করে প্রদেয় শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, গত ৪ বছরে রাজ্যে ৪৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৪৯টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ২২টি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ককবরক ভাষাকে বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আন্দোলনের স্মারকের আদলে

বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়ার দিবসের সূচনা করেছে।

ভস্মীভূত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২১ ফেব্রুয়ারি।। মোমবাতির আগুনে ভঙ্গীভূত হয়ে গেল পঞ্চায়েত সদস্যের বসতঘর। কলমচৌড়া থানাধীন বক্সনগর পুটিয়া গ্রামের ৩নং ওয়ার্ডে পঞ্চায়েত সদস্য আনোয়ার হোসেনের বাড়িতে এই ঘটনা। সোমবার সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ তার ঘরে আচমকা আগুন লেগে যায়। ঘটনার সময় আনোয়ার হোসেন বাড়িতে ছিলেন না। এদিকে তার স্ত্রী এবং মা ছিলেন পাশের ঘরে। এলাকাবাসীর কথা অনুযায়ী ঘটনার সময় আনোয়ার হোসেন দোকানে ছিলেন। আচমকা টিনের বেড়ায় আগুন দেখে সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। চিৎকার চেঁচামেচি শুনে ছুটে আসেন গ্রামের অন্যান্য লোকজন। দমকল বাহিনী এসে আগুন নেভালেও ঘরের কিছুই রক্ষা করা যায়নি। জানা গেছে, এই ঘটনায় পরিবারটির ৪ লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এদিন, বিশালগড় ফায়ার স্টেশনকে ঘটনা সম্পর্কে খবর দেওয়া হয়। তারা ঘটনাস্থলে ছুটে যায় আধঘন্টার মধ্যে। তবে তাদের চেষ্টায় আগুন নিভলেও কিছুই রক্ষা হয়নি। দমকল কর্মীরা জানান, বিশালগড় থেকে বক্সনগরের দূরত্ব অনেকটাই বেশি। তার উপর রাস্তা খুবই বেহাল। সেই কারণেই তাদের আধঘন্টা সময় লাগে। এদিনের ঘটনার পরও ফের দাবি উঠেছে বক্সনগরে অবিলম্বে ফায়ার স্টেশন গড়ে তোলা হোক। এর আগেও বেশ কয়েকটি বাড়িঘর ভঙ্গীভূত হয়ে গেছে শুধুমাত্র কাছে ফায়ার স্টেশন না থাকার জেরে।

দাবি ওএস নিয়োগের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি ।। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাবিদ্যালয়ে অফিস সপারিটেনভেন্টের পদ সষ্টি করার দাবি উঠল। এই দাবিতে উচ্চ শিক্ষা অধিকর্তাকে চিঠি দিল ত্রিপুরা কর্মচারী সংঘ। একই দাবিতে উচ্চ শিক্ষা অধিকর্তাকে আলাদা চিঠি দিয়েছে পাঁচ ছাত্ৰ। দুই চিঠিতে দাবি করা হয়েছে,এমবিবি কলেজে হেড অফ অফিস হিসেবে বদলি হয়ে যাওয়া নারায়ণ সিনহাকে ওএস করে বিশালগড়ের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর घठाविष्णालाय त्वाचा (फल्याव । ष्रवे চিঠিতে বলা হয়েছে, নারায়ণ সিনহা বদলি হলে কলেজের অনেক ক্ষতি হবে। তাকে পদোন্নতি দিয়ে কলেজেই রেখে দেওয়া হোক। গত ১৯ ফেব্রয়ারি কলেজস্তরে কর্মীদের রদবদল হয়েছে।

আবহে শাসক ও বিরোধী দলসমূহ এই কনকনে শীত উপেক্ষা করে তাদের তৎপরতা তুঙ্গে তুলেছে। কেউ এক ইঞ্চি জমিও ছাড়তে নারাজ। তবে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক স্বার্থ নিয়ে এই মুহূর্তে সবার চেয়ে এগিয়ে প্রধান বিরোধী দল সিপিআই(এম)। অন্তত পানিসাগর মহকুমার রাজনৈতিক তৎপরতা থেকে তাই মনে হচ্ছে। আজ দুপুর সাডে বারোটায়

সিপিএম'র ডেপুটেশন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২১ ফেব্রুয়ারি।। ২০২৩ বিধানসভা

সিপিআই এম পশ্চিম পানিসাগর অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে ১১ দফা দাবির ভিত্তিতে পশ্চিম পানিসাগর পঞ্চায়েত সচিব বরাবর এক প্রতিনিধি ডেপটেশন প্রদান করেন। দাবিগুলি হচ্ছে— প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর প্রাপকদের যে তালিকা প্রকাশিত হয়েছে সেই তালিকাভুক্ত সকলকে দ্রুত ঘর প্রদান করতে হবে। ঘর প্রাপকদের দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দ্রুত প্রদান করতে হবে। পূর্ণাঙ্গ গৃহনির্মাণের জন্য কমপক্ষে আরও দেড় লক্ষ টাকা প্রতি সুবিধাভোগীকে রাজ্য সরকারকে মঞ্জুর করতে হবে। প্রতিশ্রুতি মত রেগা প্রকল্পে মজুরি ৩৪০ টাকা এবং ২০০ দিনের কাজের ব্যবস্থা করতে হবে। সামাজিক ভাতা ২০০০ টাকা করতে হবে এবং যেসকল সামাজিক ভাতা বাতিল করা হয়েছে অবিলম্বে তাদের ভাতা পুনরায় চাল করতে হবে। পঞ্চায়েত এলাকার গ্রামীণ রাস্তাগুলি বর্ষার আগে অবশ্যই মেরামত করতে হবে, ২নং ওয়ার্ডের গুনমণি নাথের দোকান থেকে বিলথৈ রাস্তা ভায়া যঞ্জেশ্বর দাস রাস্তাটি দ্রুত সংস্কার করতে হবে। প্রতিটি পাডাতে পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত করতে হবে এবং এই শুখা মরশুমে বিভিন্ন পাড়ায় ট্যাঙ্কারের মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহ করতে হবে। প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো এবং স্টাফ দিয়ে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটি দ্রুত চালু করতে হবে। ১নং ও ৫নং ওয়ার্ডের ডিপটিউবয়েলের কাজ অবিলম্বে শেষ করে বাড়ি বাডি জল পৌঁছে দিতে হবে। পঞ্চায়েতের আয়-ব্যয়ের হিসাব পুস্তক আকারে প্রকাশ করে গ্রাম সভার মাধ্যমে জনগণের হাতে তুলে দিতে হবে। প্রতি মাসে পঞ্চায়েত মিটিং করতে হবে এবং কাজ শুরুর আগে পঞ্চায়েত সদস্যদের অবগত করতে হবে। আজকের ডেপ্রটেশনের নেতৃত্বে ছিলেন পানিসাগর পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন চেয়ারম্যান শীতল দাস, ব্রজনন্দন নাথ, স্বপ্না দাস, অবনী দে, সুরুচি দাস, অসিত দাস এবং সুজিত দাস প্রমুখ।

তৃণমূলে আরও ৮৫ ভোটার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, অমরপুর, ২১ ফেব্রুয়ারি।। তুণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে যতনবাড়ি ভেপ্পাছড়ি পঞ্চায়েতে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বিভিন্ন দল ছেড়ে ২৫ পরিবারের ৮৫ জন ভোটার তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। তাদেরকে দলে বরণ করেন অমরপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা চঞ্চল দে, বিপ্লব সাহা এবং সুবীর সেন ঘোষ। 🛚

থানার নাকের ডগায় চুরি

নির্বাচনের এখন প্রায় এক বছর বাকি। কিন্তু রাজ্যের পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২১ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যজুড়ে চোরদের তাণ্ডবে যখন অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে রাজ্যবাসী ঠিক তখনই দিনের আলোতে থানার নাকের ডগা থেকে চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবারও চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দিনের আলো কিংবা রাতের আঁধারে বিশালগড় মহকমায় চরি-ছিনতাইয়ের ঘটনা নিত্যদিনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সোমবার দুপুরে বিশালগড় থানার ঠিক উল্টোদিকে অবস্থিত জুয়েলারি দোকানে স্বর্ণালঙ্কার চুরি করে নিয়ে গেল চোরের দল। সবচাইতে অবাক করার বিষয়, থানার নাকের ডগায় চোরের দল কিভাবে চুরি করার সাহস পেল তা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠছে। এদিনের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুশ্চিন্তায় পড়ে যায় বাজারের ব্যবসায়ী-সহ অন্যান্যরা। চুরির ঘটনার বিষয়ে দোকান মালিক জানান, দোকানের পেছনে কাজ করছিলেন। ঠিক তখনই চোরের দল বেশকিছু স্বর্ণালংকার নিয়ে চলে যায় বলে জানান তিনি। দিনের আলোতে এদিনের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শহরের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এমনিতেই মহকুমাবাসীকে পুলিশের বিরুদ্ধে বারবার প্রশ্ন তুলতে দেখা গিয়েছে। তবে এদিনের ঘটনায় পুলিশের আবারো ব্যর্থতার চিত্র উঠে এসেছে

বলে অভিমত মহকুমাবাসীর।

মধ্যরাতে সরব নাগারকরা



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২১ ফেব্রুয়ারি।। আঁধার শেষে আলোর খোঁজে নাগরিকরাই এখন ভরসা। পুলিশ হয়তো নাগরিকদের বক্তব্যগুলো স্বাইকে রক্ষা করতে ময়দানে সেভাবে গুরুত্ব দিচেছ না বলে অলিগলি সর্বত্রই নেশার বাড়বাড়স্ত। আর নেশা কারবারিদের সাথে পুলিশের একটা অন্যরকম সম্পর্কের কথা পুলিশ পরিবারের লোকজনই বলাবলি করে। কার্যত নাগরিকরা সরব হয়ে এবার নেশার

বিরুদ্ধে 'জেহাদ' ঘোষণা করলো বিশালগড়ে। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা একটি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সরব তারা। কিশোর থেকে যুবক নাগরিকরা। অভিযোগ, পুলিশ রাতে সেভাবে অভিযান সংগঠিত করছে না বলে যুব সমাজ নষ্ট হয়ে যাচেছ। হরিশনগর এলাকায় মধ্যরাতে একটি ঘর থেকে নেশাখোরদের আটক করে পুলিশিকে খবর দেয়। আবার

উদ্ধার করা হয়। রাতের এই ঘটনায় উত্তেজিত জনতা নেশাখোরদের উত্তম মধ্যমও দিয়েছে। টুটন, রাজ্রদের বিরুদ্ধে অফিসটিলা থেকে শুরু করে বিশালগড়েই সুর চড়িয়েছেন নাগরিকরা। লক্ষ্মীবিলে এক টিএসআর জওয়ানের বাড়িতেও নেশা সামগ্রী রাখছে সানি। মূলত তারাই এখন গোটা মহকুমায় নজরকাড়া নেশা কারবারি।

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। মাতৃভাষার হাত ধরেই মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে চলেছে। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞানের বিকাশ ও বিবর্তন মাতভাষা ব্যতিত হওয়া সম্ভব নয়। বর্তমান রাজ্য সরকার রাজ্যের সকল জাতি জনজাতির মাতৃভাষার বিকাশে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে চলেছে। সোমবার ত্রিপুরা সরকার ও আগরতলাস্থিত বাংলাদেশ সহকারি হাইকমিশন কার্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২২ উদযাপনের মূল অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্যায়ে রবীন্দ্র

বঙচেরকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, ভাষা আন্দোলনের ভিত্তি ভমি হচ্ছে বৰ্তমান বাংলাদেশ। তৎকালীন পূৰ্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের উপর জোর করে উর্দ ভাষাকে চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে গড়ে উঠেছিলো ভাষা আন্দোলন। ভাষার জন্য এতো বড় আন্দোলন এর পূর্বে পৃথিবীতে কখনও হয়নি। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি এই ভাষা আন্দোলনে শহিদ হয়েছিলেন সালাম, বরকত, জব্বররা। সেই থেকে প্রতি বছর পালিত হয়ে আসছিলো ভাষা শহিদ

ভাষাগোষ্ঠীর প্রতিনিধি কমল

উচ্চশিক্ষায় ককবরক শিক্ষাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে পিজিটি শিক্ষক এবং বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিয়োগ করার সিদ্ধান্তগ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার। শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, যে কোনও জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা রক্ষায় সকলকে দায়বদ্ধতার পরিচয় দিতে হবে। নাগরিকদের কাছে ভাষাগত সমস্যা দূর করতে সরকারি কর্মচারীদের ককবরক শিক্ষার জন্য গত ৩০ জানুয়ারি থেকে অনলাইন ককবরক কোর্স চালু করা হয়েছে। নূতন পদক্ষেপ হিসেবে ককবরক

শ্রদা নিবেদন করেন অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপস্থিত সকল অতিথিগণ। অতিথিগণ চারা গাছে জল সিঞ্চনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। ইউনেস্কো কর্তৃক এবছরের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মল ভাবনা হলো 'বহুভাষায় শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহারে হোক প্রতিবন্ধকতার উত্তরণ'। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, সারা বিশ্বের বাঙালি ভাষাভাষীর মানুষের কাছে ২১ ও অন্যান্য সংখ্যালঘু দফতরের ফেব্রুয়ারি দিনটি একটি গর্বের দিন।





নাথ রাজ্যের লুপ্তপ্রায় বঙচের

মাধ্যমে ককবরক, কুকি, মিজো, হালাম, গারো, চাকমা, মণিপুরী (বিষ্ণপ্রিয়া ও মৈতি) ভাষার উপর মাইনর রিসার্চ করার সুযোগও রয়েছে। এজন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ১ লক্ষ টাকার অনুদান দেওয়া হয়। এই প্রথম শিক্ষকদের ককবরক শিক্ষার ক্ষেত্রে সহায়তার জন্য তৃতীয় থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ককবরক ল্যাঙ্গুয়েজ টিচার্স হ্যান্ডবুক চালু করা হয়েছে। অনুষ্ঠানের শুরুতে রবীন্দ্র ভবন প্রাঙ্গণে ভাষা

আন্দোলন ১৯৫২ সালে শুরু হয়েছিলো অধুনা বাংলাদেশে। কোনও জাতিগোষ্ঠীর ভাষাই ছোট বা বড নয়। সব ভাষাকেই সমান সম্মান দিতে হবে। তাহলেই আমাদের মধ্যে বিবিধের মাঝে মিলনের মূল ভাবনা সার্থক হবে। আলোচনা করতে গিয়ে তথ্যমন্ত্রী আরও বলেন, কোন ভাষা হারিয়ে গেলে ওই জাতির সংস্কৃতিও হারিয়ে যায়। এজন্য ইউনেস্কো মাতৃভাষা



নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি।। লকডাউনে কৃষক, শ্রমিকদের অবস্থা শোচনীয় হয়েছিল। মোদি এবং যোগী সরকার সেদিকে কোনও নজরই করেনি। পাত্তাই দেয়নি সাধারণ মানুষের কষ্ট। আজ আরও একবার মনে করিয়ে দিলেন কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী। সেই সঙ্গে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী এবং উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীকে। ২৩ ফেব্রুয়ারি উত্তরপ্রদেশে চতুর্থ দফার ভোট। সেদিন রায়বেরিলিরও ভোট। তার আগে নিজের লোকসভা কেন্দ্র রায়বেরিলির মানুষদের ভিডিও—বার্তা দিলেন সোনিয়া গান্ধী। ২০০৪ সাল থেকে এই কেন্দ্রের সাংসদ সোনিয়া। এদিন ভিডিও বার্তায় তিনি বললেন, 'লকডাউনে আপনাদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আপনারা মাইলের পর মাইল হেঁটেছেন কষ্ট করে। আপনাদের এত যন্ত্রণা সত্ত্বেও মোদি এবং যোগী সরকার দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো কাজ করেছে, মুখ ফিরিয়ে থেকেছে, চোখ বন্ধ রেখেছে। সরকার কোনও সাহায্যই করেনি।' এরপর কৃষকদের দুর্ভোগ, মূল্যবৃদ্ধি, জ্বালানির দাম বৃদ্ধি নিয়ে কটাক্ষ করেছেন কংগ্রেস সাংসদ। বলেছেন, 'এই ভোট আপনাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ গত পাঁচ বছর ধরে এই সরকার কিছু করেনি। শুধু আপনাদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করেছে। কৃষকরা অনেক কষ্ট করে ফসল ফলায়। আপনারা না দাম পান, না সলভে সার পান, না সেচের সুবিধা পান। বেকারত্বের দায়ও সোনিয়া চাপিয়েছেন বিজেপি র ওপর।

প্রচার জারি প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। সিপিএম রাজ্য সম্মেলন ও তাকে কেন্দ্র করে আয়োজিত প্রকাশ্য সমাবেশের প্রচারসজ্জা নম্টের অভিযোগ উঠলো এবার বাধারঘাট এলাকায়। সেখানে কলেজ চৌমুহনি সহ সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রচারসজ্জা নষ্ট করা হয়েছে। আবার কোথাও কোথাও এসব প্রচারসজ্জায় আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। সিপিএম নেতৃত্ব ওইসব এলাকায় আবার ফ্ল্যাগ, ফেস্টুন লাগিয়ে নিজেদের শক্তির মহড়া দিচ্ছে। সিপিএম'র তরফে দাবি করা হয়েছে, যেখানে ফ্ল্যাগ, ফেস্টুন নম্ট করা হচ্ছে সেখানে আবার ফ্ল্যাগ, ফেস্টুন লাগানো হচ্ছে

বুথ সভাপতির পদত্যাগ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। বাধারঘাট মণ্ডলের অন্তর্গত ১৩নং বুথের বুথ সভাপতি রতন কুমার ঘোষ তার বর্তমান পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। তিনি তার পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছেন মণ্ডল সভাপতির উদ্দেশে। তিনি তার পদত্যাগপত্রে উল্লেখ করেছেন, ১৪ বাধারঘাটের ১৩নং বুথের বুথ সভাপতির পদ থেকে এবং সদস্যপদ থেকে তাকে যেন অব্যাহতি দেওয়া হয়। শাসক দলের বুথ সভাপতির পদত্যাগের খবর ছড়িয়ে পড়তে বিভিন্ন মহলে আলোচনা চলছে। তিনি বলেছেন, ভারতীয় জনতা পার্টির বুথ সভাপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন ২০১৭ সালে। পরবর্তী সময়ে নির্বাচনের মাধ্যমে তিনি এই পদে বহাল থাকেন। দীর্ঘদিন যাবৎ দলের নির্দেশে সমস্ত ধরনের সাংগঠনিক কাজকর্ম করেছেন। বর্তমানে তিনি অসুস্থ, তাই অসুস্থতার কারণের পাশাপাশি ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে মণ্ডল সভাপতির কাছে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে তিনি দাবি করেছেন, এই পদ থেকে তাকে যেন অব্যাহতি দেওয়া হয়। একই সাথে দলের সদস্যপদ থেকেও অব্যাহতি চাইলেন বিজেপির এই বুথ সভাপতি। রতন কুমার ঘোষের আবেদন গৃহীত হলো কি না সেটা জানা যায়নি।

বিরোধী দলনেতার চিঠি ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রী কার্যালয়ের অসৌজন্যতা

ফেব্রুয়ারি।। অসৌজন্যতা! হ্যা, বিরোধী দলনেতার সঙ্গে অসৌজন্যতাই করে চলছেন মুখ্যমন্ত্রী। যে বিরোধী দলনেতার সঙ্গে সৌজন্যতার প্রশ্নে মুখ্যমন্ত্রীর বেশ সুনাম ছিল তা ধুলোয় মিশে যেতে চলছে। বিরোধী দলনেতার কোনও চিঠিতেই ন্যুনতম প্রাপ্তি স্বীকার করে প্রত্যুত্তর চিঠি দেওয়ার সৌজন্যতাটুকুও আজকাল দেখাতে আগ্রহী নন মুখ্যমন্ত্রী ও তার অফিস। রাজ্যবাসীর আজও দিনটি মনে করেন যেদিন বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে রাজ্যে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তার পূর্বসূরী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের সঙ্গে দেখা করতে মেলারমাঠ পার্টি অফিসে গিয়েছিলেন। রীতিমতো পা ছুয়ে প্রণাম করে বয়োজ্যেষ্ঠ মানিক সরকারের কাছ থেকে আশীর্বাদ নিয়ে শুরু করেছিলেন তার মুখ্যমন্ত্রী কর্মভারের দায়িত্ব। বিপ্লব কুমার দেবের এই আচরণে তার দল-সহ রাজ্যবাসীরা রীতিমতো বড়াই করতেন। সংবাদমাধ্যমে সম্প্রচারিত সেই ছবি গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল তখন। কিন্তু চার বছর পেরিয়ে আজ এই সৌজন্যতার ন্যূনতমটুকুও বজায় নেই। সম্প্রতি বিভিন্ন ইস্যুতে মুখ খুলতে শুরু করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। সাম্প্রতিক তিনটি সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যের বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে চিঠি লিখেছেন। যেখানে তিনি বিষয়গুলোর উপর অবিলম্বে মুখ্যমন্ত্রীকে ব্যবস্থা নিতে আহ্বান জানান। গত কিছুদিন আগে প্রশাসন বটতলা বাঁশ বাজার উচ্ছেদ করতে উদ্যোগ নিলে ব্যবসায়ীরা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকারের সঙ্গে দেখা করে তাদের অভিযোগ জানিয়েছিলেন। ব্যবসায়ীদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি মোতাবেক মানিকবাবু পরবর্তী সময় মুখ্যমন্ত্রীকে এক চিঠি দিয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। একই রকমভাবে দলের কর্মী বেণু বিশ্বাস মৃত্যু ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে ঘটনার যথাযথ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ তদত্তের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখেন। আর সোমবার রাজ্যের দৃষ্টিহীনদের নানা সমস্যা নিয়ে একই রকমভাবে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে চিঠি দিয়েছেন। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে বিরোধী দলনেতার তরফে তিন-তিনটি চিঠির একটিতেও মুখ্যমন্ত্রীর তরফে কোনও উত্তর দেওয়া হয়নি। এক সময় বিরোধী দলনেতার প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সৌজন্যতা নিয়ে দল-সহ রাজ্যবাসীর যে বড়াই ছিল তা আস্তে আস্তে ধুলোয় মিশতে চলছে। সাধারণত বিরোধী দলনেতার পক্ষে কোনও ধরনের চিঠি বা দাবি আপত্তিকে একটি আলাদা গুরুত্ব দিয়ে দেখে থাকে সরকার। কারণ বিরোধী দলনেতা পদটি মূলতঃ একটি সাংবিধানিক পদ। তাছাড়া গণতন্ত্রে বিরোধী দলনেতা বা দলের একটি আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। এখানেই দেশের গণতন্ত্রের মূল শক্তি। কিন্তু আজকাল রাজ্যে বিরোধী দলনেতার চিঠি প্রত্যুত্তরটুকু দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখায় না মুখ্যমন্ত্রী কার্যালয়। এদিকে সোমবারও রাজ্য বিরোধী দলনেতার পক্ষে মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে যে চিঠি দেওয়া হয়েছে তাতে বিরোধী দলনেতা রাজ্যের দৃষ্টিহীনদের কিছু সমস্যা তুলে ধরেন। চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন, দু'দিন আগে সারা ভারত দৃষ্টিহীন সমিতির পক্ষে বিরোধী দলনেতার সঙ্গে দেখা করে কিছু সমস্যার কথা জানিয়েছেন সমিতির দৃষ্টিহীন সদস্যরা। একই বিষয়টি তিনি তার চিঠিতে তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টিতে নিয়েছেন। বিরোধী দলনেতার দেখাদেখি সম্প্রতি আরেক সিপিএম বিধায়ক রতন কুমার ভৌমিকও এক চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কিছু দুর্নীতির অভিযোগ জানিয়ে ঘটনার তদন্তের আবেদন করেছেন। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি বিধায়ক রতন কুমার ভৌমিক এক চিঠিতে মার্কফেড চেয়ারম্যান বিধায়ক কৃষ্ণধন দাসের বিরুদ্ধে উত্থাপিত কিছু অভিযোগের যথাযথ তদন্ত করে ঘটনা জনসমক্ষে প্রকাশ করার আবেদন করেন। কিন্তু যেখানে বিরোধী দলনেতার চিঠিকেই মুখ্যমন্ত্রী কার্যালয় কোনও আমল দিচ্ছে না, সেই ক্ষেত্রে এক সাধারণ বিধায়কের চিঠিতে কতটা গুরুত্ব দেবে তা খুব সাধারণভাবেই অনুমেয়।

ছাড়ুন, আহ্বান রতন র



কেন্দ্র করে সমাবেশের বার্তা পৌঁছে

দেওয়ার লক্ষ্যেই প্রচার জারি আছে

গোটা রাজ্যে। কিন্তু কোথাও

কোথাও ঘটছে অপ্রীতিকর ঘটনা।

মাটি সরে গেছে। ২০১৮ সালের

আগে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া

হয়েছিল তা রক্ষা করতে না পেরে

এখন মানুষের সামনে যেতেই ভয়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। সিপিএম রাজ্য সম্মেলন ও তাকে

যত্রবান হওয়া দরকার।

বাধা-বিদ্মের মধ্যে

আছে। কর্মস্থান বা কর্ম

পরিবর্তনেরও যোগ

🌃 🤝 অগ্রসর হতে হবে

সরকারি কর্মচারীদের দায়িত্ব বৃদ্ধির

সম্ভাবনা ব্যবসায়ীদের হঠাৎ কোন

সমস্যা বা ভুল সিদ্ধান্তের জন্য

ক্ষতি বা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে

মকর : সরকারি কর্মে চাপ ও

🖄 আছে। এর ফলে

মানসিক চাপ ও দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি

পাবে। নিজের পরিকল্পনাকে

অন্যের মতো পরিবর্তন করবে না

কুন্ত: প্রশাসনিক কর্মে যুক্ত

🕰 যোগ আছে। আর্থিক

মীন: পারিবারিক ব্যাপারে ব্যস্ততা

বৃদ্ধি পাবে। প্রশাসনিক কর্মে

কিছুটা বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হতে

পারেন। শত্রু থেকে সাবধান

প্রণয়ে শুভ ফল লাভ সম্ভব নয়

ভাব শুভ। ব্যবসায়েও

লাভবান হবার লক্ষণ

থাকবেন। খনিজ

দ্রব্যের ব্যবসায়ে

লাভবান হওয়ার দিন

তবে কোন অসুবিধা হবে না।

পারে।

আজ রাতের ওযুধের দোকান সাহা মেডিসিন সেন্টার ৯০৮৯৭৬৮৪৫৭

আজকের দিনটি কেমন যাবে

পারিবারিক প্রতিকূলতার মধ্যে অগ্রসর হতে হবে। হঠাৎ আঘাত পাবার যোগ আছে। সরকারি কর্মে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে অগ্রসর হতে হবে। ব্যবসায়ে প্রতিকূলতার পরিবেশ পাওয়ার সম্ভাবনা প্রণয়ে বাধা-বিঘ্নের যোগ

বৃষ : পারিবারিক ব্যাপারে প্রিয়জনের সঙ্গে | — মতানৈক্যের সম্ভাবনা। সরকারি | স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। কর্মে ঊর্ধ্বতনের সঙ্গে প্রীতিহানির | ব্যবসায়ে উন্নতির যোগ আছে। সম্ভাবনা। নানা কারণে মানসিক | অর্থ ভাগ্য শুভ। চাপ থাকবে দিনটিতে। তবে । ব্যবসায়ে লাভবান হতে পারেন। মিথুন : সরকারি কর্মে চাপ বৃদ্ধি ও নানা কারণে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে

অগ্রসর হতে হবে। আর্থিক ক্ষেত্রে অপেকাকৃত শুভ ফল পাওয়া যাবে। অকারণে দুশ্চিন্তা এবং অহেতুক কিছু সমস্যা । পারেন। দিনটিতে সতর্ক দেখা যাবে। প্রণয়ে প্রতিকূলতার । থাকবেন। মধ্যে অগ্রসর হতে হবে।

কর্কট : কর্মসূত্রে দিনটিতে | দায়িত্ব বৃদ্ধি। উধর্বতনের সঙ্গে জ্ঞানীগুণীজনের সান্নিধ্য লাভ ও | মতানৈক্য ও প্রীতিহানির লক্ষণ শুভ যোগাযোগ সম্ভব হবে।

পারিবারিক ব্যাপারে কারো সঙ্গে মতানৈক্যের সম্ভাবনা। সরকারি কর্মে বাধা-বিঘ্নের লক্ষণ আছে, তবে ব্যবসায়ে লাভবান হবার সম্ভাবনা আছে। প্রণয়ে আবেগ বৃদ্ধি যেহেতু [।]

মনোকস্টের যোগ আছে। সিংহ: প্রফেশন্যাল লাইনে আর্থিক | ব্যক্তিদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি উন্নতির যোগ আছে। | পাবে।সরকারিভাবে কর্মেউন্নতির আর্থিক ক্ষেত্রে।

আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য থাকবে। | চাকরিস্থলে নিজের দক্ষতা বা 🏻 পরিশ্রমে কিছুটা স্বীকৃতি পাওয়া । আছে। প্রণয়ে আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে যাবে। তবে সহকর্মীর দ্বারা সমস্যা বা ক্ষতির সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত হতে পারেন।

কন্যা : দিনটিতে চাকরিজীবীরা অতিরিক্ত মানসিক চাপ এবং 🛭 দায়িত্ব বৃদ্ধিজনিত কারণে | অধিক উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তায় |

থাকবেন। ব্যবসায়ে লাভবান হবার যোগ আছে।

তলা : সরকারি কর্মে ঊর্ধ্বতনের | সন্তানের বিদ্যা ক্ষেত্রে আশানুরূপ সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। । ফল লাভে বিঘ্ন হতে পারে।

রানিরবাজার ধান চৌমুহনি, মোটরস্ট্যান্ড, মরা চৌমুহনি, মজলিশপুরের বিভিন্ন এলাকায় প্রচারসজ্জা নম্ভ করা হয়েছে। জিরানিয়া, কৃষ্ণনগর, ব্রজনগর সহ বিভিন্ন জায়গায় দলত্যাগে বাধ্য করা কর্মে যশবৃদ্ধির সম্ভাবনা যারা এসব কাজগুলো সংগঠিত আছে। আর্থিক ক্ষেত্রে করছে তারা ভুল করছে। ভুলপথে শুভফল। শিল্প সংস্থায় আছে। কথাগুলো বললেন, সিপিএম পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কর্মরতদের মানসিক উত্তেজনার জন্য কর্মে অগ্রগতি বজায় রাখা সম্পাদক রতন দাস।ভানু ঘোষ স্মৃতি ভবনে আহৃত এক সাংবাদিক কঠিন হতে পারে। শরীরের প্রতি সম্মেলনে কথা বলেন রতন দাস, বৃশ্চিক: কর্মক্ষেত্রে আবেগ সংযত রাজ্য কমিটির সদস্য শংকর প্রসাদ 🗸 করতে হবে। সরকারি দত্ত, মোহনপুর মহকুমা কমিটির কর্মে নানান ঝামেলার সম্পাদক প্রণব দেববর্মা। প্রত্যেকেই গান্ধিগ্রাম সহ এই জেলার অন্তর্গত সম্মুখীন হতে হবে এলাকায় সংগঠিত ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান। বিভিন্ন জায়গায় বাইক বাহিনী তাণ্ডব চালাচ্ছে। রতন দাস ধনু : দিনটিতে কর্মে বলেন, বিজেপির পায়ের তলার

বিধায়ক বা মন্ত্রী বা নেতারা। যারা এই কাজ করছে তারা ভুল করছে। তাদের ভুলগুলো ধরিয়ে দিতে রতন দাসের আহান, তারা যেন ভুল পথ ছেড়ে চলে আসে। তাদেরকে বিভ্রান্ত করে এই ধরনের কাজ করানো হচ্ছে বলে জানান তিনি। বামপন্থী যুব সংগঠন সকলের জন্য কাজ, রোজগারের দাবি করছে। এই হচ্ছে। এর সাথে জড়িয়ে আছেন দাবি সকল যুব সমাজের। কিন্তু এলাকার বিধায়ক তথা মন্ত্রী। কিন্তু একাংশ যুব সমাজ বাইক বাহিনী নিয়ে তাদের উপর হামলা করছে যারা সমস্ত যুব সমাজের জন্য কাজ ও রোজগারের দাবি জানাচ্ছে। রতন দাসের বক্তব্য, যারা বেকারদের জন্য লড়াই করছে, কর্মসংস্থানের দাবি জানাচ্ছে, তাদের উপর হামলা মেনে নেওয়া যায় না। যারা ভুল পথে আছে তাদেরকে সেই পথ ছেড়ে দেওয়ার আহ্বান রাখলেন। এদিকে সিপিএম'র সম্মেলন ও সমাবেশের প্রচারে বাধা দেওয়া ও প্রচারসজ্জা নম্ট সহ বিভিন্ন বিষয়গুলো নিয়ে মুখ খুলেছে সিপিএম জিরানিয়া মহকুমা কমিটিও।বিভিন্ন জায়গায় প্রচারসজ্জা নস্ট সহ বিভিন্ন ঘটনার নিন্দা জানানো হয়। আবার জোরপূর্বক বিজেপি দলে শামিল করানো হচ্ছে বলেও অভিযোগ জিরানিয়া সিপিএম মহকুমা কমিটির। সিপিএম এদিনও

পেছনে মদত জোগাচ্ছে এলাকার

পাচ্ছে। তাই সন্ত্রাসের পথ বেছে আগরতলা সহ বিভিন্ন জায়গায় ঘণ্টায় ১৬ হাজার ৫০জন পজিটিভ নিয়েছে বিজেপি। তিনি এই মিছিল সংগঠিত করে সমাবেশের অভিযোগ করে বলেন, যারা এই রোগী শনাক্ত হয়েছেন। এই সময়ে বার্তা পৌঁছে দিয়েছে। ধরনের ঘটনা ঘটাচ্ছে তাদের মারা গেছেন ২০৬জন।

বিশালগড় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাবিদ্যালয়ের নারায়ণ সিন্হার বদলি নিয়ে সরব পড়ুয়াদের পাশাপাশি মহাবিদ্যালয় শিক্ষাকর্মী রাজ্য কমিটি। উচ্চশিক্ষা অধিকর্তার উদ্দেশে বদলি রদে দেওয়া হলো স্মারকলিপি।

পবিত্র'র অভিযোগ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি

আগরতলা, ২১ ফব্রুয়ারি।। সারা ভারত কৃষক সভার রাজ্য সম্পাদক পবিত্র কর অভিযোগ করেছেন, পুলিশকে ঠুঁটো জগন্নাথ বানিয়ে বিজেপি দল গান্ধিগ্রামের পার্টির নেতৃত্ব স্বপন দেব ও উত্তম সাহার বাড়িতে লুটপাট করেছে। সোমবার সকালে বিরোধী দলনেতা ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের নেতৃত্বে রাজ্য সিপিআই এম দলের নেতৃত্ব ওই আক্রান্তদের বাড়িতে গিয়ে সমস্ত ধংসস্তুপ দেখে এসেছেন। ওই দলে ছিলেন সারা ভারত কৃষক সভার ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্পাদক পবিত্র কর, পশ্চিম জেলা সম্পাদক রতন দাস, সিআইটিইউ-এর রাজ্য সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে মানিক দে ও শংকর দত্ত, বিধায়ক তপন চক্রবর্তী, রতন ভৌমিক, সহিদ চৌধুরী, ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক শ্যামল দে, রাজ্য কমিটির সদস্য অমল চক্রবর্তী প্রমুখ। বিরোধী দলনেতা সহ অন্যান্য নেতৃত্ব আক্রান্ত বাড়ির সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন। পরে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার বলেন, যে কাজ ওরা করেছে সেটা যেকোন সভ্য জগতে বিরল। সরকারে এসে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করতে পারেনি। যুবকদের জন্য কিছুই করতে পারেনি। সরকারে এসেই পঞ্চাশ হাজার চাকরি দেবে বলেছিল, মিস্ড কলে চাকরি দেবে বলেছিল, দল তার কিছুই করেনি।ভুল বুঝতে পেরে বড়ো অংশই ওই দলটি থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। একটা ছোট অংশকে দিয়ে এই সমস্ত অসামাজিক কাজ, লুঠ ইত্যাদি করিয়ে যাচ্ছে। ওই দলটি জনবিচ্ছিন্ন। বিরোধী দলনেতা বলেন, এই ক্ষুদ্রাংশটি বুঝতে পারছে না সময়ের পরিবর্তনের পর তাদের বর্তমান মনিবরা তাদের ওয়ান টাইম চায়ের কাপের মতো ছুড়ে ফেলে দেবে। ঘটনার তীব্র নিন্দা করে রাজ্য কৃষক সভার সম্পাদক পবিত্র কর বলেন, বহিরাগত চোর, ডাকাতদের এনে স্থানীয় ছোট সংখ্যার যুবকদের ব্যবহার করে এই লুঠতরাজ চালানো হয়েছে। তিনি বলেন, সাথে মানুষ নেই, ডাকাত চোরের সাহায্যে রাজনৈতিক লড়াই করার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হবে। তিনি বলেন, ক্ষমতাসীন দলের ভাঁড়ারে টান পড়েছে সাথে যুবকদের কর্ম সংস্থানের কিছু করতে পারছে না তাই এই চুরি, ডাকাতি করে

নিয়ন্ত্রণের পথে করোনা

হঁশিয়ারি দিয়েছেন পবিত্র কর।

ভাঁড়ার ভর্তি করে খাওয়ার পথ

দেখাচ্ছে। তা না হলে আলমারি ভেঙে

স্বর্ণালঙ্কার, ক্যাশ টাকা নেবে কেন?

এরপর এইগুলিকেই কর্মসংস্থান বলে

দেখাবে ক্ষমতাসীন দল। পবিত্র কর

বলেন, এসব করে দাবিয়ে রাখা যাবে

না। এর জবাব দিতে মানুষ প্রস্তুত বলে

তিনি প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। দোষীদের

এই মুহূর্তে গ্রেফতার না করলে রাজ্য

কৃষক সভা বৃহত্তর আন্দোলনে নামার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।।

করোনা সংক্রমিতের সংখ্যা নামলো একজনে। বহুদিন পর একজন সংক্রমিত শনাক্ত হয়েছেন রাজ্যে। দক্ষিণ জেলায় এই সংক্রমিত রোগী শনাক্ত হয়েছেন। এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা নেমে দাঁড়ালো ৬১ জনে। রাজ্যে নিয়ন্ত্রণের পথে করোনা। এদিকে দেশে ২৪

জেআরবিটি'র ফল প্রকাশ বিলম্বিত হওয়ায় উদ্বেগ



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।।** দফায় দফায় অফিসে ধর্না দিয়ে ব্যর্থ জেআরবিটি পরীক্ষার্থীরা। সোমবার মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এক সাংবাদিক সম্মেলনে অবিলম্বে পরীক্ষার ফল ঘোষণার দাবি করেন। দীর্ঘ ১৫ থেকে ১৬ মাস পেরিয়ে যাওয়ার পরও জেআরবিটি'র ফল প্রকাশ নিয়ে রাজ্য প্রশাসন একেবারেই চুপ। কেন ফল প্রকাশ হচ্ছে না তার কোনও সদুত্তরই দিতে পারছে না জেআরবিটি পর্ষদ আধিকারিকরা। সম্প্রতি বেশ কয়েকবার জিআরবিটি পরীক্ষার্থীদের অফিস ঘেরাও করতে দেখা গেছে। প্রতিবারই অফিসের আধিকারিকরা আজ কাল, পরশু করে পরীক্ষার্থীদের

বুঝিয়ে পাঠিয়েছেন। কিন্তু এখন আর ধৈর্যের বাঁধ সইছে না।তাই শেষ পর্যন্ত সোমবার এক সাংবাদিক সম্মেলন করে নিজেদের অসহায় অবস্থার কথা জানালেন এই পরীক্ষার্থীরা। গত আগস্ট মাসে জেআরবিটি পরীক্ষার পর থেকে তার ফল প্রকাশ নিয়ে একটা কৌতূহল দেখা যাচ্ছিল। একে একে ৬ মাসেরও বেশি সময় পেরোতে চললেও জেআরবিটির ফলাফল নিয়ে প্রশাসনের তরফে কোনও সদুত্তর পাওয়া যাচ্ছিল না। গত এক পক্ষকালে অন্তত তিনবার পরীক্ষার্থীরা জেআরবিটি অফিস ঘেরাও করেছে। কিন্তু বারবারই উত্তর এসেছে কিছুদিনের মধ্যে ফলাফল ঘোষণা হবে। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে জেআরবিটি পরীক্ষার্থীদের

করেছে যাদের সঙ্গে প্রতারণা

হয়েছে। রাজ্যে লুটের রাজত্ব

চলছে। চাকরি যাদের পাওয়ার কথা

জানান, ফলাফলের ব্যাপারে উধৰ্বতন কৰ্তৃপক্ষই কিছু বলতে পারবেন। কিন্তু কারা সেই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তা নিয়ে সুনির্দিষ্ট কোনও পরামর্শ দিতে পারেননি অধিকর্তা। এদিন সাংবাদিক সম্মেলন করে পরীক্ষার্থীরা আগামী এপ্রিল মাসের মধ্যে পরীক্ষার ফল ঘোষণা করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করার দাবি তুলেছেন। যদিও এমনটা না করা হলে পরীক্ষার্থীরা কি পদক্ষেপ নেবে তা নিয়ে এখনও স্পষ্ট কোনও বক্তব্য নেই পরীক্ষার্থীদের। এদিকে জেআরবিটি পরীক্ষার ক্ষেত্রে পিআরটিসি বাধ্যতামূলক না থাকায় রাজ্যের বেকার-সহ বহির্রাজ্যের বেকাররাও এই পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। যা নিয়ে প্রথম থেকেই রাজ্যের সাধারণ বেকারদের মধ্যে একটা আপত্তি ছিল। সম্প্রতি পরীক্ষার ফল ঘোষণার এই দাবি আন্দোলনে এর এক বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে।একদিকে অবিলম্বে জেআরবিটি'র ফল ঘোষণা করে চাকরির দাবিতে রাজ্যের বেকাররা যেমন মাঠে ময়দানে সক্রিয়, তেমনি উল্টো দিকে বহির্নাজ্যের পরীক্ষার্থীদের নিয়ে প্রশাসনের তেমন কোনও সমস্যা নেই। কারণ বহির্রাজ্যের পরীক্ষার্থীরা সংগঠিত নয়। বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমের দ্বারা বহির্রাজ্যের পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ থাকলেও সংশ্লিষ্ট আন্দোলনে তাদের তেমন কোনও সমর্থন নেই। তাছাড়া পিআরটিসি ইস্যুতে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে একটা ভাগাভাগি হয়ে রয়েছে। এই বিষয়টিকে মিটিয়ে নিতে আপাতত জেআরবিটি পরীক্ষায় পিআরটিসি বাধ্যতামূলক দাবি না করলেও ভবিষ্যতে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে পিআরটিসি বাধ্যতামূলক দাবি করছে এই ইউনাইটেড আন-এমপ্লয়েড ফোরাম। সঙ্গে দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির অ্যাডমিট কার্ডও বাধ্যতামূলক দাবি করছে বেকারদের এই নতুন সংগঠন। একই দাবিতে মঙ্গলবার

সংগঠন ইউনাইটেড আন-এমপ্লয়েড

ফোরামের পক্ষে জয়ন্ত সাহা জানান,

শেষবার পরীক্ষার্থীরা জেআরবিটি

অধিকর্তার সঙ্গে দেখা করলে তিনি

হিংসা রাজনৈতিক কাপুরুষতার লক্ষণঃ হুঙ্কার দিলেন মানিক



আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে যা ছিল এসবেরই ফিতা কাটা হচ্ছে। নতুন করে চার বছরে কিছুই হয়নি। এই মস্তব্য করলেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। বিজেপির নাম না করে সোমবার নবগ্রামে দুই আক্রান্তের বাড়ি গিয়ে এই কথাগুলি বলেছেন তিনি। যদিও আক্রমণকারীদের নাম এবং পরিচয়ও প্রকাশ্যে বলেননি তিনি। যুবকদের সঙ্গে তারা প্রতারণা করছে বলেও মস্তব্য করেছেন তিনি। রবিবার গান্ধীগ্রামে সিপিএম'র বড় মিছিল হয়। এই মিছিলের পরই সন্ধ্যায় আক্রমণ করা হয় সিপিএম'র নবগ্রামের দুই নেতা স্বপন কুমার দেব ও উত্তম সাহার বাড়ি। স্বপন দেবের ঘরে ঢুকতে না পারলেও পাশে মাটির ঘরে থাকা তার দুটি বাইক ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এর পরই আক্রমণ করা হয় সিপিএম'র গান্ধীথাম অঞ্চল সম্পাদক উত্তম সাহার বাড়িতে। উত্তম এবং তার ভাইয়ের ঘরে লুটপাট করা হয়। গৌতম সাহার ঘর থেকে নগদ কয়েক লক্ষাধিক টাকা-সহ সোনার গহনা লুট হয়। ঘরে থাকা বাইক এবং অন্যান্য সব সামগ্রী ভেঙে চুরমার করে দেয়। রাতে যদিও সিপিএম'র কোনও বড় নেতাকে শহর থেকে মাত্র ১২ কিলোমিটার দূরে নবগ্রামে সিপিএম নেতাদের বাড়ি যেতে দেখা যায়নি। অনেকটা দেরি করে পুলিশ গেছে বলে অভিযোগ রয়েছে আক্রান্তদের। এমনকী পুলিশকে দলদাস বলেও স্থানীয়রা মন্তব্য করছেন। সোমবার সকালে আক্রান্তদের বাড়িতে ছুটে যান বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। তিনি বিজেপির নাম মুখে না আনলেও এইসব ঘটনা রাজনৈতিক

কাপুরুষতা বলে মন্তব্য করেন।

তিনি আরও বলেন, সন্ত্রাস তারাই

ধাঁধাটি

ফাঁকা

সংখ্যা

প্রতিটি

থেকে

ব্যবহা ৩ ব্লু

করা

সংখ্য

যুক্তি প্রক্রিয়

সংখ

2 1

5 7

6 9

3 8

1 6

7 4

4 2

8 5

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

তারা পান না। যে চাকরি হয়েছে এই জন্য টাকা দিতে হয়েছে। সিপিএম'র এই নেতার বাড়িতে আরও তিন-চারবার আক্রমণ হয়েছে। বাড়ির মালিক অর্থাৎ স্বপন দেবের বাবা নবগ্রাম স্কুলের জন্য জায়গা দিয়েছিলেন। যেসব ছেলেরা আক্রমণ করেছেন তারা এটা জানেন না। চার বছরের শাসনে যুবকরা সবচেয়ে বেশি হতাশ। তারা যাতে প্রশ্ন তুলতে না পারেন এজন্য এসব কাজে জড়িয়ে রাখা হচ্ছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে আক্রমণ করা হয়েছে। এই আক্রমণকারীদের জন্য নতুন পদ সৃষ্টি করার কথা ছিল। সরকারে ক্ষমতায় আসার আগে তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এগুলি রূপায়ণ করা হয়নি। এসব যুবকদের কথা বলতেই রবিবার মিছিল করা হয়েছিল। কিন্তু ভাড়াটিয়া বাহিনী ব্যবহার করে সিপিএম নেতাদের বাড়িতে আক্রমণ করা হয়েছে। যুবকদের মধ্যে যাতে ঐক্য গড়ে না উঠে তার জন্য এমন করা হয়েছে। এই সরকার নতুন কিছু কাজ করছে না। এভাবে বেশিদূর এগোনো যায় না। মিথ্যার উপর আশ্রয় নিয়ে বেশিদিন চলে না। এসব যুবকদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে আক্রমণ করিয়ে শাসন ক্ষমতায় বেশিদিন টেকা যায় না। এটা দুর্বলতার লক্ষণ। হতাশা থেকে করছে যুবকরা এসব। ঘরে ঘরে এই সরকারের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি চলছে। এসব কারণেই তারা ভয় পেয়ে গেছে। এদিকে আক্রমণের ঘটনার পর ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। ঘটনার অনেক পর ছুটে যায় পুলিশ। পুলিশকে দলদাস হিসাবে মন্তব্য করেছেন স্থানীয় কয়েকজন। যদিও লুটপাট, ভাঙচুর এবং ডাকাতির মতো ঘটনায় পুলিশ এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করেনি। ৮

এই জেআরবিটি পরীক্ষার্থী

বেকাররা আস্তাবল স্বামী বিবেকানন্দ

ময়দানে এক সমাবেশ করবে।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফব্রুয়ারি।। শুভশঙ্খ পত্রিকার সম্পাদক দীপঙ্কর দেবনাথ ভারতরত্ন লতা মঙ্গেশকর, গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও ভারতীয় সঙ্গীত জগতের ডিস্কো কিং বাপ্পি লাহিড়ির স্মরণে এক স্মরণসভা হয়েছে বলে জানিয়েছেন। ২০ ফেব্রুয়ারি রবিবার শুভ শঙ্খ পত্রিকা, মোনালিসা ফাইন আর্টস অ্যাকাডেমি এই শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। অনুষ্ঠানের শুরুতেই শ্রদ্ধানিবেদন ও নীরবতা পালন করা হয়। আলোচনায় অংশ নেন দীপঙ্কর দেবনাথ সহ অন্যান্যরা। মোনালিসা ফাইন আর্টস অ্যাকাডেমির অধ্যক্ষ নিরঞ্জন দেবনাথ সহ অন্যান্যরা এতে উপস্থিত ছিলেন।

ট সা ঘে									ত্র	মিব	চ সং	ংখ্যা	<u> </u>	88	30	
ঘরে ১ থেকে ৯ ক্রমিক 1 ব্যবহার করতে হবে।														6		3
ট সারি এবং কলামে ১ চ ৯ সংখ্যাটি একবারই ার করা যাবে। নয়টি ৩ X								5	3	4		6				
কেও একবারই ব্যবহার যাবে ওই একই নয়টি										2			8			9
া। সফলভাবে এই ধাঁধাটি এবং বাদ দেওয়ার								7	2		6		9	8	3	
াাকে মেনে পূরণ করা যাবে। ায় ৪৪২ এর উত্তর									4	8	2	5	7		6	1
8	7	9	6	8	5	3			6	9				5	7	
3	5	1	8	2	7	4					1	2				
5	4	2	9	7	1	6					_	2				
9	8	5	7	5	9	2		2				9			8	
1	9	8	5	6	3	7		4				9			0	
7	3	6	4	1	2	9		9		6	8	1		2		7
6	1	7	2	4	8	5)		0	כ	7		4		•

সেপ্টেম্বরের কায়দায় একই চিত্র

গান্ধীগ্রামের নাগরিকরা দেখলো।

'ছাত্রছাত্রীরা দেশ রাজ্যের ভবিষ্যৎ'



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। ছাত্রছাত্রীরা হলো দেশ ও রাজ্যের ভবিষ্যৎ। আগামীদিনে তারাই প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষের মতো মান্য হয়ে একজন দায়িত্ববান নাগরিক হয়ে সমাজ গঠনে সচেষ্ট হবে। সমগ্র সমাজ তাদের কাছে এটাই প্রত্যাশা করে। আজ জিরানিয়ায় বীরেন্দ্রনগর উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এনএসএস ইউনিটের সপ্তাহব্যাপী স্বাস্থ্য শিবির, রক্তদান কর্মসূচি ও বিদ্যালয়ের নবনির্মিত পরিশ্রুত পানীয়জলের ট্যাঙ্ক উদ্বোধন করে একথা বলেন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তিনি বলেন, আজকের দিনটির এক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে। আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। অনুষ্ঠানে তিনি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বলেন, আজকের প্রতিযোগিতার যুগে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু আমাদের প্রত্যেককে নিজেদের মাতৃভাষা এবং অপরের মাতৃভাষার প্রতিও শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। তিনি বলেন, প্রতিটি ভাষার সাথে তার কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য জড়িয়ে রয়েছে। আজকের দিনের একটাই উদ্দেশ্য যাতে কোনও ভাষা হারিয়ে না যায়। ভাষা ও সংস্কৃতিকে একই মালায় গেঁথে সমাজ, সংস্কৃতি ও দেশকে সুন্দর করতে হবে। অনুষ্ঠানে রক্তদান শিবির প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি যারা এদিন রক্তদান করছেন তাদের অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, এই বিদ্যালয় থেকে বহু কতী ছাত্রছাত্রী বের হয়েছে। এই ধারা অব্যাহত রাখার জন্য তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানান। যারা এই বিদ্যালয়ের জন্য জমি প্রদান করেছেন তাদেরকেও তিনি স্মরণ করেন। তিনি বলেন, আজ এই বিদ্যালয় বটবৃক্ষে পরিণত হয়েছে। তিনি এনএসএস ইউনিটের সঙ্গে যুক্ত ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। তিনি তাদেরকে বিভিন্ন খেলাধুলায় মনোনিবেশ করার আহ্বান জানান। শিবিরে ৩২ জন রক্তদান করেন। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জিরানিয়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন রতন কুমার দাস, জিরানিয়া মহকুমার মহকুমা শাসক জীবন কৃষ্ণ আচার্য, বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক শঙ্কর সাহা, বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সদস্যাগণ এবং অ্যালামনির সদস্যগণ।

চুরির দায়ে গ্রেফতার যুবক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২১ ফেব্রুয়ারি।। রাবার শিট চুরির অভিযোগে গ্রেফতার যুবক। কল্যাণপুর থানার অন্তর্গত একরাই বাজারে অভিজিৎ দেববর্মা নামে ওই যুবককে আটক করা হয়। পুলিশের কাছে খবর আসে স্থানীয় লোকজন অভিজিতকে চুরির অভিযোগ, আটক করা হয়েছে। সেই খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। স্থানীয় বাসিন্দা অনুজ কান্তি দেববর্মা পরিবারের সদস্যদের নিয়ে অন্যত্র বেড়াতে গিয়েছিলেন। তিনি বাড়ি ফেরার পথে দেখতে পান তার ঘর থেকে রাবার শিট নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে ওই যবক। অনুজ কান্তি দেববর্মা তাকে দেখে চিৎকার জুড়ে দেন। এলাকাবাসী এসে ওই যুবককে হাতেনাতে ধরে ফেলে। কিছু উত্তম-মধ্যম দিয়ে কল্যাণপুর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশ ওই যুবকের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৪৮/৩৮০/৪১১ ধারায় মামলা দায়ের করে। যার নম্বর ৮/২২। কল্যাণপুর থানার পুলিশ এখন অভিযুক্ত যুবককে জেরা করছে।

দিনভর আটকে রেখে চালককে ছেড়ে দিল পুলিশ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২১ ফব্রুয়ারি।। সিএনজি সিলিন্ডার বোঝাই লরির চালককে রবিবার গভীর রাত থেকে সোমবার বিকেল পর্যন্ত আটকে রাখে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ। তারা সন্দেহমূলকভাবে ওই চালককে আটক করে। রবিবার সন্ধ্যায় বিশ্রামগঞ্জ থানাধীন পদ্মনগর এলাকায় স্কৃটি এবং গাড়ির সংঘর্ষে এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে একটি ট্রান্সপোর্টের গাড়ি স্কুটিতে ধাক্কা দিয়েছে। সেই কথা মাথায় রেখে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ রবিবার রাত ১টা নাগাদ মেলাঘর সিএনজি স্টেশন থেকে টিআর০১এআর ১৭০৬ নম্বরের লরি আটক করে। লরি চালক খোকন বিশ্বাসকে সেখান থেকে বিশ্রামগঞ্জ থানায় নিয়ে আসা হয়। রাত থেকে সকাল পর্যন্ত তাকে পুলিশকর্মীরা জেরা করে। তবে সোমবার বিকেল পর্যন্ত লরির চালককে আটকে রাখা হয় থানাতেই। শেষ পর্যন্ত বিকেলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হলেও পুলিশ সূত্রে খবর, তাকে মঙ্গলবার পুনরায় থানায় আসতে বলা হয়। জানা গেছে, খোকন বিশ্বাসের বাড়ি বামুটিয়ায়। পুলিশের সন্দেহ তার গাড়ির ধাকাতেই মহিলার মৃত্যু হয়েছে। উল্লেখ্য, ওই দুর্ঘটনায় মহিলার ছেলেও গুরুতরভাবে আহত হন। বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ এখন তদন্ত চালিয়ে ঘাতক গাড়িটি শনাক্ত করতে পারে কিনা এখন সেটাই দেখার।

পুজো দিতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধা বৃদ্ধা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২১ ফব্রুয়ারি।। ঘরে পুজো দিতে গিয়ে শরীরে আগুন লেগে যায় এক বৃদ্ধার। ৬৫ বছরের শাস্তা চক্রবর্তী নামে ওই বৃদ্ধাকে দমকল বাহিনীর কর্মীরা উদ্ধার করে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। সোমবার দুপুরে উদয়পুর মধ্যপাড়া এলাকায় এই ঘটনা। শান্তা চক্রবর্তী ঠাকুর ঘরে পুজো দেওয়ার সময় তার কাপড়ে আগুন লেগে যায়। তার চিৎকার শুনে পরিবারের অন্য সদস্যরা ছুটে আসেন। এতে তার প্রাণ রক্ষা হয়। তবে শরীরের কিছুটা অংশ ঝলসে গেছে বলে খবর। এই ঘটনায় বৃদ্ধা শাস্তা চক্রবর্তী খুবই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। প্রতিবেশীরাও চিৎকার চেঁচামেচি শুনে ছটে আসেন বৃদ্ধার বাড়ির সামনে।

মল্যবান গাছ সব ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। হয়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়,

তেলিয়ামুড়া, ২১ ফেব্রুয়ারি।। এলাকায় টিআর০১কে০৬২০ বন্দস্যদের দৌলতে রাজ্যের বিভিন্ন নম্বরের একটি মারুতি ভ্যান গাড়ি প্রান্তের বিস্তীর্ণ এলাকার বনাঞ্চলের বোঝাই করে চোরাই কাঠ পাচারের খবর আসে তেলিয়ামডা তেলিয়ামুড়া মহকুমাও এর ব্যতিক্রম বনবিভাগের আধিকারিকদের নয়। অবৈধ চোরাই কাঠ পাচারের কাছে।এই গোপন খবরের ভিত্তিতে রমরমা বাণিজ্য চালিয়ে যাচেছ তেলিয়ামুড়া বন বিভাগের পাচারকারীরা। ফের অবৈধ চোরাই আধিকারিকরা দাউছড়া এলাকায় কাঠ পাচার করার সময় বন গিয়ে গাড়িটি কে দাঁড় করানোর দফতরের হাতে আটক হলো গাড়ি চেস্টা করা মাত্রই গাড়িটি ঘটনাস্থল বোঝাই অবৈধ চোরাই কাঠ। যদিও থেকে দ্রুতগতিতে পালিয়ে যাওয়ার পাচারকারীরা পালিয়ে যেতে সক্ষম চেষ্টা করে। পরবর্তীতে দীর্ঘ সময় পিছু ধাওয়ার পর রতিয়া এলাকায় রবিবার গভীর রাতে তেলিয়ামুড়া বন দফতরের হাতে আটক হয় ওই আধিকারিক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বন বিভাগের অধীন দাউছড়া অবৈধ কাঠ বোঝাই গাড়িটি। গাড়িতে থাকা পাচারকারীরা পালিয়ে যায় বলে বন বিভাগের কর্মীরা জানিয়েছেন। জানা যায়. গাড়িটিতে ২০ ফুট অবৈধ বহুমূল্যবান কাঠ ছিল। এ বিষয়ে তেলিয়ামুড়া বনবিভাগের এক আধিকারিক জানান, আটককৃত মূল্যবান অবৈধ চোরাই কাঠ সহ গাড়ির বাজার মূল্য আনুমানিক ৭৫ হাজার টাকা হবে। আগামী দিনে বনদস্যুদের বিরুদ্ধে বন দফতরের এই অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানায় বন দফতরের এক

ঘরের সব আসবাবপত্র-সহ উধাও পুলিশকর্মীর স্ত্রী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চডিলাম, ২১ ফেব্রুয়ারি।। রাগ অভিমান করে মহিলার বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার ঘটনা তো অনেক শোনা গেছে, হয়তো এবারই প্রথম। ব্যতিক্রমী

পাথালিয়াঘাটস্থিত বাড়িতে আসেন। বাড়িতে না থাকলেও স্ত্রী এবং ঘরের কিন্তু তিনি ঘরে প্রবেশ করে হতচকিত হয়ে পড়েন। কারণ, ঘরে স্ত্রী কিংবা সন্তান কেউই ছিল না। কিন্তু একেবারে আসবাবপত্র-সহ এমনকী পুরো ঘর ফাঁকা। শেষ পর্যন্ত বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার ঘটনা রাতে তিনি ঘরের বারান্দায় অভুক্ত থেকে ঘুমিয়ে পড়েন। এদিন সকালে



ঘটনার সাক্ষী হলেন জম্পুইজলা ব্লুকের পাথালিয়াঘাট এলাকার মানুষ। সবচেয়ে অবাক করার বিষয় যার সাথে গোটা ঘটনা তিনি একজন পুলিশকর্মী। শুধু তাই নয়, এডিসি'র কার্যনির্বাহী সদস্য রাজেশ ত্রিপুরার দেহরক্ষী। তার নাম কমল ত্রিপুরা। পুলিশকর্মী কমল রবিবার ছুটি নিয়ে রাত ৭টা নাগাদ

প্রতিবেশীরা তাকে বারান্দায় ঘূমিয়ে থাকতে দেখে ছুটে আসেন। তখনই তারা জানতে পারেন কমল ত্রিপুরার স্ত্রী কবিতা ত্রিপুরা এবং তাদের ছেলে কোথাও চলে গেছেন। কমল ত্রিপুরার কথা অনুযায়ী স্ত্রী বাড়ি থেকে যাওয়ার সময় সমস্ত আসবাবপত্র সাথে করে নিয়ে যান। ওই সময় কমলবাবু

আসবাবপত্র উধাও দেখেই তিনি এমনটা সন্দেহ করছেন। এখন প্রশ্ন উঠছে, ঘরের থালাবাসন-সহ সবকিছু নিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে কবিতা ত্রিপুরা কি বুঝাতে চেয়েছেন। শেষমেষ ঘুম থেকে উঠে কমল ত্রিপুরা বিশ্রামগঞ্জ থানায় ছুটে আসেন অভিযোগ জানাতে। পুলিশের কাছে জমা দেওয়া অভিযোগপত্রে তিনি জানিয়েছেন, তিনি ডিউটি সেরে বাড়ি ফেরার পর জানতে পারেন ঘরের সবকিছু উধাও। পাশাপাশি এও বলেন, তার ছেলে এবং স্ত্রী সবকিছু নিয়ে গেছে। কি কারণে স্বামীর সাথে এতটা অভিমান করলেন কবিতা ত্রিপুরা? সেই প্রশ্নের উত্তর এখনও জানা যায়নি। তবে গ্রামের মানুষ এই ঘটনায় একেবারে হতবাক। তারা কমল ত্রিপুরার অসহায়ত্ব দেখে তাকে সমবেদনা জানানো ছাড়া আর কিছুই করতে পারেননি। কমলবাবুও এই ঘটনায় এতটাই ধাক্কা খেয়েছেন যে তিনি বেশিকিছু বলতে চাননি।

ত্যাবর্তনের স্লোগানে যুব মোচার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার/উদয়পুর/ধর্মনগর, ২১ ফেব্রুয়ারি।। ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক দলগুলির বিভিন্ন কর্মসূচি জোর কদমে রাজ্যজুড়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সোমবার শাসক দলীয় সংগঠন যুব মোর্চার উদ্যোগে রাজ্যজ্বড়ে মিছিল অনষ্ঠিত হয়। এদিন জোলাইবাডি মন্ডল বিজেপি যুব মোচার উদ্যোগে জোলাইবাড়ি বাজারে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের নিয়ে আয়োজিত মিছিল ও বাজার সভায় যুব মোর্চার সভাপতি কেশব চৌধুরী, রাজ্য কমিটির সদস্য শস্তু মানিক সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। এদিনের এই বাজার সভায় বক্তারা রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচির কথা জনসম্মুখে তুলে ধরেন। গোটা রাজ্যের সাথে এদিন উদয়পর



মহকুমার প্রত্যেকটি মন্ডলেও যুব মোর্চার উদ্যোগে মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। উদয়পুর আরকে পুর মন্ডল যুব মোর্চার উদ্যোগে জামতলা অঞ্চল থেকে মিছিলটি বের হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে প্রায় জামতলায় এসে সমাপ্ত হয়। এদিনের মিছিলে উপস্থিত

ছিলেন মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়-সহ মভল সভাপতি ও অন্যান্য নেতৃত্বরা। অন্যদিকে যুবরাজনগর যুব মোর্চার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় সুবিশাল মিছিল। এদিনের মিছিলে উপস্থিত ছিলেন যুবরাজনগর বিজেপি যব মোর্চার সভাপতি নিহারেন্দু নাথ সহ অন্যান্যরা। এ

দিনের মিছিলে জনজাতি অংশের সরকারকে প্রতিষ্ঠার জন্য মুখ্য ভূমিকা পালন করবে।

যুবক-যুবতিদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। বক্তব্য রাখতে গিয়ে বক্তারা জানান, ২০২৩'র বিধানসভা নির্বাচনে জনজাতিরাই এই রাজ্যে প্রবায় বিজেপি

দুর্ঘটনা বন্ধ নেই তেলিয়ামুড়ায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি তেলিয়ামুড়া, ২১ ফেব্রুয়ারি।। তেলিয়ামুড়ায় যান দুর্ঘটনা রুটিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সোমবার সন্ধ্যায় তেলিয়ামুড়া থানাধীন চাকমাঘাট জার•ইলংবাড়ি এবং করইলং এলাকায় পর পর দুটি দুর্ঘটনা ঘটে। প্রথম দুর্ঘটনা করইলং এলাকায়। ওই দৰ্ঘটনায় আহত হন বাইক চালক। তাকে উদ্ধার করে দমকল বাহিনী তেলিয়ামুডা হাসপাতালে নিয়ে আসে। অপরদিকে জারুইলংবাড়ি এলাকায় তিনজন শ্রমিক কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনার কবলে পডেন। তাদের রিকশায় ধাক্কা দেয় যাত্রীবাহী অটো। এতে তিনজনই রাস্তায় ছিটকে পডেন। গোলাপ বাউরি, কল্পনা বাউরি এবং সবিতা বাউরিকে আহত অবস্থায় নিয়ে হয় তেলিয়ামুডা হাসপাতালে। একের পর এক দুর্ঘটনায় ট্রাফিক ব্যবস্থা প্রশ্নের মুখে।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, নতুনবাজার, ২১ ফেব্রুয়ারি।। একদিকে বলা হচ্ছে সব কাজ যেন সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়। পাশাপাশি বলা হচ্ছে স্বচ্ছতা মেনে সব কাজ হচছে। কিন্তু দুটি ক্ষেত্রেই অভিযোগের শেষ নেই। এবার গুরুতর অভিযোগ উঠে এল করবুক মহকুমার শিলাছড়ি দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয় থেকে। সেখানে ৩২ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি স্পোর্টস ইন্ডোর হল নির্মাণ করা হয়েছে।

আগেই ফাটল দেখা দিয়েছে। কোচিং সেন্টারের ইনচার্জ নিলয় দেওয়ান এই অভিযোগ করেন। তিনি জানান, গত ডিসেম্বর নাগাদ বিল্ডিংটির নিৰ্মাণ শেষ হয়। তবে উদ্বোধন না হলেও তিনি হলে ঢুকে কাজ শুরু করে দিয়েছেন। নিলয় দেওয়ানের কথা অনুযায়ী উদ্বোধনের আগেই সেই বিল্ডিং-এর বিভিন্ন জায়গায় ফাটল দেখা দিয়েছে। স্বাভাবিক কারণে প্রশ্ন উঠছে নির্মাণ কাজ কতটা সঠিকভাবে হয়েছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, সেই হল উদ্বোধনের তরফ থেকেও অভিযোগ করা হয়েছে

ঠিকেদার নিম্নমানের কাজ করেছে। সেই কারণেই উদ্বোধনের আগে ফাটল সামনে এসেছে। দাবি উঠছে সংশ্লিষ্ট দফতর যেন অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। যদি সরকারি অর্থ সঠিকভাবে খরচ না হয় তাহলে সাধারণ নাগরিকরা কিভাবে তা ব্যবহার করবেন। এখন প্রশ্ন উঠছে. নির্মাণ সংস্থা কাজ করলেও সংশ্লিষ্ট দফতর কি সেই কাজে তদারকি করেনি? যিনি তদারকির দায়িত্বে ছিলেন তার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

জল স্তর নিচে নেমে যায়। যার

ফলে এলাকার নাগরিকদের

অনেক দূর দূরাস্ত থেকে পানীয়

জল সংগ্রহ করতে হয়। এলাকার

নাগরিকদের দাবি, জগাইবাড়ি

ভিলেজ কমিটি এবং জম্পুইজলা

ব্লকের সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা

পানীয়জলের সমস্যা নিরসনে দ্রুত

কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২**১ ফেব্রুয়ারি।।** পানীয় জলের সমস্যায় দুভেতিগ রয়েছে এলাকাবাসীরা। বহু বছরের পুরনো চাপকল ধীরে ধীরে অকেজো হয়ে যাওয়ায় এই সমস্যার সন্মুখীন হতে হচেছ নাগরিকদের। ঘটনা জম্পুইজলা আর ডি ব্লকের অন্তর্গত জগাইবাড়ি এডিসি ভিলেজ কমিটি এলাকায়। জানা গেছে, ২৫ বছর পর্বে চাপ কল ওই এলাকায় বসানো

নস্ট হয়ে যাচ্ছে। দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা করতে হয় জলের জন্য। কেননা চাপকলটি ঠিকভাবে কাজ করছে না। ঠিকভাবে কাজ করতে করতে চাপ কলটির ঘন্টাখানেক সময় লেগে যায়, তারপর জল মেলে নাগরিকদের। এমনিতেই উঁচু টিলা ভূমিতে অবস্থিত জগাইবাড়ি এলাকা।

গোদের ওপর বিষফোঁড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে সুখা মরশুম। এই সময়ে কুখ্যাত চোর গ্রেফতার অসমে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কদমতলা/চুরাইবাড়ি, ২১ ফেব্রুয়ারি।। অসমের শনিছড়ার কুখ্যাত চোরকে রাজ্য পুলিশের হাতে তুলে দিল পাথারকান্দি থানার পুলিশ। অসম-ত্রিপুরা সীমান্ত এলাকায় ত্রাস সৃষ্টি করেছে সেই অভিযুক্ত যুবক। ধৃতের নাম নিয়াজ উদ্দিন। তার বাড়ি উত্তর জেলার শনিছড়া এলাকায়। পুলিশ গোপন খবরের ভিত্তিতে সোমবার ভোরে তাকে গ্রেফতার। করে। পাথারকান্দি থানার পুলিশের সহযোগিতায় এক অভিযান চালিয়ে অসমের হৈতরক্ষা গ্রাম থেকে তাকে জালে তোলা হয়। পাথারকান্দি থানার পুলিশের সাথে রাজ্য পুলিশের আধিকারিকরাও এই অভিযানে ছিলেন। অভিযুক্তকে এক গোপন ডেরা থেকে আটক করা হয়। পরে সেখান থেকে ধর্মনগর থানার পুলিশ অভিযুক্তকে ত্রিপুরায় নিয়ে আসে। নিয়াজ উদ্দিনের বিরুদ্ধে ত্রিপুরা পুলিশের খাতায় একাধিক মামলা আছে। গ্রেফতার এড়াতে অভিযুক্ত নিয়াজ উদ্দিন শেষ পর্যন্ত অসমের বরাক উপত্যকা-সহ বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপন করে। সম্প্রতি একটি মামলায় জড়িয়ে ত্রিপুরা থেকে পালিয়ে নিজের স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে করিমগঞ্জের ভাড়াবাড়িতে চলে আসে নিয়াজ উদ্দিন। এই খবর জানতে পারে ধর্মনগর থানার পুলিশ। তাই তারা পাথারকান্দি থানার পুলিশের সহযোগিতায় কুখ্যাত অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। তাকে মঙ্গলবার ধর্মনগর আদালতে পেশ করা হবে।

বিজ্ঞপ্তি

কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ (নিরাপত্তা ও বৈদ্যুতিক সরবরাহ সম্পর্কিত ব্যবস্থা) রেণ্ডলেশন ২০১০ ইং এর ধারা অন্যায়ী ত্রিপরা বিদ্যুৎ অনুজ্ঞাপত্র প্রদানকারী পর্যদ কর্তৃক ২০২২ ইং সনের ইলেকট্রিকেল সুপার ভাইজার ও অপারেটিভ ইলেকট্রিকেল ওয়ার্কম্যান এর মৌখিক ও লিখিত পরীক্ষা আগামী জুন ও জুলাই ২০২২ইং সনে যথাক্রমে গ্রহণ করা হইবে। এত দ্বারা আগ্রহী পরীক্ষার্থীদের জানানো যাইতেছে যে আবেদন পত্র (ফর্ম-এ) এবং সিলেবাস (বুকলেট) আগামী **১লা মা**ৰ্চ ২০২২ ইং হইতে ২৫**শে মাৰ্চ** ২০২২ ইং বেলা ১১টা হইতে বিকাল ৪-৩০ টা পর্যন্ত প্রত্যহ অফিস চলাকালীন যেকোন দিন আগরতলা বৈদ্যুৎতিক পরিদর্শকের কার্যালয় হইতে ৬০/- (ষাট) টাকা মূল্যের বিনিময়ে

উক্ত পরীক্ষার আবেদন পত্র (ফর্ম-এ) ৩১ শে মার্চ ২০২২ ইং বিকাল ৫-০০ টা পর্যন্ত গ্রহণ করা হইবে। উক্ত তারিখের পরে কোন আবেদন পত্র গ্রহণ করা হইবে না।

ইলেকট্রিক্যাল কন্ট্রাকটার লাইসেন্স এর ফর্ম (ফর্ম-ডি) ১০/- (দশ) টাকা মূল্যের বিনিময়ে উক্ত তারিখ হইতে সংগ্রহ করা যাইবে এবং আবেদনপত্র ৩১ মার্চ ২০২২ইং বিকাল ৫-০০ টা পর্যন্ত গ্রহণ করা হইবে।

> স্বাক্ষর অস্পষ্ট (ইঃ সুজিত দাস) বৈদ্যুতিক পরিদর্শক, পদাধিকার বলে সচিব ত্রিপুরা ইলেট্রিক্যাল লাইসেন্সিং বোর্ড, আগরতলা, ত্রিপুরা (পঃ)।

Dated: 21st February, 2022 **NOTIFICATION**

The Tripura Electrical Licensing Board (TELB) is going to conduct interview and written exam in the month of June /Ju:y for awarding the certificate/Licence for "Competency to Supervising Workman" and "Operative Electrical Workman" and "Electrical Contractor Licence" for the year 2022 in compliance with Central Electricity Authority (Measures relating to safety and Electric Supply) (CEA) Regulations - 2010 and Tripura Electrical Licensing Procedure (TELP)-2019. In this regard, Form A and Form-D for applying in appropriate category will be issued w.e.f 01/03/2022 to 25/03/2022 at 11 AM to 4.30 PM and will be received up to 31/03/2022, 5.00 PM in the office of the undersigned.

ICA-D-1843-22

(Er. Sujit Das) **Electrical Inspector** (Ex-Officio Secretary, TELB) Gurkhabasti, Agartala, Tripura (W)

Sd/- Illegible

ধর্মের যাঁড়ের যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ নাগরিক সমাজ, নীরব প্রশাসন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২১ ফেব্রুয়ারি।। ধর্মের যাঁড়ের যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ সাধারণ মান্য। পশ্চিম কাঞ্চনমালা এলাকায় বেশ কয়েকটি ধর্মের যাঁড়কে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। এলাকাবাসীর অভিযোগ, সেই ধর্মের যাঁড় কৃষি জমিতে গিয়ে ফসল নম্ট করে দিচ্ছে। এমনিতে ওই এলাকায় বানরের উৎপাত চলে। তার উপর ধর্মের যাঁড়ের যন্ত্রণায় পশ্চিম কাঞ্চনমালাবাসী অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন। এক কথায় তাদের রাতের ঘুম উবে গেছে। কারণ, অন্ধকারেই কৃষি জমিতে গিয়ে ফসল নষ্ট করে দেয় যাঁড়ের দল। তারা জানান, কখনও যদি তারা যাঁড়ের পেছনে ধাওয়া করেন উল্টো ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের দিকে ছুটে আসে। গরিব অংশের মানুষ প্রশাসনের কাছে এখন সহযোগিতা চাইছেন। ধর্মের ষাঁড়গুলিকে এলাকা ছাড়া করার দাবি জানিয়েছেন তারা।

মায়ের বকুনি খেয়ে নিখোজ ছেলে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২১ ফেব্রুয়ারি।। মায়ের বকুনি খেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র সমীর পাল। ঘটনা বিশ্রামগঞ্জ থানাধীন লালটিলা এলাকায়। সমীরের মা জানান, রবিবার পড়াশোনার জন্য তিনি ছেলেকে শাসন করেছিলেন। এরপরই সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। সোমবার রাত পর্যন্ত তারা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও সমীরের সন্ধান পাননি। তাই বিশালগড় থানায় এসে এই বিষয়ে মিসিং ডায়েরী করেন। সমীরের মা খুবই কাতরভাবে পুলিশের কাছে আবেদন করেছেন তার ছেলেকে যেন দ্রুত খুঁজে বের করা হয়। ছেলেকে না পেয়ে তিনি খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। তিনি অন্যদের কাছেও সাহায্যের আর্জি জানিয়েছেন ছেলেকে যেন খুঁজে বের করতে সাহায্য করেন।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সাথে সাথে হারাধন শীলের বিশালগড, ২১ ফেব্রুয়ারি।। জীবনে অনেক স্বপ্ন থাকা সত্ত্বেও শারীরিকভাবে অক্ষম হওয়ায় সেই স্বপ্নগুলো বাস্তবে পরিণত হচ্ছে না। নিজের ইচ্ছা শক্তির কাছে হার না মেনে জীবন সংগ্রামে বেঁচে থাকার তাগিদে কিছু একটা করে দেখার মানসিকতার মধ্য দিয়ে স্বপ্নগুলো পূরণ করার আশায় দিন কাটাচ্ছেন দিব্যাঙ্গজন এক যুবক। ২৮ বছরের হারাধন শীল জন্মলগ্ন থেকেই ১০০ শতাংশ দিব্যাঙ্গ। সিপাহিজলা জেলার গোলাঘাঁটি বিধানসভার অন্তর্গত এলাকায় বসবাস হারাধনের। বর্তমানে পরিবারে মা সহ বড় ভাই এবং বড় ভাইয়ের স্ত্রী রয়েছে। জ্ঞান-বুদ্ধি মায়া-মমতা সবকিছু থাকলেও শারীরিকভাবে চলাফেরা করতে অক্ষম। দিনরাত শুধু বাড়িতে বসেই সময় কাটান তিনি। ছোট বেলা থেকেই ভাতা পেয়ে আসছেন বলে জানান তিনি। বয়স বাড়ার

চিস্তাভাবনারও পরিবর্তন হয়। তার পরিবারের কাছে বোঝা হয়ে রয়েছেন সেই আক্ষেপ হারাধনকে দিনে দিনে ভাবিয়ে তুলছে। হারাধন শীল শিক্ষাগত দিক দিয়ে



তারপরেও মা এবং বড় ভাই-সহ বড় ভাইয়ের স্ত্রীর সেবাযত্নে নিজের বাড়িতেই কোনরকমভাবে জীবন জীবনে কিছু একটা করার অনেক

অবস্থাও আর্থিক দিক দিয়ে সেরকম সচ্ছল নয়। টানাপোডেনের সংসার। শারীরিকভাবে অক্ষম অন্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ। তাই পরিবারের কাছে বোঝা না হয়ে নিজে বাঁচার জন্য কিছু একটা করতে চান। এমতাবস্থায় সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বিনম্র অনুরোধ জানিয়েছেন বাঁচার জন্য একটা রোজগারের পথ যাতে বের করে দেন এবং সেই সাথে চলাফেরা করার জন্য একটি ইলেকট্রনিক হুইল চেয়ারের ব্যবস্থার আবেদন জানান তিনি। তিনি আশাবাদী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী উনার এই আকুল আবেদনে অবশ্যই সাড়া দেবেন। এখন দেখার বিষয়, দিব্যাঙ্গ হারাধন শীলের আকুল আবেদনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব কতটুকু সহানুভূতি কাটিয়ে যাচ্ছেন। দিব্যাঙ্গ হলেও হন। সেই দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন এলাকার জনগণ।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER

The under signed for and on behalf .of the Government of Tripura invites e-Tender from the Soya Chunk Mills,/ Soya Chunk Importers / Bulk Soya Chunk Suppliers of India for supply of-total 1800-MT (tentative) Soya Chunk in 200 gm packets out of 2021-22 seasons production (not before March 2022) to different State Food Godowns during the period from April 2022 to March 2023 at the sole discretion of the Food CS&CA Department.

2. Interested Bidders may see & download the NIT Document from the website 'https:// tripuratenders.gov.in/nicgep/app'. However, e-Bidding to be made only through 'https:// tripuratenders.gov.in/nicgep/app'. Last date & time of submission of Bid is 22.03.2022 up to 3.00

Sd/- Illegible (Tapan Kr Das) Addl. Secretary & Director Food, Civil Supplies & CA Government of Tripura

ICA-C-3812-22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO. EE-IED/ AMB/37/2021-22 Dated 19/02/2022 The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD, Ambassa: Dhalai Tripura invites

on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking /enterprise and eligible Bidders/Firms/Agencies of appropriate class for internal electrification works registered with PWD Tripura/ TTADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Other State PWD having valid electrical contractor license issued by Tripura Electrical Licensing Board up to 17.00 Hrs. on **02.03.2022**

1.	DNIeT No.EE-IED/AMB/228/2021-22	Rs. 526,425.00	Rs. 5,264.00	30 (Thirty) Days
Si. No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time of completion

Last date and time for document downloading and bidding is on 02.03.2022 upto 17.00 Hrs. and opening of bid at 12.00 Hrs. on 03.03.2022, if possible. For more details kindly visit: https://

NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER

For and on behalf of the Governor of Tripura

Sd/- Illegible Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD (Buildings), Ambassa Dhalai Tripura

M:9436168836

ICA/C-3819-22

জানা এজানা

ভারতে কোন ভাষার প্রচলন সবচেয়ে বেশি

ভারতে সবমিলিয়ে সাড়ে ১৯ হাজার ভাষা, উপভাষা এবং স্থানীয় ভাষা রয়েছে। এই ভাষার মধ্যে কোন ১০টি ভাষা সর্বাধিক মানুষের মাতৃভাষা। রইল তালিকা।

হিন্দি: ভারতে সবচেয়ে বেশি মানুষ কথা বলেন হিন্দিতে। সব মিলিয়ে প্রায় ৫২.৮৩ কোটি মানুষের মাতৃভাষা হল হিন্দি। বাংলা: তালিকায় ২ নম্বরেই রয়েছে বাংলা। ৯.৭২ কোটি মানুষের মাতৃভাষা এটি। তাছাড়া দে**শে**র জাতীয় সঙ্গীতও বাংলায় লেখা।

মারাঠি: এটি তৃতীয় স্থানে থাকা ভাষা। প্রায় ৮.৩০ কোটি মানুষ কথা বলেন এই ভাষায়।

তেলুগু: এই দ্রাবিড় ভাষাটি দেশের অন্যতম প্রাচীন ভাষা। এতে প্রায় ৮.১১ কোটি মানুষ কথা বলেন।

তামিল: আরও একটি প্রাচীন ভাষা। দক্ষিণ ভারতে প্রচুর মানুষ এই ভাষায় কথা বলেন। প্রায় ৬.৯০ কোটি মানুষের মাতৃভাষা এটি।

গুজরাটি: গুজরাট রাজ্যের সরকারি ভাষা এটি। ইন্দো-আর্য ভাষা এটি। এই রাজ্য-সহ দেশের নানা প্রান্তে সব মিলিয়ে প্রায় ৫.৫৪ কোটি মানুষ এই ভাষায় কথা বলেন।

উর্দু: সব মিলিয়ে সপ্তম স্থানে থাকা ভাষা এটি। ভারতে প্রায় ৫.০৭ কোটি মানুষ এই ভাষায় কথা বলেন।

কন্নড়: শুধু ভারতের নয়,

পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন ভাষা এটি। ভারতে প্রায় ৪.৩৭ কোটি মানুষ এই ভাষায় কথা বলেন।

ওড়িয়া: ওড়িশা ছাড়াও অন্য রাজ্য মিলিয়ে এই ভাষায় প্রায় ৩.৭৫ কোটি মানুষ কথা বলেন।

মালায়লম: দক্ষিণ ভারতে প্রচুর মানুষ এই ভাষায় কথা বলেন। সংখ্যার নিরিখে এটি দশম বৃহত্তম ভাষা। প্রায় ৩.৪৮ কোটি মানুষ এই ভাষায় কথা বলেন।

ইংরেজি: নাগাল্যান্ড, অরুণাচল প্রদেশের মতো রাজ্যে এই ভাষায় প্রচুর মানুষ কথা বলেন। অন্যতম আন্তর্জাতিক ভাষা হওয়ার সুবাদে, ভারতে প্রচুর মানুষ এই ভাষাটি জানেন। আড়াই লক্ষের বেশি মানুষের কথাবার্তার প্রাথমিক ভাষাও এটি।

খুন বজরং দলের নেতা, উত্তেজনায় নামল র্যাফ 🕺



ব্যাঙ্গালুরু, ২১ ফেব্রুয়ারি।। হিজাব উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে নিয়ে বিতকের মধ্যেই এক হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের কর্মী খুনের ঘটনায় উত্তেজনা ছড়াল কর্ণাটকের শিবমোগায়। অশান্তির আশঙ্কায় এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ খুন হন বজরং দলের যুব কর্মী হর্ষ। কয়েক জন দৃষ্কতি তাকে ঘিরে ধরে জডিত নয়। তিনি সবাইকে শান্ত ছুরি চালিয়ে পালিয়ে যায়। তাঁকে থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি

যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার পরই শিবমোগা শহরের সিগেহাটি এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বেশ কয়েকটি গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। কর্ণাটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অবশ্য দাবি করেছেন, চলতি হিজাব বিতর্কের সঙ্গে বিষয়টি

বলেন, "তদন্ত চলছে। খব শীঘ্ৰই দোষীদের গ্রেফতার করা হবে।" পুলিশ সূত্রে খবর, খুনের তদন্তে একটি বিশেষ দল গঠন করা হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় ব্যাফ নামানো হয়েছে। এই খুনের ঘটনার সঙ্গে অন্তত চার থেকে পাঁচ জন জড়িত রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বাসবরাজ বোম্মাই তদস্তের গতি-প্রকৃতি নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন।

মুখ খুললেন অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি।। হিজাব বিতর্কে এবার মুখ খুললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এদিন একটি সর্বভারতীয় সংবাদ মাধ্যমকে সাক্ষাৎকার দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সেখানে তিনি জানান, তাঁর ব্যক্তিগত মতামত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় পোশাক নয়, ইউনিফর্ম পরাই বাঞ্ছনীয়। তবে বিষয়টি কর্ণাটক হাইকোর্টের বিচারাধীন। আদালত যা সিদ্ধান্ত নেবে তা তিনি মেনে নেবেন। কর্ণাটক সরকার গত ৫ ফেব্রুয়ারি একটি নির্দেশিকা জারি করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হিজাব পরা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। তার পর থেকেই সেরাজ্যে হিজাব ইস্যুতে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। বিশেষ করে উদুপ্পি জেলায় বিক্ষোভের জেরে স্কুল-কলেজগুলি রীতিমতো রণক্ষেত্রের রূপ ধারণ করেছিল। বিক্ষোভের জেরে বেশ কয়েকদিন স্কুল-কলেজ বন্ধও রাখতে হয় কর্ণাটক সরকারকে। সরকারের সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে আবেদন করেন কয়েকজন মুসলিম পড়ুয়া। বর্তমানে ওই মামলার শুনানি চলছে কর্ণাটক হাইকোর্টে। এদিন একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের সাক্ষাৎকারে অমিত শাহ বলেন, "আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, সব ধর্মের মানুষের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ড্রেসকোডকে মান্যতা দেওয়া উচিত। আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে, দেশ সংবিধান অনুযায়ী চলবে না ব্যক্তিগত ইচ্ছেকে গুরুত্ব দেবে।" শাহ আরও বলেন, "আদালত যতদিন না সিদ্ধান্ত নিচ্ছে এই বিষয়ে ততদিন অবধিই আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস থাকতে পারে। এর পর আদালত যে সিদ্ধান্ত নেবে তাকে আমি মেনে নেব। প্রত্যেকেরই মানা উচিত।" প্রসঙ্গত, কর্ণাটকের হিজাব বিতর্ক দেশের গণ্ডি ছাড়িয়েছে। পাক বিদেশ মন্ত্রী থেকে নোবেলজয়ী মালালা ইউসুফজাই, বিখ্যাত ফুটবলার পল পোগবা পর্যন্ত এই ইস্যুতে মুখ খুলেছেন। এমনকী হিজাব বিতর্কে ভারতের সমালোচনা করেছে আমেরিকা। জবাব দিয়েছে ভারতও। বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এটি ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়। এই বিষয়ে উসকানিমূলক মন্তব্যকে মেনে নেওয়া হবে না। এদিকে হিজাব বিতর্কের মাঝেই কর্ণাটকে খুন হলেন বজরং দলের এক নেতা। রবিবার রাতের এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে রাজ্যের শিবমোগায়। এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করেছে প্রশাসন। এহেন পরিস্থিতিতে কর্ণাটকের মন্ত্রী ঈশ্বরাপ্পার মন্তব্য, "এই কাজ মুসলিম গুভাদের"।

ভাষা ও বিজ্ঞান



অমর একুশে মহান শহীদ দিবস সমাগত। আমরা প্রতিবছর ভাষাশহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। পাশাপাশি দেশকে আরও এগিয়ে নেওয়ার শপথ নেয়। এখন তো একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে সারা বিশ্বে যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয়।

ইউনিসেফ ও জাতিসংঘ যে মাতৃভাষাকে আন্তর্জাতিক মর্যাদায় ভূষিত করেছে, তার পেছনে একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে। প্রতিটি জাতির জ্ঞানবিজ্ঞানে এগিয়ে যাওয়ার একটি পুর্বশর্ত হলো যার যার মাতৃভাষায় দক্ষতা অর্জন। বিজ্ঞানীদের সাম্প্রতিক গবেষণায় জানা গেছে, মাতৃভাষায় সুন্দরভাবে পড়তে পারে, এমন শিশুর সংখ্যা ১০ শতাংশ বাড়াতে পারলে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি শূন্য দশমিক ৩ শতাংশ বাড়বে। এটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকত একটি হিসাব। মাতৃভাষার সঙ্গে জ্ঞানবিজ্ঞানে এগিয়ে যাওয়া ও সেই সঙ্গে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন সাধনের নিবিড সম্পর্কের বিষয়টি আগে বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রতিষ্ঠিত না হলেও বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা তা উপলব্ধি করেছি। আর সে জন্যই প্রায় ৭৫ বছর আগে মাতৃভাষা বাংলার জন্য, বাংলায় কথা বলার অধিকার সংরক্ষণের জন্য, তৎকালীন পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভের জন্য আমরা রাজপথে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছি। আমরা মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা ও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি অর্জন করেছি।

ভাষাবিদদের গবেষণায় আজ এটা প্রতিষ্ঠিত যে মাতৃভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে পারলে অন্তত তিনটি বিদেশি ভাষা সহজে শেখা যায়। আর আজকের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে দু—তিনটি বিদেশি ভাষায় দক্ষতা না থাকলে টিকে থাকা কঠিন। এগিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা। এর বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা হলো, শিশু জন্মের পর থেকেই মায়ের হাসি, কথা বলার ভঙ্গি, মনের ভাব প্রকাশের পদ্ধতি দেখে শেখে। কথা বলতে শেখার আগে থেকেই স্বপ্ন দেখা শেখে। তাই মায়ের ভাষা শিশুর মনোজগতের বিকাশে বিশেষ অবদান রাখে। মা ও শিশুর মধ্যে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এভাবে মাতৃভাষা মানুষের মেধা শাণিত

ভাষা মানে শুধু কিছু শব্দ নয়। আবেগ-অনুভূতি, চিন্তাভাবনা, স্বপ্ন-কল্পনা প্রভৃতি ভাষার অবিচ্ছেদ্য অংশ। ভাষা না থাকলে মানুষ কল্পনা করতে পারত না এবং সেই অর্থে মানুষ কিন্তু মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতেও পারত না।

শুধু মানুষই কথা বলতে পারে আমরা জানি, প্রাণিজগতে একমাত্র মানুষই কথা বলতে পারে। ভাষা জানে। মনের ভাব প্রকাশ করার এই ক্ষমতা আর কোনো প্রাণীর নেই। কেন নেই? কারণ, তাদের স্বরযন্ত্র থাকলেও মস্তিষ্কের যে অংশ চিন্তাভাবনার কাজ সম্পন্ন করে, তার সঙ্গে এর সংযোগ নেই। মানুষের আছে। তাই মানুষ কথা বলতে পারে। ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে। এ বিষয়ে দ্য নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকার বিজ্ঞানবিষয়ক লেখক কার্ল জিমার তাঁর একটি লেখায় (৯ ডিসেম্বর ২০১৬) চমৎকার একটি বিষয় উল্লেখ করেন। তিনি লেখেন, একদল বিজ্ঞানী গবেষণা করে জানিয়েছেন, বানর বা এ—জাতীয় প্রাইমেটগুলোর মানুষের মতোই স্বরযন্ত্রে কথা বলার মতো সব রকম ব্যবস্থা রয়েছে, কিন্তু তা—ও

কথা বলতে পারে না। কারণ, সেগুলোর মস্তিষ্কে সঠিক সংযোগ (রাইট ওয়্যারিং) সাধনের ব্যবস্থা নেই। ইউনিভার্সিটি অব ভিয়েনার বিজ্ঞানী ডব্লিউ টেকমেশ ফিচ মানুষের চেতনা নিয়ে কাজ করেন (কগনিটিভ সায়েন্টিস্ট। নতুন অনুসন্ধানমূলক পর্যবেক্ষণের সহপ্রণেতা এই বিজ্ঞানী বলেন, বানরের স্বরতন্ত্র শত শত বা হাজার হাজার শব্দ তৈরির জন্য খুবই উপযুক্ত। কিন্তু তারপরও কথা বলতে না পারার কারণ স্বরযম্ভের সঙ্গে মস্তিষ্কের

এই সংযোগ সাধন মানুষের থাকলেও কথা বলা বা ভাষা আয়ত্ত করা কিন্তু এক দিনে সম্ভব হয়নি। মানুষ আদিম যুগে পাহাড়ের গুহায় থাকত। সেখানে গুহাচিত্র এঁকে দলের অন্য সদস্যদের ব্রঝিয়ে দিত, শিকারের সময় কে কোথায় থাকবে, কার ভূমিকা কী হবে ইত্যাদি। তখনো মানুষ ভাষা পুরোপুরি রপ্ত করতে পারেনি।

পটলচেরা চোখ সৌন্দর্যের প্রতীক কেন? আদি যগে মানুষ দল বেঁধে শিকারে গেলে নিঃশব্দে যেতে হতো, তা না হলে তো শিকার পালিয়ে যাবে। এ অবস্থায় তারা তাদের নেতাকে অনুসরণ করত। যার চোখ একট বড ও চোখের মণি কালো ও চারপাশ সাদা, তাকেই নেতৃত্ব দিতে হতো। কারণ, দূর থেকে নেতার চোখের ইঙ্গিত সহজে বোঝা যায় বলে কখন কার কী করতে হবে, সেটা চোখের ইঙ্গিতেই সবাই বুঝে নিত। এ জন্যই বড় চোখ ও সাদা—কালোর বৈপরীত্যের দারুণ চাহিদা ছিল। এখান থেকেই পটলচেরা চোখ সৌন্দর্যের প্রতীক হয়ে ওঠে। মানুষ, বানুর বা গরিলার চোখের মধ্যে এটা একটা বড় পার্থক্য রয়েছে। ওদের চোখের মণি সাধারণত কালো আর চারপাশটা কালোর কাছাকাছি বা ধুসর। কিন্তু মানুষের বেলায় দেখা যায়, চোখের মণির চারপাশের বেশ বড় অংশ সাদা। মানুষের বিকাশে বিশেষ ভূমিকার কারণেই চোখের ভেতরের একটি বড় অংশ সাদা রঙে সজ্জিত। একটি ঘরে একই সঙ্গে দেড় বছরের মানবশিশু ও কিছু প্রাণী নিয়ে পরীক্ষা চালানো হয়। ঘরের ভেতর একজন বিজ্ঞানী আলাদাভাবে দুজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তারপর মাথা বা শরীর না ঘুরিয়ে শুধু চোখ ঘুরিয়ে ছাদের দিকে তাকান। দেখা গেল, মানবশিশু সেই বিজ্ঞানীর চোখ অনুসরণ করে ছাদের দিকে তাকাচ্ছে কিন্তু অন্য প্রাণীরা নির্বিকার। তাদের কাছে পরীক্ষকের চোখের নড়াচড়া কোনো মনোযোগের বিষয় নয়। কিন্তু পরীক্ষক মাথা নাড়ালে বা হাত-পা নাড়ালে অন্য প্রাণীরা ওই নড়াচড়া লক্ষ করে এবং সে অনুযায়ী তার চোখ বা মাথা ঘুরিয়ে দেখে। এ থেকে বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে আসেন যে একজন মানুষ কোন দিকে মনোযোগ দিচ্ছে বা তাকাচ্ছে, সেটা আরেকজন মানুষ বা এমনকি মানবশিশুর কাছেও গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বানর বা প্রাণীদের কাছে ততটা নয়। মানুষের বিকাশ সাধন হয়েছে সামাজিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে। পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া মানুষের পক্ষে সভ্য সমাজ গড়া সম্ভব ছিল না। সে জন্যই একজন মানুষ কী পর্যবেক্ষণ করছে, সেটা অপর মানুষ ভালোভাবে লক্ষ করে। তাই সর্বাগ্রে অন্য লোকজনের চোখের দিকে লক্ষ রাখার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। চোখ যেন অপরের কাছে সহজে লক্ষণীয় হয়, সে জন্য মানুষের চোখের মণির চারপাশের বড় অংশ সাদা হয়ে উঠেছে, যেন কালো মণির পাশে সাদা অংশ সহজে দৃশ্যমান হয়। কিন্তু বৈরী প্রকৃতিতে এরপর দুইয়ের পাতায়

পশুখাদ্য মামলায় লালুর ৫ বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ

পাটনা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। পশুখাদ্য মোট ১৩৯.৩৫ কোটি টাকার মামলায় ফের জেল হেফাজত লালুপ্রসাদ যাদবের। সোমবার বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে ৫ বছরের কারাবাসের সাজা শুনিয়েছে সিবিআইয়ের বিশেষ আদালত। পাশাপাশি ৬০ লক্ষ টাকা জরিমানাও দিতে হবে তাকে। গত সপ্তাহেই এই মামলায় লালুপ্রসাদ যাদবকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল সিবিআই আদালত। এদিন তার সাজা ঘোষণা করা হল। যদিও সিবিআই আদালতের এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে যাচ্ছেন আরজেডি প্রধানের আইনজীবীরা। তাদের কথায়, ইতিমধ্যে অর্ধেক সাজা সম্পূর্ণ করেছেন লালু। ফলে ফের বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে জেলে ফিরতে হয় কিনা তা এখন দেখার। এর আগে পশুখাদ্য কেলেঙ্কারিতে মোট চারটি মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন লালুপ্রসাদ যাদব। এবার তাঁর বিরুদ্ধে চলা পঞ্চম তথা শেষ গত বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে। মামলা ডোরান্ডা ট্রেজারি লালু ছাড়াও এই মামলায় রয়েছেন মামলাতেও দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন সাংসদ জগদীশ শর্মার মতো আরও ধারাগুলিতে জামিন মিললেও তাঁর সঙ্গী অঙ্কিতের বিরুদ্ধে ছেলের মুক্তির ব্যবস্থা করেছে সে প্রবীণ রাজনীতিবিদ। এই মামলায় হাইপ্রোফাইল অভিযুক্তরা।

দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত চলেছিল মামলার শুনানির বিতর্ক। এরপর রায়দান সংরক্ষিত রেখেছিল আদালত। মঙ্গলবার জানা যায় মামলার রায়। এদিন সাজা ঘোষণা করল আদালত। প্রসঙ্গত, গত বছরের এপ্রিলে জামিন পেয়েছিলেন লালু। তারপর থেকে তিনি জেলের বাইরেই ছিলেন। পঞ্চম মামলার ধাক্কায় ফের তাঁকে কারাবাসে যেতে হয় কিনা, সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে ওয়াকিবহাল মহল। এই মামলায় লালু-সহ মোট ১৭০ জন অভিযুক্ত। তাঁদের মধে ৫৫ জন মারা গিয়েছেন। এছাড়া রাজসাক্ষী হয়েছেন ৭ জন, এখনও পলাতক ৭ জন। ২ জন ইতিমধ্যেই আদালতের কাছে নিজের দোষ স্বীকার করে নিয়েছেন। বাকি ৯৯ জন অভিযুক্তদের শুনানি চলছিল

লখিমপুর কাণ্ড মন্ত্রিপুত্রের জামিনের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে পরিজনেরা

লখনউ, ২১ ফেব্রুয়ারি।। ষড়যন্ত্রের ধারাগুলির উল্লেখ ছিল গুলি চালানোরও অভিযোগ ওঠে। উত্তরপ্রদেশের লখিমপুর খেরিতে না। ফলে জামিন মেলার পরেও প্রতিবাদী কৃষকদের গাড়ি দিয়ে পিষে দেওয়ার মামলার মূল আশিস মিশ্রের জামিনে মুক্তির প্রতিবাদে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানালেন নিহতদের পরিবারের সদস্যেরা। আবেদনকারী পক্ষের আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ জানিয়েছেন, আশিসের জামিনে মুক্তির বিরুদ্ধে উত্তরপ্রদেশ সরকার কোনও আইনি পদক্ষেপ না করায় নিহত কৃষকদের পরিজনেরা শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। গত ১০ ফেব্রুয়ারি ইলাহাবাদ হাইকোর্টের লখনউ বেঞ্চ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অজয় মিশ্র টেনির ছেলে আশিসের জামিনের আবেদন মঞ্জর করেছিল। তবে অন্য নাআশিস।ওইঘটনায়আশিসএবং পাওয়ার লক্ষ্যেই অজ্যের আদালতের আদেশে খুন ও

কয়েকদিন জেলেই কাটাতে হয় মন্ত্রী-পুত্রকে। সেই জটিলতা কাটাতে ফের হাইকোর্টে আবেদন করেছিলেন আশিস। আদালত সেই রায় সংশোধন করে দেওয়ার পর ১৬ ফেব্রুয়ারি লখিমপুর খেরি জেল থেকে ছাড়া হয় তাঁকে। গত বছরের ৩ অক্টোবর লখিমপুর খেরিতে আশিসের গাড়ির তলায় চাপা পড়ে কৃষি আইন বিরোধী বিক্ষোভকারী চার কৃষক এবং এক সাংবাদিকের মৃত্যু হয়েছিল বলে অভিযোগ। পরবর্তী হিংসায় আরও চার জনের প্রাণ যায়। যদিও অজয়ের দাবি, ঘটনার সময় ওই গাড়িতে ছিলেন - বিধানসভা নির্বাচনে ব্রাহ্মণ ভোট আন্দোলনকারী কৃষকদের লক্ষ্য করে স্রাজ্যের বিজেপি সরকার।

গত ৯ অক্টোবর আশিসকে গ্রেফতার করেছিল উত্তরপ্রদেশ পুলিশ। তার কয়েক দিন পরেই উদ্ধার করা হয় তাঁর বন্দুক। লখিমপুর-কাণ্ডের তদন্তে ঢিলেমির জন্য গত ২০ অক্টোবর উত্তরপ্রদেশ পুলিশকে তুলোধোনা করেছিল সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি এন ভি রমনা এবং বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ প্রশ্ন তুলেছিল, সে দিন কয়েক হাজার কৃষকের জমায়েতে ওই ঘটনা ঘটলেও উত্তরপ্রদেশ পুলিশ কেন মাত্র ২৩ জন প্রত্যক্ষদর্শীর সন্ধান পেয়েছে। কৃষক সংগঠনগুলির অভিযোগ, উত্তরপ্রদেশের

আনিসকাণ্ডে সিট গঠনের নির্দেশ

কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। আনিস হত্যাকাণ্ডে তোলপাড় গোটা রাজ্য। এমন পরিস্থিতিতে ছাত্রনেতা হত্যাকাণ্ডের নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে হস্তক্ষেপ করলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী ও ডিজির নেতৃত্বে সিট গঠনের নির্দেশ দিলেন তিনি। মমতার কথায়, ''দোষী হলে আমিও শাস্তি পাব। দোষীদের রেয়াত করা হবে না।" আনিসকে নিজেদের লোক বলেও পরিচয় দিলেন তৃণমূল নেত্রী সোমবার নবান্নে মন্ত্রিসভার বৈঠক ছিল। বৈঠক শেষে সাংবাদিক সম্মেলন করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখান থেকেই সিট গঠনের নির্দেশ দেন তিনি। মুখ্যসচিব, ডিজি'র পাশাপাশি সিটে থাকবে সিআইডিও। ১৫ দিনের মধ্যে তাদের রিপোর্ট জমা নির্বাচনে আমাদের অনেক সাহায্য



দিতে হবে। একইসঙ্গে আনিসের সঙ্গে তৃণমূলের সখ্যতার কথাও তুলে ধরেন মমতা। বলেন, ''অনেকে এখন অনেক কথা বলছেন। কিন্তু ওঁরা জানেন না, আনিস আমাদের লোক ছিল। আমার সঙ্গেও যোগাযোগ ছিল।

করেছিল। আমাদের ফেভারিট লোক ছিল। দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি হবে। কেউ ছাড় পাবেন না।" হাওড়ার আমতায় ছাদ থেকে ফেলে ছাত্রনেতা আনিস খানকে হত্যার অভিযোগ ওঠে পুলিশের বিরুদ্ধে। যদিও এই কাণ্ডের সঙ্গে পুলিশের এরপর দুইয়ের পাতায়

'ধর্মীয় উসকানিমূলক'

আমেদাবাদ, ২১ ফেব্রুয়ারি।। টুইটার।'' আদালতের রায়ের আদালত। তা নিয়ে বিতর্কিত কার্টুন রোষে পড়ল গুজরাত বিজেপি। তাদের ওই পোস্টকে ধর্মান্ধতার প্রতীক হিসেবে তুলে ধরেছিলেন অনেকে। তার জেরে টুইটার কর্তৃপক্ষের তরফে পোস্টটিই মুছে দেওয়া হল।গুজরাত বিজেপি'র মুখপাত্র ইয়াগনেশ দাভে বিষয়টি স্বীকার করেন। তিনি বলেন, "কেউ বা কারা রিপোর্ট করেছিলেন। তার বানানো কার্টুন সরিয়ে দিয়েছে জানা যায়, তবে সেগুলি ফাটেনি।

আমেদাবাদ ধারাবাহিক বিস্ফোরণে প্রতিক্রিয়াতেই ওই পোস্ট করা ৩৮ জনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে হয়েছিল, তার পিছনে অন্য উদ্দেশ্য ছিল না বলেও দাবি করেন তিনি। পোস্ট করে টুইটার কর্তৃপক্ষের ২০০৮ সালের ২৬ জুলাই আমেদাবাদের একাধিক জায়গায় ধারাবাহিক বিস্ফোরণ ঘটে। তাতে মোট ৫৬ জন প্রাণ হারান। আহত হন ২০০ মানুষ। রাজ্য সরকারের জেলা হাসপাতাল, আমেদাবাদ পুরসভার নিয়ন্ত্রণে থাকা এলজি হাসপাতাল, বাস, সাইকেল এবং গাড়ি পার্কিং-সহ একাধিক জায়গায় বোমা রাখা ছিল বলে জেরেই ২০০৮ সালের ধারাবাহিক অভিযোগ। কালোল এবং বিস্ফোরণ মামলার রায় নিয়ে নরোদায়ও বোমা রাখা ছিল বলে

লাইফ স্টাইল

এই ১০টি খাবারের কারণেই পেটে গ্যাস হচ্ছে

নিত্য গ্যাসের সমস্যায় ভূগছেন ? কিছু কিছু খাবার এই সমস্যা বাড়িয়ে দেয়। গ্যাসের সমস্যা হলে কোন কোন খাবার এড়িয়ে চলবেন? জানাচ্ছেন পুষ্টিবিদ তেজল ঘুলে। বিনস: অত্যন্ত পুষ্টিকর খাবার এটি। কিন্তু এতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকে বলে এতে গ্যাসের সমস্যা হতে পারে। ভালো করে রান্না করা বিনস থেকে অবশ্য গ্যাসের সমস্যা কম হয়।

ফুলকপি আর ব্রকোলি: এই আনাজগুলিতে প্রচুর Raffinose থাকে। এই উপাদানটি গ্যাসের সমস্যা প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়ে দিতে পারে। গমের থেকে তৈরি খাবার: এতে প্রচুর Gluten থাকে। যাঁদের প্রচণ্ড গ্যাসের সমস্যা হয়, তাঁরা এই ধরনের খাবার এড়িয়ে চলুন।

পেঁয়াজ: এটি প্রচুর রান্নাতেই ব্যবহার হয়।

কিন্তু এতে fructose নামের চিনি জাতীয় উপাদান থাকে। এটি অনেকের পেটেই সহজে হজম হয় না। ফলে গ্যাসের সমস্যা হতে পারে।

রসুন: সকলের ক্ষেত্রে সমস্যা না হলেও, কারও কারও রসুনে অ্যালার্জির সমস্যা হয়। তাঁদের রসুন খেলে গ্যাসের সমস্যা হতে পারে।

দুগ্ধজাত দ্রব্য: এতে প্রচুর protein এবং calcium থাকে। দুগ্ধজাত দ্রব্যের মধ্যে থাকা lactose আবার অনেকের সহ্য হয় না। তাঁদের এই ধরনের খাবার খেলে গ্যাসের সমস্যা হয়।

বার্লি: এতেও প্রচুর ফাইবার রয়েছে। সেই ফাইবার অনেকেই হজম করতে পারেন না। তার ফলে গ্যাস হতে পারে। **শসা:** শুনে অবাক লাগতে পারে। কিন্তু শসা অন্য খাবার হজম করতে সাহায্য

করলেও, নিজে গ্যাসের সমস্যা বাড়িয়ে দেয়। তাই গ্যাসের সমস্যা থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে তবেই শসা খান। **সয়াবিন:** অত্যন্ত পুষ্টিকর খাবার এটি। কিন্তু এর কিছু কিছু উপাদান গ্যাসের সমস্যা বাড়িয়ে দিতে পারে। তাই পেটের

সমস্যা হলে এই খাবারটি এড়িয়ে চলুন। ভাজাভূজি: এই ধরনের খাবার গ্যাসের পরিমাণ মারাত্মক বাড়িয়ে দিতে পারে। এতে যে পরিমাণে তেল থাকে, সেটি হজম হয় না অনেক সময়েই। তার কারণে বাড়ে গ্যাস।





শেষ ম্যাচ নিয়ে সংকটে টিএফএ

আগামী ২৩ ফব্রুয়ারি রামকৃষ্ণ ক্লাব বনাম এগিয়ে চল সংঘের বিতর্কিত ম্যাচের অবশিষ্ট ২০ মিনিট খেলা ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। দুইটি ক্লাব পরিস্থিতিতে এই ম্যাচ নিয়ে গভীর সংকট তৈরি হয়েছে। যতদূর খবর পারে। এক দলের ভিনরাজ্যের ফুটবলারদের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্য দলের ফুটবলাররাও

দেবজিৎ-র

দাপটে জয়ী জিবি

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি,

আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ ব্যাট

এবং বল হাতে অনবদ্য হয়ে উঠলো

দেবজিৎ দেবনাথ। তার অলরাউন্ড

পারফরম্যান্সের সৌজন্যে জিবি ৬

উইকেটে হারায় কর্ণেল সিসি-কে।

সোমবার পিটিএজি-তে অনুষ্ঠিত

ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ৪৩

ওভারে সবকয়টি উইকেট হারিয়ে

কর্ণেল সিসি করে ১২৮ রান।দলের

হয়ে সায়ন সরকার ২৫ এবং অমিত

সরকার ২৩ রান করে।জিবি-র হয়ে

দেবজিৎ ২৭ রানে ৩টি এবং

উজ্জয়ন ১৩ রানে ২টি উইকেট

নেয়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে

জিবি-কে বেশ লড়াই করতে হলো।

প্রথম দিকে কর্ণেল সিসি-র

বোলাররা জিবি-র উপর কিছুটা চাপ

সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। ওই সময়

দেবজিৎ দেবনাথ-র ব্যাট ঝলসে

উঠে।বলা যায়, একক দক্ষতায় জিবি

আইপিএল

নিলাম নিয়ে

বিস্ফোরক উথাপ্পা

চেন্নাই, ২১ ফেব্রুয়ারি।। অনেকেই

●এরপর দুইয়ের পাতায়

আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ করেছে। টিএফএ-র তরফে লিগ কমিটি দইটি ক্লাবকেই চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, ম্যাচের দিন যাতে নির্দিষ্ট সময়ে তারা উপস্থিত থাকে। কিন্তু হবে। অবশ্য টিএফএ-র তরফে এই ঘটনা হলো, কোন দলের সামনেই আর চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুযোগ নাকি প্রাথমিকভাবে রাজিও নেই। সেই খেতাব তুলে নিয়েছে হয়েছিল। তবে পরিবর্তিত ফরোয়ার্ডক্লাব।রামকৃষ্ণবা এগিয়ে চল সংঘের ম্যাচে বিজয়ী দল শুধুমাত্র রানার্সআপ হতে পারে। পাওয়া গেছে, এই ম্যাচটি শেষ পর্যন্ত খেতাব দখলের জন্য বিশাল অঙ্কের হবে না। কোন একটি দল কিংবা স্বর্থ খরচ করা দলগুলি শুধুমাত্র দুইটি দলই হয়তো সরে যেতে রানার্স হওয়ার লক্ষ্যে খেলতে নামবে এমন ভাবা খুব কঠিন। টিএফএ-কে নাকি একটি ক্লাব দুইটি দলই রাজি হয়। আসলে

খেতাব হারানোর শোকে কাতর। তারাও আগামীকাল এই ব্যাপারে ১৬ ফেব্রুয়ারি এগিয়ে চল সংঘ বনাম রামকৃষ্ণ ক্লাবের ম্যাচে উমাকান্ত মাঠ উত্তপ্ত হয়ে উঠে। বিভিন্ন কারণে ম্যাচটি শেষ হয়নি। ২০ মিনিট আগেই রেফারিরা মাঠ ছেড়ে চলে যান। এরপর লিগ কমিটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, এই ম্যাচের অবশিষ্ট অংশ আগামী ২৩ ফব্রুয়ারি এগিয়ে চল সংঘ এবং রামকৃষ্ণ ক্লাব জানিয়ে দিয়েছে, তারা নাকি খেলতে তখনও ফরোয়ার্ড ক্লাব বনাম এগিয়ে

পরিচিত করে তোলার জন্য

ক্রিকেটাররা এখন অনেক বেশি

মরিয়া। এক বছর রঞ্জি ট্রফি বন্ধ

ছিল। এবার তাই অনেক বেশি

চল সংঘের ম্যাচ বাকি ছিল। যদি ওই ম্যাচে এগিয়ে চল সংঘ জিতে যেতো তবে রামকষ্ণ ক্লাব বনাম এগিয়ে চল সিদ্ধান্ত নেবে বলে জানা গেছে। গত সংঘের ২০ মিনিটের অবশিষ্ট ম্যাচের গুরুত্ব ছিল। কিন্তু তাতে জল ঢেলে দিয়েছে ফরোয়ার্ড ক্লাব। এগিয়ে চল সংঘকে লন্ডভন্ড করে খেতাব তুলে নিয়েছে ফরোয়ার্ড ক্লাব। ফলে ২৩ ফেব্রুয়ারির ম্যাচটি এখন কার্যতঃ গুরুত্বহীন। যারা এবং গভর্নিং কমিটির বৈঠকে জিতবে তারা হয়তো রানার্সআপ হবে। কিন্তু লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে খেতাবের লক্ষ্যে মাঠে নামা অনুষ্ঠিত হবে। প্রাথমিকভাবে দুইটি দল মোটেই রানার্সআপ খেতাবের জন্য মাঠে লড়বে না। এই অবস্থায় প্রকৃত অর্থেই গভীর

ব্যাটসম্যানদের লড়াহয়ে মুগ্ধ প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ অনেকদিন পর রঞ্জি দলের ব্যাটসম্যানদের লড়াকু মনোভাব মুগ্ধ করলো ক্রিকেটপ্রেমীদের। হরিয়ানার বিশাল রানের (৫৫৬) জবাবে ত্রিপুরার ব্যাটসম্যানদের কি হাল হবে তা নিয়ে ক্রিকেটপ্রেমীরা আশঙ্কায় ছিল। তবে দূরস্ত ব্যাটিং প্রদর্শন করে সেই আশঙ্কাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে ব্যাটসম্যানরা। সাধারণত বিপক্ষের পাহাড় প্রমাণ রানের চাপে রাজ্য দলের ব্যাটিং লাইনআপ ভেঙে পড়ে এটাই দেখতে অভ্যস্ত ক্রিকেটপ্রেমীরা। তবে এবার হরিয়ানার বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ অন্য মেজাজে দেখা গিয়েছে ব্যাটসম্যানদের। স্পষ্টতই বোঝা ব্যাটসম্যানদের মানসিকতাতে অনেক বদল এসেছে। প্রতিপক্ষের চোখে চোখ

রেখে খেলতে ভয় পায় না। চোখের

সামনে রাজ্যের ক্রিকেটাররা দেখছে

অনেক অপরিচিত ক্রিকেটারও

আইপিএল-এ সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে।

অথচ ত্রিপুরার ক্রিকেটারদের ভাগ্যে

এখন সেটা সম্ভব হয়নি। ফলে

জাতীয় স্তরে নিজেদের আরও বেশি

তাগিদ ছিল ক্রিকেটারদেরও।কয়েক বছর আগে প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছিল বিশাল। দেখা গেলো, করোনার সময়টা সে মোটেই বসে থাকেনি। নিজের মতো করে অনুশীলন চালিয়ে গেছে। ফলে এবার অন্যরকম ভূমিকায় দেখা যাচেছ বিশাল-কে। ইতিমধ্যেই চলতি মরশুমে তিনটি শতরান করে ফেলেছে। বোঝাই যাচ্ছে তার ব্যাটিং-এ এখন অনেক সাবলীলতা এসেছে। পাশাপাশি আত্মবিশ্বাসীও হয়ে উঠেছে। তারই প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে ব্যাটিং-এ। বিক্রম দেবনাথ, শংকর পাল, শুভম ঘোষ-রা হরিয়ানার বিরুদ্ধে রান পায়নি বটে তবে যে কোন সময় তারাও বড় ইনিংস খেলতে সক্ষম। এক্ষেত্রে তাদের কাছে সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা হলো বিশাল-র ১৫৯ রানের লড়াকু ইনিংস। দারুণ ইনিংস খেলেছে রজত দেও। শংকর ব্যাটিং-এ সফল না হলেও বল হাতে

তুলে নিয়েছে ৫ উইকেট। সদ্য

জাতীয় দলে সযোগ পাওয়া জয়ন্ত যাদব হরিয়ানার হয়ে ৬টি উইকেট তুলে নিয়েছে। পিছিয়ে থাকেনি ত্রিপুরার শংকরও। এটাই হলো আত্মবিশ্বাস এবং মানসিকভাবে চাঙ্গা থাকার দৃষ্টান্ত। প্রাক্তন ক্রিকেটাররা এখনও বলছেন যে, যদি অমিত আলি-কে প্রথম ম্যাচে খেলানো হতো তবে দলেব ফলাফল অনেক ভালো হতো। ব্যাটসম্যানরা যেরকম দাপট দেখিয়েছে হরিয়ানার বিরুদ্ধে তাতে ক্রিকেটপ্রেমীরাও উৎসাহিত হয়ে উঠেছে। গোটা দল এখন ছন্দে রয়েছে। শুধুমাত্র ব্যতিক্রম দুই পেশাদার কেবি পবন এবং রাহিল শাহ। হরিয়ানার বিরুদ্ধে চুড়ান্ত ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে এই দুই পেশাদার ক্রিকেটার। স্থানীয়রা যেভাবে ত্রিপুরার হয়ে ডমিনেট করেছে তা অনেকদিন দেখা যায়নি। সাধারণত ত্রিপুরার কিছুটা ভালো পারফরম্যান্সের ক্ষেত্রে পেশাদারদের ভূমিকাই বেশি থাকতো। বিশাল-দের সৌজন্যে এবার পুরোটাই পাল্টে গেছে। তারা প্রমাণ করে দিয়েছে, স্থানীয়রা রাজ্য ক্রিকেটের হাল ধরতে সক্ষম। রদ্দিমার্কা পেশাদারদের আর দরকার নেই।

টি-২০ র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে ভারত

কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি।।

নেতৃত্বের দায়িত্ব নিয়েই ইডেনে ইতিহাস গড়েছেন রোহিত শর্মা। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে তিন ম্যাচের টি-২০ সিরিজ পকেটে পুরেছে টিম ইন্ডিয়া। আর তারপরই শিবিরে এল সুখবর। ৬ বছর পর আইসিসি টি-টোয়েন্টি র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে পৌঁছে গেল ভারত।গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পরই ভারতীয় টি-২০ ফরম্যাটে ইতি ঘটেছে বিরাট রাজের। তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে রোহিত শর্মাকে। আর তিনি ফুলটাইম অধিনায়ক হওয়ার পর থেকে এখনও পর্যস্ত অপরাজিত। ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজ ৩-০ জয়ের পর টি-টোয়েন্টি সিরিজে পোলার্ড বাহিনীকে চুনকাম করতে সফল রোহিতের ভারত। রবি-রাতে ইডেনে ক্যারিবিয়ানদের হারিয়ে ট্রফি ঘরে তুলতেই টি-টোয়েন্টিতে এক নম্বর স্থান দখল করল দল শেেষবার ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে টি-২০ র্যাঙ্কিং শীর্ষে পৌঁছেছিল ভারত। তারপর থেকে দল প্রথম পাঁচে থাকলেও এক নম্বরে পৌঁছতে ব্যর্থই হয় ভারত। কিন্তু ক্যাপ্টেন রোহিতের হাত ধরে ফের সেরার সেরা হয়ে উঠল টিম ইন্ডিয়া গত বছর থেকে টানা ৯টি ম্যাচে এসেছে জয়। যার মধ্যে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে৩-০ এবং সদ্য সমাপ্ত ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে ৩-০ জয়ও রয়েছে।এর ফলে ইয়ন মর্গ্যানের ইংল্যান্ডকে গদিচ্যুত করে ফেললেন রোহিতরা। সোমবার বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থার প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ৩৯টি ম্যাচে দুই দলেরই পয়েন্ট ২৬৯।তবে ভারতের সার্বিকপয়েন্ট ১০, ৪৮৪। সেখানে ইংল্যান্ডের সংগ্রহ ১০, ৪৭৪।সেই কারণেই এক নম্বরে ভারত। তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম স্থানে রয়েছে যথাক্রমে পাকিস্তান (২৬৬), নিউজিল্যান্ড (২৫৫) এবং দক্ষিণ আফ্রিকা (২৫৩)। ২৩৫ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার সাত নম্বরে রয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

পূর্বোত্তর জোন ফুটবলের পরিকল্পনা



প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ পূর্বোত্তরের আটটি রাজ্যকে নিয়ে একটি ধারাবাহিক ফুটবল প্রতিযোগিতার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সব কিছু ঠিক থাকলে এই বছর আগরতলাতেই হবে তার প্রথম সংস্করণ। সোমবার পূর্বোত্তরের ছয়টি রাজ্যের ফুটবল সচিব এবং সভাপতিরা আগরতলায় এসেছেন। এদিন টিএফএ কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করেন তারা। মূলতঃ পূর্বোত্তর

যায় তা নিয়েই আলোচনা হয়েছে। পূর্বোত্তরের ফুটবলের আরও বেশি উন্ময়নের জন্য প্রতিটি রাজ্য একজোট হয়ে চলতে চায়। এমনিতেই বর্তমানে জাতীয় ক্ষেত্রে ফুটবলে পূর্বোত্তরের কয়েকটি রাজ্য বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। এরই পাশাপাশি অন্যান্য রাজ্যগুলিও যাতে দেশিয় ক্ষেত্রে উজ্জ্বল ভূমিকা নিতে পারে তার জন্যই এই ধারাবাহিক পূর্বোত্তর জোনভিত্তিক ফুটবলের পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে।

সিকিমের ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা এদিন টিএফএ-র কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠকে বসেন। আগামীকাল বিকাল সাড়ে চারটায় মহাকরণে তারা বৈঠকে বসবেন ক্রীড়ামন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী-র সাথে। সেখানেই পূর্বোত্তর ফুটবল নিয়ে একটি প্রাথমিক রূপরেখা তৈরি হবে। এরপর প্রত্যেক রাজ্যের অ্যাসোসিয়েশন নিজেদের রাজ্যে ক্রীড়ামন্ত্রীর সাথে বৈঠক করবে। তারপর চূড়ান্ত হবে সব কিছু। সব কিছু ঠিক থাকলে প্রথম বছরের আসর

মণিপুর, মিজোরাম, অরুণাচল জোনভিত্তিক ফুটবল কিভাবে করা প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মেঘালয় এবং আগরতলায় অনুষ্ঠিত হবে। বিস্ফোরক ব্যাটিং-এ

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারিঃ অনুধর্ব ১৪ ক্রিকেটেও তার ব্যাটিং দাপট দেখা গিয়েছিল। গত কয়েক বছর ধরেই সদরের বয়সভিত্তিক ক্রিকেটে দাপট দেখিয়ে চলেছে। এবার অনূর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেটেও বেদব্রত ভট্টাচার্য রানের ফুলঝুরি ছুটাতে শুরু করলো। একটি ১৪ বছরের ছেলে যেভাবে ব্যাটিং করছে তা নিঃ সন্দেহে তারিফযোগ্য। পাশাপাশি কিছুটা আশঙ্কারও বটে। বলে বলে ওভার বাউন্ডারি মারছে একটি ১৩ বা ১৪ বছরের ছেলে। বিষয়টা কিন্তু অবিশ্বাস্য। ক্রিকেট কোচরা কিন্তু কখনই এই বয়সি ক্রিকেটারদের ওভার বাউন্ডারি মারতে শেখান না। ডিফেন্স মজবুত করা এবং কপিবুক

স্ট্রোকের উপরই জোর দেন

কোচরা। সেখানে অনুধর্ব ১৫ ক্রিকেটে দেখা যাচ্ছে, প্রায় প্রতিদিন কোন না কোন ব্যাটসম্যান রীতিমত পরিণত ব্যাটসম্যানের মতো ব্যাটিং করছে। এটাই হলো আশঙ্কার। এর নেপথ্য কারণটা খুঁজে বের করার কথা টিসিএ-র। কিন্তু তারা আবার অন্য ধাতুতে গড়া। প্রতিযোগিতা শুরু করা কিংবা সফলভাবে সংগঠিত করা এসবের চেয়েও তাদের কাছে গুরুত্ব পায় মাঠ বা স্টেডিয়াম পরিদর্শন। সুতরাং অনুধৰ্ব ১৫ ক্ৰিকেট শুৰুতেই একটা আশঙ্কা জাগিয়ে তুলেছে। এদিন নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে মাত্র ৭৯ বল খেলে ১৩৩ রান করলো বেদব্রত। এমন ক্রিকেটারকে তো চোখ বন্ধ করে জুনিয়র রাজ্য দলে ডেকে নেওয়া উচিত ছিল

১৬ বছরেই জায়ান্ট কিলার!

কিস্তিমাত বিশ্বসেরা কার্লসেন

কশেরের

ছিল ১৫টি বাউন্ডারি এবং ৮টি ওভার বাউন্ডারি। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে এনএসআরসিসি ৪৫ ওভারে ৯ উইকেটে ৩০৩ রান করে। বেদত্রত ছাড়া দীপঙ্কর ভাটনগর করে ৪৭ রান। এছাড়া দেবজ্যোতি পাল করে ৪৬ রান। এডিনগরের হয়ে তন্ময় মজুমদার ৩টি উইকেট তুলে নেয়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে এডিনগর ২৭.৪ ওভারে মাত্র ৮২ রানে অলআউট হয়ে যায়। ২২১ রানের বিশাল ব্যবধানে ম্যাচ জিতে নেয় এনএসআরসিসি। বিজয়ী দলের হয়ে ব্যাটিং-র পর বল হাতেও সফল বেদব্রত। মাত্র ৪ রানে তলে নেয় ৩টি উইকেট। এছাড়া বিস্ময় পাল ৩টি উইকেট নেয়।

নির্বাচকদের। বেদব্রত-র ইনিংসে

ত ভালবল শুরু ২৬ ফব্রুয়ারি

আইপিএল-এর নিলাম ব্যবস্থার সমালোচনা করেন। এবার নিলাম নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন চেন্নাই সুপার কিংস-এর ব্যাটার রবিন উথাপ্পা।আইপিএল-এর নিলাম প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি ব্যবস্থা বন্ধ করার দাবি জানিয়েছেন আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারিঃ চতুর্থ ভারতীয় দলের প্রাক্তন সদস্য। রবিন মনমোহন দাস স্মৃতি প্রাইজমানি বলেছেন, "নিলাম ব্যবস্থাটা একটা ভলিবল প্রতিযোগিতা আগামী ২৬ পরীক্ষার মতো মনে হয়। আপনি ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে। অনেক দিন আগে লিখেছেন। তার সোমবার প্রেস ক্লাবে এক পর শুধ ফলারে জন্য অপেকা সাংবাদিক সম্মেলনে এই ঘোষণা করছেন। সত্যি বলতে আপনার করেন টুর্নামেন্ট কমিটির নিজেকে গবাদি পশু মনে হবে। এই চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক কৃষ্ণধন অনুভৃতিটা মোটেও সুখকর নয়। দাস। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন যেন গোটা বিশ্ব আপনাকে উপভোগ সাংগঠনিক সচিব ভবতোষ দাস, করছে। পারফরম্যান্স নিয়ে মতামত মিল্টন ঘোষ, তাপস নাগ, বিমান এক জিনিস। কিন্তু আপনি কত দেব সহ অন্যরা। আগামী ২৬ টাকায় বিক্রি হতে পারেন, সেটা ফেব্রুয়ারি কামালঘাট স্কুল মাঠে আর এক জিনিস।" তাঁর দাবি, আসরের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।এছাড়া ক্রিকেটারদের জন্য আরও পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সম্মানজনক ব্যবস্থার কথা ভাবা সভাধিপতি অন্তরা দেব সরকার, ●এরপর দুইয়ের পাতায়



উপস্থিত থাকবেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, ত্রিপ্রার বাইরে করবে বলে জানানো হয়েছে হাত দিয়ে এই কম্বল বিতরণ করা

ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, সাংবাদিক সম্মেলনে। বিজয়ী দল বিধায়ক রেবতী মোহন দাস, টিসিএ ৫০ হাজার টাকা এবং রানার্সআপ সভাপতি মানিক সাহা, বিধায়ক দল ২৫ হাজার টাকা পাবে। ক্ষাধ্য দাস সহ অন্যান্যরা ফাইনালের সেরা খেলোয়াডকে দেওয়া হবে তিন হাজার টাকা। উদ্বোধনী দিনে মোট ২৫ জন দুঃ থেকেও কয়েকটি দল অংশগ্রহণ স্থাকে কম্বল দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রীর

হবে। এছাড়া তিনজন বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠককে সংবর্ধনাও দেওয়া হবে। প্রাক্তন আন্তর্জাতিক জিমন্যাস্ট রতন দেবনাথ, প্রাক্তন ভলিবল খেলোয়াড় তথা অবসরপ্রাপ্ত পিআই বিমান দেব এবং পিআই রীনা ঘোষ-কে সংবর্ধনা দেওয়া হবে। এন্ট্রি নেওয়ার শেষ তারিখ ২৪ ফেব্রুয়ারি। এন্ট্রি ফি ১০০০ টাকা। ইতিমধ্যেই ১৬টি দল এন্ট্রি নিয়েছে বলে সাংবাদিক সম্মেলনে জানানো হয়েছে। সাংগঠনিক সচিব ভবতোষ দাস প্রতিযোগিতাকে সফল করে তোলার লক্ষ্যে ক্রীড়1েপ্রেমীদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা প্রার্থনা করেছেন।

আজীবন

সদস্যের প্রয়াণে

শোক প্রকাশ

প্রতিবাদী কলম ক্রীডা প্রতিনিধি. আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ চলে গেলেন টিসিএ-র আজীবন সদস্য বিশ্বভূষণ সেনগুপ্ত। সোমবার তিনি পরলোক গমন করেন। তার মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে রাজ্যের ক্রিকেট মহলে। টিসিএ-র তরফে সচিব তিমির চন্দ, সভাপতি মানিক সাহা এবং অন্যান্য অফিস বেয়ারাররা তার মৃত্যুতে গভীর **শো**কজ্ঞাপন করেছেন। পাশাপাশি প্রয়াতের পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি।। ১৬ বছরের কিশোর মাস্টার হয়ে চমকে দিয়েছিল প্রজ্ঞনা নান্ধা। চার বছর রমেশবাব প্রজ্ঞনা নান্ধার দাবার চালে মাত বিশ্বসেরা বাদে ফের চমক দিল সে। তৃতীয় ভারতীয় হিসাবে দাবাড়ুনরওয়ের ম্যাগনাস কার্লসেন। সোমবার কার্লসেনকে হারানোর কৃতিত্ব অর্জন করল প্রজ্ঞনা।এর এয়ারথিংস মাস্টার্সে এই নজিরবিহীন সাফল্য অর্জন করে আগে বিশ্বনাথন আনন্দ ও পি হরি কুফের কাছে হার ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার। মাত্র ৩৯টি দানেই হার মানতে মেনেছিলেন কার্লসেন।তবে তাঁরা বয়সে প্রজ্ঞনার থেকে বাধ্য হন বিশ্ব র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে থাকা কার্লসেন। কালো বড় ছিলেন। কার্লসেনের অর্থেক বয়সি প্রজ্ঞনা। কিন্তু ঘুঁটি নিয়েই বাজিমাত করে কিশোর ভারতীয় দাবাড়ু। এদিন প্রজ্ঞনার কাছে হার মানতে হয় তাঁকে।এই জয়ের এই যোলোতেই সে হয়ে গিয়েছে 'জায়ান্ট কিলার' াযদিও উদযাপন কীভাবে করবে কিশোর দাবাড়ু ? কার্লসেনকে চেন্নাইয়ের এই কিশোর শুরু থেকেই নজর কাড়ে। ২০১৬ হারানোর পরে এই প্রশ্ন উড়ে আসে তার দিকে। প্রায় সালে মাত্র ১০ বছর ১০ মাস ১৯ দিন বয়সে সর্বকনিষ্ঠ সমস্ভবকে সম্ভব করা ভারতীয় দাবাড়ু জানায়, ''আমার

দিল্লিতে রঞ্জি ট্রফির যুদ্ধ

হিমাচল ম্যাচে প্রথম একাদশে অমিত আলি-কে চাইছে ত্রিপুরা

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, গুরুত্বপূর্ণ।হরিয়ানা ম্যাচে ত্রিপুরার চাপের খেলা। এখানে আপনি চ্যাম্পিয়ন।সূতরাং ওদের বিরুদ্ধে আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ রঞ্জি ট্রফিতে ত্রিপুরার অভিযান এবার হিমাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে। একদিনের বিজয় হাজারে ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন হিমাচল প্রদেশ অবশ্য রঞ্জি ট্রফিতে তাদের প্রথম ম্যাচে পাঞ্জাবের সাথে ড্র করেছে। তবে পাঞ্জাব প্রথম ইনিংসে লিড নিয়ে পেয়েছে তিন পয়েন্ট। হিমাচল প্রদেশ ত্রিপুরার মতো এক পয়েন্ট। পাঞ্জাব-হিমাচল প্রদেশ ম্যাচে কিন্তু প্রায় ১৩০০ রান উঠে। হরিয়ানা ম্যাচে ত্রিপুরার বোলারদের ব্যর্থতার মধ্যে উজ্জ্বল অবশ্য বিশাল, সমিত-দের ব্যাটিং। হিমাচল প্রদেশ ম্যাচে কিন্তু ত্রিপুরার বোলিং বিভাগকে শক্তিশালী করতে হবে কিংবা বোলারদের জ্বলে উঠতে হবে। মনে রাখতে হবে, রঞ্জি ট্রফির চারদিনের ম্যাচে ইনিংস। রঞ্জি ট্রফিতে সরাসরি ম্যাচের ফয়সালা হওয়ার সম্ভাবনা কম। সেই ক্ষেত্রে প্রথম ইনিংস বলেন, ক্রিকেট একটা মানসিক

বোলাং নিয়ে প্ৰশা উঠেছিল। সূতরাং হিমাচল প্রদেশ ম্যাচে ত্রিপুরার চিফ কোচকে বোলিং বিভাগ নিয়ে ভাবতে হবে। তেমনি টিসিএ-র নির্বাচকদেরও দল নিয়ে ভাবতে হবে। অমিত আলি-কে হরিয়ানা ম্যাচে কেন খেলানো হয়নি সেই সম্পর্কে কোন সঠিক কারণ না টিম ম্যানেজমেন্ট না নির্বাচক কমিটির কেউ দিতে পেরেছেন। সমীর দিঘে হয়তো ভূলে গেছেন যে, অমিত আলি নামে একজন বোলার ত্রিপুরা দলে আছে যে এবারের আইপিএল-র নিলামে ডাক পেয়েছিল। আসলে ভিনরাজ্যের কোচদের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, তারা অতিথি তথা পেশাদার ক্রিকেটারদের প্রতি একটু বেশি দুৰ্বল হন। হয়তো তাই অমিত আলি-র নাম মনে করেননি। তবে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব প্রথম হিমাচল প্রদেশ ম্যাচে প্রথম একাদশে অমিত আলি-কে চাইছে ত্রিপুরা। রাজ্যের এক সিনিয়র কোচ

প্রতিপক্ষ দলের ব্যাটসম্যান বা বোলারদের উপর যদি মানসিক চাপ তৈরি করতে না পারেন তাহলে ২২ গজে সাফল্য পাওয়া কঠিন। অমিত আলি যেহেতু এখন শিরোনামে রয়েছে তখন তাকে প্রতিপক্ষ দলের ব্যাটসম্যানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা উচিত ছিল। অমিত আলি বোলিং করতে এলে প্রতিপক্ষ দলের ব্যাটসম্যানরা নিশ্চয় খানিকটা চাপে থাকবে। তবে হরিয়ানা ম্যাচ শেষ। এখন হিমাচল প্রদেশ ম্যাচ। আর হিমাচল প্রদেশ ম্যাচে অমিত আলি-কে ত্রিপুরা দলে ভীষণ প্রয়োজন বলে ওই কোচের দাবি। হরিয়ানা ম্যাচে ত্রিপুরার বোলিং বিভাগকে দুর্বল মনে হয়েছে। তাই হিমাচল ম্যাচে বোলারদের যেমন আরও দায়িত্ব বিভাগকে শক্তিশালী করতে অমিত-কে দলে দরকার। হিমাচল প্রদেশ কিন্তু এবারের একদিনের

জাতীয় সিনিয়র ক্রিকেটে

শক্তিশালী দল নামাতে হবে। পাঞ্জাব ম্যাচে হিমাচল প্রদেশ কিন্তু ব্যাটে একেবারে খারাপ করেনি। আর চারদিনের ম্যাচে প্রথম ইনিংস গুরুত্বপূর্ণ। ত্রিপুরাকে তাই হিমাচল প্রদেশ ম্যাচে প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকার জন্য পরিকল্পনা করতে হবে। রাজ্যের এক প্রাক্তন ক্রিকেটার বলেন, অমিত আলি-কে হরিয়ানা ম্যাচেই খেলানো উচিত ছিল। হিমাচল প্রদেশ ম্যাচে অমিত আলি-কে দলে রাখতেই হবে। ভূলে গেলে চলবে না যে, চারদিনের ম্যাচে একজন ভালো স্পিনার প্রয়োজন যা এই সময়ে অমিত আলি-র কথা বলতেই হবে। হিমাচল প্রদেশ ম্যাচে অমিত আলি-কে দলে রেখে প্রথম একাদশ গঠন করতে হবে। ক্রিকেট নিতে হবে তেমনি বোলিং মহলের দাবি, ভিনরাজ্যের কোচকে মনে করিয়ে দিতে হবে দলটা ত্রিপুরার। সুতরাং এখানে আগে রাজ্যের ছেলেদের কথা

মনে রাখতেই হবে।

অরবিন্দ সংঘ ক্রিকেটে জয়ী বেস্ট ইলেভেন

প্রতিবাদী কলম ক্রীডা প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ গীতা রানি দাস স্মৃতি নকআউট ক্রিকেটে সোমবার জয় পেয়েছে বেস্ট ইলেভেন। অরবিন্দ সংঘ আয়োজিত এই আসরে এদিন বেস্ট ইলেভেন এবং আলিঙ্গন প্লে সেন্টার পরস্পরের মুখোমুখি হয়। ম্যাচে আলিঙ্গন-কে হারিয়ে দিয়েছে বেস্ট ইলেভেন। বিজয়ী দলের হয়ে সুবোধ ৬২ রান করার স্বাদে ম্যাচের সেরা ক্রিকেটার নিৰ্বাচিত হয়েছে। আগামীকাল ত্রিপুরেশ্বরী বনাম এপি স্টার পরস্পরের মুখোমুখি হবে।

মহিলা নক্আউট ফুটবল বাতিল দলগুলির নিশানায় টিএফএ

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ এবারের ঘরোয়া মহিলা নকুআউট ফুটবল বাতিল হলো। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠলো, সারা বছরে যেখানে মহিলা ফুটবলে টিএফএ-র মাত্র দুইটি আসরই হয় সেখানে কেন অন্যতম নক্আউট ফুটবল বাতিল করতে হলো—এর দায় কার? অভিযোগ, টিএফএ নাকি মহিলা ফুটবলকে তেমন কোন গুরুত্ব দেয় না। তবে এটা শুধু রাম আমলের চিত্র নয়, বাম আমলেও টিএফএ-তে মহিলা ফুটবল ততটা গুরুত্ব পায়নি। পাশাপাশি রাজ্যের ক্রীড়া প্রশাসনেরও একটা ব্যর্থতা কিন্তু রয়েছে। জানা গেছে, মূলতঃ আর্থিক কারণেই টিএফএ-র মহিলা ফুটবল দলগুলি নক্আউটে খেলতে চায়নি। এছাড়া রয়েছে টিএফএ-র মহিলা ফুটবল কমিটির ব্যর্থতা। প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, মহিলা লিগ ফুটবলের আগে বা লিগ শেষ হওয়ার পরই যদি মহিলা নক্আউট ফুটবল হতো তাহলে

বেশ কিছু দল নক্আউটে খেলতো। কিন্তু মহিলা লিগ ফুটবল শেষ হয়ে যাওয়ার কয়েক মাস পর এখন নক্আউট ফুটবলের আসরে খেলতে রাজি হয়নি অধিকাংশ দল। এই প্রসঙ্গে দলগুলির বক্তব্য হলো, লিগ শেষ হওয়ার পর দল ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এখন নক্আউটের জন্য দল গঠন করা কঠিন। কেননা একটি ম্যাচের জন্য কয়েক হাজার টাকা খরচ করা সম্ভব নয়। লিগে খেলার জন্য প্রচুর টাকা খরচ হয়েছে। কিন্তু টিএফএ-র কোন আর্থিক সাহায্য বা অনুদান নেই। ফলে এখন নক্আউটে দল নামাতে হলে আবার কয়েক হাজার টাকা খরচ। এমনিতেই মহিলা ফুটবলের জন্য কোন সরকারি সাহায্য বা কোন স্পনসর নেই। ক্লাবগুলির নিজস্ব চাঁদা বা কোন কোন দলের কোচ বা দায়িত্বে যারা থাকেন তাদের পকেটের টাকায় দল চলে। টিএফএ যদি লিগের আগে বা লিগের সাথে সাথে নক্আউট

কিছু দল খেলতো। মহিলা লিগ ফুটবল শেষ হতেই অধিকাংশ দল ভেঙে দেওয়া হয়। এতদিন পর এখন আবার দল গঠন করতে হলে কয়েক হাজার টাকা খরচ। জনৈক মহিলা ফুটবল কোচ বলেন, লিগে নিজের টাকা খরচ করে দল নামিয়েছিলাম। টিএফএ-র কোন আর্থিক সাহায্য পাওয়া যায় না। এতদিন পর টিএফএ-র মনে হলো নক্আউট মহিলা ফুটবল করার। মেয়েরা যে যার কাজে চলে গেছে। যে পড়াশোনা করে সে পড়াশোনায়। এখন আবার সবাইকে নিয়ে দল করে মাঠে নামা অসম্ভব। সবমিলিয়ে বলা চলে, মহিলা ফুটবল নিয়ে টিএফএ-র উদাসীনতা এবং দলগুলির আর্থিক সংকটের কারণেই এবার বাতিল হলো টিএফএ-র মহিলা নক্আউট ফুটবল। ২০২০ সালে করোনার জন্য টিএফএ-র মহিলা ফুটবলের কোন খেলা হয়নি। ২০২১-২২ সালে হলো শুধুমাত্র লিগ।

ফুটবল করতো তাহলে হয়তো

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক ও সম্পাদক অনল রায় চৌধুরী কর্তৃক চৌধুরী ভবন, হরিগঙ্গা বসাক রোড, মেলারমাঠ, আগরতলা, ব্রিপুরা - ৭৯৯০০১ থেকে প্রকাশিত এবং প্রতিবাদী কলম প্রিন্টার্স, চৌধুরী ভবন, মেলারমাঠ, হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা, (৭৯৯০০১) পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে মুদ্রিত। ফোন ঃ (০৩৮১) ২৩৮-০৪৮৫ / ৭০৮৫৯১৭৮৫১







অপরাধীরা প্রত্যেকদিনই নিজেদের কাজ করে যাচ্ছে বলে অভিযোগ।

থানার এক পুলিশ অফিসার জানান, কিভাবে মারা গেছে নিশ্চিত নয়। আমরা মৃত ব্যক্তির পরিচয় জানতে চেষ্টা করছি। এছাড়া কিভাবে মৃতদেহটি এখানে এসেছে তা আশপাশ এলাকায় সিসি ক্যামেরার ফুটেজ পরীক্ষা করে দেখা হবে। এদিকে, এই মৃতদেহ ঘিরে সকালে ভিড় জমে যায় রবীন্দ্র কাননের সামনে। আশপাশের অনেক অটো চালকরা মৃতদেহ দেখতে পেয়ে খুন বলেই মনে করেছেন। শহরে অপরাধ বাড়ছে বলে অভিযোগ। পুলিশের এসপি থেকে শুরু করে থানার ওসি পর্যন্ত নতুন অফিসারে সাজিয়ে নেওয়া হলেও কার্যত খুন এবং চুরি ছিনতাইয়ের ঘটনা বন্ধ করতে তারা ব্যর্থ। শুধুমাত্র ছোটখাটো নেশা কারবারিকে গ্রেফতার করেই ঢাকঢোল পিটিয়ে যাচ্ছে এই পুলিশ অফিসাররা। এই সুযোগে গুরুতর

মায়ের কাছ থেকে তিন মাসের শিশুকে নিয়ে গেলেন বাবা

মোহনভোগ, ২১ ফব্রুয়ারি।। তিন মাসের শিশুকে মায়ের কাছ থেকে জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ বাবার বিরুদ্ধে। দুই বছর আগে সামাজিক রীতি-নীতি মেনে মোহনভোগ ব্রকের একই ভিলেজ এলাকার যুবক-যুবতির বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের পর থেকেই নাকি নববধুর উপর শশুরবাড়ির লোকজন মানসিক এবং শারীরিক নির্যাতন শুরু করে দেয়। সেই অত্যাচার সহ্যের সীমা ছাডিয়ে যাওয়ায় বাপের বাড়িতে চলে আসেন ওই বধু। তিন মাস আগে তার সন্তানের জন্ম হয়। শিশুকে নিয়ে বাপের বাড়িতেই ছিলেন তিনি। কিন্তু শিশুর মায়ের অভিযোগ, তার স্বামী এবং শাশুড়ি জোরপূর্বক সন্তানটিকে নিয়ে গেছে। এই ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর দাবি উঠছে ছোট্ট সন্তানটিকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হোক।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, এই বিষয়ে সোনামুডা থানাতেও লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন শিশুর মা।কিন্তু পুলিশ এখনও পর্যন্ত ঘটনার তদস্ত করেনি বলে অভিযোগ। তাই বাধ্য হয়ে শিশুর মা সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হন। তিনি চাইছেন তার সন্তানকে যেন দ্রুত ফিরিয়ে দেওয়া হয়। কারণ, তিন মাসের শিশুটির তার মায়ের কাছে থাকাই সবচেয়ে জরুরি। কারণ, মায়ের কাছে না থাকলে শিশুটি অসুস্থ হয়ে পড়ার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে। এলাকাবাসীও চাইছেন শিশুটিকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হোক। যদি নিজেদের মধ্যে কোন বনিবনা নাও হয় অন্তত শিশুর জন্য তাদের এক সাথে আসা প্রয়োজন।

সোনার বাজার দর

১০ গ্রাম ঃ ৪৯,৯৫০ ভরিঃ ৫৮,২৭৫

পিস্তল-সহ গ্রেফতার নেশা কারব

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। পিস্তল এবং নেশায় ছেয়ে গেছে মোহনপুর মহকুমা। আবারও পিস্তল-সহ নেশা কারবারি আটকের ঘটনা পুলিশ নিশ্চিত হয়ে গেছে নেশা কারবারিদের হাতে এখন পিস্তল রয়েছে। এগুলি ব্যবহার করতেই তারা মজুত রেখেছে। আগরতলা থেকে টিম গিয়ে মোহনপুর মহকুমা এলাকায় নেশার বিরুদ্ধে অভিযান করতে হয়। লেফুঙ্গা থানার রাঙ্গুটিয়া এলাকায় রাত আড়াইটা নাগাদ এই অভিযান করেছে পুলিশ। অভিযানে একটি নাইন এমএম পিস্তল-সহ কয়েক লক্ষ টাকার উত্তেজক নেশা সামগ্রী উদ্ধার করা হয়। গ্রেফতার করা হয়েছে দুই নেশা কারবারিকেও। তাদের নাম রতন দেব এবং অনুপ দেব। দু'জনকেই পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। সোমবার অভিযান নিয়ে মুখ খুলেছেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পিয়া মাধুরী মজুমদার। অনির্বাণ দেবকে পাশে বসিয়ে তিনি বলেছেন, রবিবার রাত আড়াইটা নাগাদ নির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতেই রতন দেবের বাড়িতে অভিযানটি হয়। অভিযানে ৫ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট, ৪০০ ফেন্সিডিলের বোতল, ২ লক্ষ টাকা ছাড়াও বহু বিলিতি মদের বোতল উদ্ধার হয়েছে। তবে পিস্তলে কোনও গুলি ছিল না। কিভাবে এই পিস্তল পেয়েছে এই নেশা



কারবারিরা তা জানতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এদিকে মোহনপুর মহকুমার রাঙ্গুটিয়া এলাকায় বহুদিন আগে থেকেই নেশা দ্রব্য মজুত করা হচ্ছিল। প্রতিবাদী কলম এনিয়ে খবরও প্রকাশিত করে। কিন্তু টাকার বিনিময়ে এই ব্যবসা চালায় স্থানীয় থানার প্রলিশ। এই নেশা কারবারিদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছিল না। এই কারণেই আগরতলা থেকে পুলিশের টিম গিয়ে কুখ্যাত নেশা কারবারি রতন এবং অনুপকে আটক করেছে। তাদের বিরুদ্ধে লেফুঙ্গা থানায় এনডিপিএস অ্যাক্টে মামলাও নেওয়া হয়। নেশা কারবারিদের কাছে একটি চার চাকার গাড়িও পেয়েছে পুলিশ। তবে গাড়িটির মালিকানা তাদের নয়।

শিক্ষামন্ত্রী দায়ী, বিস্ফোরক

আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। পুলিশের হেফাজতে গুরুতর অসুস্থ এক যুবক। সোমবার ওই যুবককে জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হাসপাতালের মধ্যেই আহত যুবকের ছবি পর্যন্ত তুলতে বাধা দেয় পুলিশ। গোপনেই আহত যুবককে চিকিৎসা করিয়ে নিয়ে যেতে চাইছিল পুলিশ বলে অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায়

আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।।

সাইবার অপরাধীদের এবার টার্গেট

পুলিশ অফিসাররা। এক আইপিএস

অফিসারের পর ছদ্ম ডিএসপি

হিসেবে পদোন্নতি প্রাপ্ত পুলিশ

অফিসার সাইবার অপরাধীদের

খপ্পরে পড়লেন। তার অ্যাকাউন্ট

ব্যবহার করে অন্যদের কাছ থেকে

টাকা আদায় করা হচ্ছে। সাইবার

পুলিশের উপর ভরসা হারিয়ে এই

ডিএসপি এবার দ্বারস্থ হয়েছেন

সামাজিক মাধ্যমে। ফেসবুকে পোস্ট

করেই সাইবার অপরাধীদের খপ্পরে

পড়ে যাওয়ার কথাটি জানিয়েছেন

এই ডিএসপি। তার নাম দেবাশিস

সাহা। সোমবারই সকালে তিনি

ফেসবুকে পোস্ট করে সাইবার

অপরাধীদের খপ্পরে পড়ার কথা

জানান। এই পোস্ট ঘিরে নানা প্রশ্ন

তৈরি হয়েছে। একজন ডিএসপি

পর্যায়ের পুলিশ অফিসার যদি

সাইবার অপরাধীদের খপ্পরে পড়েও

তাদের আটক করতে না পারেন

তাহলে সাধারণ নাগরিকদের কি

অবস্থা হবে এই ঘটনায় তা পরিষ্কার।

জানা গেছে, দেবাশিস সাহার

ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে

অনেকের কাছে টাকা চাওয়া

হয়েছে। সাইবার অপরাধীরা

গেছে, ঘরের রেফ্রিজারেটর থেকে

শর্ট সার্কিটে আগুন লাগে। ঘরে

থাকা ভাড়াটিয়া ছাত্র বিষয়টি টের

পায়। দমকলের কর্মীরা খবর পেয়ে

দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

রীতিমতো বেকায়দায় পড়ে সিধাই থানার পুলিশ। খুনের চেস্টার অভিযোগ তুলেছেন আহত যুবক সঞ্জয় দেব। রবিবার রাতে যোগেন্দ্রনগর থেকে তাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল সিধাই থানার পুলিশ। কিন্তু কি কারণে তাকে আটক করা হয় কিছুই জানানো হয়নি। পুলিশি হেফাজতে সঞ্জয় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে।

করে একজনকে সিআইএসএফ

অফিসারের সব পুরোনো জিনিস

বিক্রি করতে চলছেন। এই অপরাধের

ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই চাঞ্চল্য

তৈরি হয়েছে। অনেকেই বলতে শুরু

করেছেন রাজ্য পুলিশের সাইবার

শাখা কোনও কাজই করে না।

শুধুমাত্র লোক-দেখানো সাইবার

AFFIDAVIT

আমি শ্রীমতি দিপালী

চৌধুরী এখন থেকে আমি

দিপালী চৌধুরী (পাল)

একই ব্যক্তি। স্বামীর নাম-

ঠিকানা- নেতাজী পল্লী.

শ্রীপল্লী স্কুল বাধারঘাট

দোলন পাল

আগরতলা,

পুলিশ বসিয়ে রাখা হয়েছে।

সোমবার সকালে তাকে দ্রুত নেওয়া হয় জিবিপি হাসপাতালে। হাসপাতালেই সঞ্জয় জানান, তার মৃত্যু হলে দায়ী থাকবেন শিক্ষামন্ত্ৰী রতন লাল নাথ। শুধুমাত্র বিরোধী দল করায় তাকে এই ধরনের অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরেই তার উপর এই দমনপীডন চলছে। অত্যাচারের জন্য তিনি চার বছর ধরে বাড়ি ছাড়া। তাকে বহুবার হত্যার চেষ্টা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্ৰী ছাড়াও মোহনপুর এলাকার বিকাশ দাস, সঞ্জিত দাস-সহ কিছু মাফিয়া তাকে হেনস্থা করছে। সিধাই থানায় তুলে নিয়ে অত্যাচার করা হয়। খুন

চিকিৎসা সংবাদ

প্যারালাইসিস, বাত

হ্যালো 9774192162 / 9863051697

স্পভেলোসিস, নার্ভের রোগী, জয়েন্টে ও কোমডের ব্যথার রোগীরা উপরের নম্বরে যোগাযোগ করুন সুস্থ হওয়ার জন্য।

JOB VACANCY

Walk in interview for job recruitment. Qualification : Graduate H.S. (+2) |Madhyamik.

> Contact-7005287713

কোথায় যাবেন তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সঞ্জয়। তিনি জানান, রবিবার তাকে তুলে নিয়ে অন্ধকারে আটকে রাখা হয়।ক্রমাগত অত্যাচারে তিনি অসুস্থ হয়ে পডেন। এদিকে. সিধাই থানার পুলিশ গুরুতর অসুস্থ সঞ্জয়কে জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি করায়। হাসপাতালেই সাংবাদিকরা এই খবর শুনে ছুটে যান। তারা ছবি JOB VACANCY

গেলে বিচার পান না। পুলিশ মামলা

পর্যন্ত নেয় না। এই পরিস্থিতিতে তিনি

ONE REPUTED HEALTHCARE CENTRE QUIRED FE. MALES FOR RE-CEPTION WITH GOOD FLUENCY IN SPEAKING EN-GLISH

CALL-9774781059

দেয়। হাসপাতালের নাম দিয়ে সাংবাদিকদের ছবি পর্যন্ত মুছে দিতে নির্দেশিকা জারি করে ফেলে। এই সময়ে আইনজীবী রঘুনাথ মুখার্জী খবর পেয়ে কর্তব্যরত পুলিশকে সাংবাদিকদের বাধা দানের বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তুলেন। কর্তব্যরত পুলিশ কর্মী কোনও জবাব না দিয়ে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করেছেন বলে অভিযোগ।

Grammar and Spoken

ছোটদের, বড়দের Spoken and Grammar (2022-[2023] New course ভার্ত চলিতেছে। TPSC, SSC Banking পরীক্ষার্থীদের জন্য Eng ال Grammar Course Admission চলিতেছে। Add: Milanchakra

Ph: 9863451923

ব্যাস এখন আর দুঃখ নয়

আপনি কি কষ্টে আছেন কেন যেহেতু সকল সমস্যারই রয়েছে সমাধা সমস্যা ১০০ শতাংশ অতিসত্ত্বর সমাধান পাবেন আমাদের কাছে।

মিয়া সুফি খান

যেমন চাকরি, গৃহ অশাস্তি, প্রেম, বিবাহ, কালো জাদু, সতীন এর যন্ত্রণা অথবা শত্রুদমন সন্তানের চিন্তা, ঋণ মুক্তি, বান মারা, আইন আদালত এই সব রকমের সমস্যার তুফানি দুমাধান পাবেন আমাদেব কাজেব দাবা।

যদি কারো স্ত্রী বা স্বামী, প্রেমিক বা প্রেমিকা, সন্তান অথবা মনের কাছের কোন ব্যক্তি অন চারোর বশে হয়ে থাকে তাহলে অতিসত্বর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ বশীক্তবণ এবং অস্ত্ৰ-এব স্পেশালিস্ট মিয়া সফি খান। সত্যেব একটি নাম।

> মোবাইল ঃ 8798144508 / 8798144507 ঠিকানা- ভোলাগিরি, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা (নিয়ার শনি মন্দির)



বিশেষ দ্রন্তব্য

টিএসআর নিয়োগঃ সুপ্রিম

পুলিশ এখনও পর্যন্ত খুনের রহস্য

শারীরিকভাবে আঘাত করেছিল। উদ্ঘাটন করতে পারেনি। এনসিসি

এখনও জবাব দেয়নি রাজ্য সরকার। জবাবের জন্য আরও ৭দিনের সময় চেয়েছে। ২০১৬ সালে মেধা তালিকায় থাকা রাজ্যের বেকাররা এই মামলাটি করেছে। সোমবার তারা আগরতলা সিটি সেন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভও দেখিয়েছেন। তাদের বক্তব্য, ১৯৯৪ সাল থেকে টিএসআর-এ একই নিয়মে নিয়োগ হচ্ছে।এই নিয়মেই ২০১৬ সালের টিএসআর'র নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আমরা নির্বাচিত হয়েছিলাম। শুধুমাত্র অফার পাওয়ার বাকি ছিল। এই সময়ে রাজ্যে সরকার

জিতেনকে

নোটিশ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি

থেকে বের হওয়ার আগে তার মাকে

তিনি নিজেও একজন যুবক। অথচ আমাদের এখন বলা হচ্ছে দুই নম্বরী উপায়ে আমরা নির্বাচিত হয়েছিলাম। আমাদের দাবি. এমন কিছু হলে প্রমাণ দেখাক। ২০১৬ সালে রাজ্য সরকার টিএসআর'র নিয়োগ র্যালি শুরু করেছিল। শারীরিক মাপের পর নিয়োগের জন্য লিখিত পরীক্ষা পর্যন্ত হয়ে যায়। এরপর মেধা তালিকা তৈরি করা হয়। শুধুমাত্র অফার ছাড়ার বাকি ছিল। সরকার বদলের পর অফার ছাড়া হয়নি। ত্রিপুরা উচ্চ আদালতে টিএসআর'র নিয়োগে বঞ্চিত কিছু যুবক মামলা করেছিলেন। তাদের মামলা বাতিল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বদল হয়েছে। আমরা ভেবেছিলাম হয়ে যায় ত্রিপুরা উচ্চ আদালতে। আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এর পরই মামলা হয় দেশের টিএসআর 'র চাকরির দাবিতে আমাদের বিষয়টি ভাববেন। কারণ সর্বোচ্চ আদালতে। করোনার শুনানি হয়নি। শেষ পর্যন্ত গত ১৭ ফেব্রুয়ারি মামলাটির শুনানি হয়। বিক্ষুন্ধ বেকাররা জানিয়েছেন, রাজ্য সরকার সৃপ্রিম কোর্টে এখনও তাদের বক্তব্য জানায়নি। ১৭ ফেব্রুয়ারি আবারও ৭ দিনের সময় চেয়েছে রাজ্য সরকার। বেকারদের বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রী যুবকদের পাশে আছেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আমরা কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নই। নতুন কিছু চেয়েছিলাম। এজন্য বিপ্লব দেবকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে চেয়ে ভোট দিই। এখন আমাদের কথা শুনছেন না কেউ।

নিত্য সম্ভ্রাসে হতাহত দুই



চৌধুরীকে নোটিশ দিলো বিজেপি লিগ্যাল সেল। সামাজিক মাধ্যমে জিতেন চৌধুরীর একটি পোস্ট তুলে নিতে এই নোটিশ। পোস্টটি না তুলে প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর নিলে আইনত ব্যবস্থা নেওয়ারও / **কাঁকড়াবন, ২১ ফেব্রুয়ারি।।** যান কথা বলা হয়েছে। নোটিশটি সন্ত্রাসের ট্র্যাডিশন চলছে গোটা দিয়েছেন বিজেপি লিগ্যাল সেলের রাজ্যে। সোমবার সাতসকালে কনভেনার বিশ্বজিৎ দেব। কাঁকড়াবন থানার অন্তর্গত পালাটানা সোমবারই এই নোটিশ দেওয়া হয়। প্রজেক্টের সামনে মর্মান্তিক যান দু'দিন আগেই জিতেন চৌধুরী দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় ২৬ বছরের ইউটিউবের একটি খবর ঘিরে প্রাণতোষ সূত্রধরের। তার বাড়ি সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট উদয়পুর রেলব্রিজ সংলগ্ন এলাকায়। করেছিলেন। পোস্টে উল্লেখ এদিন সকালে প্রাণতোষ বাইক নিয়ে করেছিল পুকুর ভরাট করে ২৭ কানি জামজুরি থেকে মেলাঘরের দিকে জমি বিক্রি করে বিধায়ক কোটি টাকা যাচ্ছিলেন। সকাল ৭টা নাগাদ চেয়েছে। দেবরামপুর গ্রাম পালাটানা প্রজেক্টের সামনে তার পঞ্চায়েতে এই ঘটনার অভিযোগ বাইকের সাথে একটি স্কুটির এনে সামাজিক মাধ্যমে ইউটিউব মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। স্কুটিতে আর ফেসবুকে এই খবর ছড়িয়ে ছিলেন ২৫ বছরের মহাদেব দাস। পড়েছিল। খবর দেখে জিতেন তার বাড়ি উদয়পুর অমরসাগর চৌধুরী রাজ্যের মন্ত্রী এবং বিজেপি পাড়। এই দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আইনজীবী শাখার কুশিলবদের আহত হয়েছেন স্কুটি চালক উদ্দেশ্যে স্পষ্টীকরণ চেয়েছিলেন। মহাদেব। তাকে গোমতী জেলা একই সঙ্গে রাজ্যের জনগণকে হাসপাতাল থেকে আশঙ্কাজনক তাদের নেতা এবং মন্ত্রীদের বিষয়ে অবস্থায় জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথা

অনুযায়ী স্কৃটি এবং বাইক খুবই দ্রুতগতিতে ছিল। যে কারণে দু'জনই মারাত্মকভাবে আঘাত পান। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে বাইক এবং স্কৃটি চালককে দমকল বাহিনী উদ্ধার করে নিয়ে আসে গোমতী জেলা হাসপাতালে। সেখানেই প্রাণতোষ সূত্রধরকে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। এদিকে মহাদেব দাসকে রেফার করা হয় জিবি হাসপাতালে। নিহত প্রাণতোষ সূত্রধর বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত। তিনি একটি ফিনান্স কোম্পানির ম্যানেজারের দায়িত্বে আছেন। তার কর্মস্থল মেলাঘরে। সেখানে যাওয়ার পথেই দুর্ঘটনার কবলে পড়েন তিনি। মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। প্রাণতোষের পরিজনরা হাসপাতালে গিয়ে তার মৃতদেহ দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন। সকলেই এই দুঘটনার জন্য দুরস্ত গতিকেই কারণ হিসেবে মনে করছেন।

শহরের

এক বাড়িতে ফের আগুন প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। আবারও শহরে এক বাড়িতে Free त्रवा 3 घ°छाग्र १००% भागानित्व अद्याधान আগুন। এবার উজান অভয়নগরে পোস্ট অফিস সংলগ্ন এক বাড়িতে আগুন লেগে যায়। আগুনে পুড়ে যায় দুটি ঘরের বেশিরভাগ জিনিস। সোমবার দিনদুপুরে এই আগুনটি লাগে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে ছুটে যায় দমকলের দুটি ইঞ্জিন। জানা

ত্রিপুরা। *** ব্যাস এখন আর দুঃখ নয়! ***

পশ্চিম

অথবা শক্রদমন, সন্তানের চিন্তা, ঋণমুক্তি, বান মারা, আইন আদালত এই সব রকমের সমস্যার তুফানী সমাধান পাবেন আমাদের কাজের দ্বারা। যদি কারো স্ত্রী বা স্বামী, প্রেমিক বা প্রেমিকা, সন্তান অথবা মনের কাছের কোন ব্যক্তি অন্য কারোর বশে হয়ে থাকে তাহলে অতিসত্ত্বর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। তন্ত্রমন্ত্র। বশিকরণ এবং তন্ত্র-এর স্পেসালিস্ট বাবা অমন জী। সত্যের একটিই নাম।

© 7085264491 / 7085264475 শঙ্কর চৌমুহনী, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা।

ञल रेटिया अत्रन छालिख

প্রেমে বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গৃহ কলহ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ, বিবাহে

বাধা, সতীন ও শক্র থেকেপরিত্রাণ, গড়াধন, কর্মে বাধা, গুপ্তবিদ্যা কালাজাদু, মুঠকরণী, জাদুটোনা, বশীকরণ স্পেশালিস্ট।

घत् वस्र 🗛 to Z अद्यम्प्रात अद्योधीन যদি কারও স্বামী, প্রেমী অথবা মেয়ে কারও বশীভূত হয় তাহলে একবার অবশ্যই ফোন করুন আর ঘরে বসেই দ্রুত সমাধান পান





প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট কারও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একান্তই বিজ্ঞাপনদাতার, সেসবের সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিক সেখানে নেই। যেকোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা, ইত্যাদির জন্য সেই বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপায়েই যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়।

